বেড়িরা

বেদৌরা।

(গীতি-নাট্য।)

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ

প্রণীত।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

২৫শে ডিসেম্বর ১৯০২ সাল—অভিনয় রজনী

কলিকাতা।

১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৯০৩

নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সা-জমান	... ...	খালেদান রাজ্যের অধিপতি।
কমরলজমান	...	সাজমানের পুত্র।
উজীর।		
দানহাস	... ...	অপ্সর।
কাস্‌কাস্	... ...	দৈত্য।
চীনরাজ।		
মার্জয়ান	... ...	বেদৌরার ধর্ম্মভ্রাতা।
আর্ম্মানস	... ...	এবনি উপদ্বীপের অধিপতি।

স্ত্রী।

বেদৌরা	... ...	চীন-রাজকন্যা।
মৈমুনী	... ...	অপ্সরী।
হায়তন	... ...	আর্ম্মানসের কন্যা।
ধাত্রী।		
বাঁদী।		

ওমরাহগণ, রক্ষীগণ, বান্দাগণ, হকিম, নাগরিকগণ, উদ্যানপাল, কাপ্তেন, অপ্সরীগণ ও জনৈক স্ত্রীলোক ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

(কোরস)

ঘুমে ঘুমে বাঁধবো প্রাণে প্রাণে ;
জেগেতো সুখ পাবেনা, ঘোর যাবেনা,
কাজ কি জাগার মিলনে ॥
জেগে কেউ ধরা দেবেনা,
জাগা প্রেম নয়তো একটানা,
ঘুমে ঘুমে প্রেম ক'রে যাও—
ঘুমের প্রেম বয়না উজান জীবনে ॥

ফিরেম

চিন্তায় আ

বেদোরা

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপুরী—অলিন্দ

সা-জমান।

(উজীরের প্রবেশ)

সা-জ। উজীর! কিছু ঠিক ক'র্‌লে?

উজীর। জনাব! গোলাম একটা মতলব ঠাউরেছে, দেখুন দেখি সেটা আপনার পছন্দ হয় কি না।

সা-জ। ... বল।

উজীর। ...পনা যে সময় পুত্রের কাছে বিবাহের প্রস্তাব ...রেন, তখন সাজাদা নিতান্ত বালক। তার ওপর নতুন নতুন ...তাব প'ড়ে, তখন তিনি বিদ্যার অভিমানে অভিমানী। এইজন্যই আপনার প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য ক'র্‌তে সাহসী হয়েছেন। এখন তাঁর অবস্থা ভিন্ন। কুমারের জ্ঞান ও বহুদর্শিতা লাভ হ'য়েছে।

তার ওপর তিনি এখন যুবা পুরুষ। মনের বৃত্তি সকল অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হ'চ্ছে,—সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে প্রস্তাব করবার এই হ'চ্ছে উপযুক্ত সময়। তবু পাছে সাজাদা লজ্জায় আপনার প্রস্তাবে সম্মত না হ'ন, এইজন্য আমি ইচ্ছা ক'রেছি যে, আপনি রাজসভায় বিজ্ঞ ওমরাওদের সাক্ষাতে প্রস্তাব করুন। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধিমান্ রাজকুমার ওমরাওদের সাক্ষাতে আপনার মর্য্যাদা হানি ক'র্ত্তে পার্‌বেন না।- অনিচ্ছা থাকৃলেও আপনার আদেশ অমান্য ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌বেন না।

সা-জ। এ অতি সুন্দর যুক্তি।—দেখ উজীর, তোমাকে আর আমি অধিক কি ব'ল্‌ব!—তুমি আমার বাল্যসখা—আমিও তোমাকে চিরকাল সেই চ'ক্ষেই দেখে আস্‌ছি—তুমিই আমার বল বুদ্ধি ভরসা।—তুমিই এ সঙ্কটে আমাকে রক্ষা কর।

উজীর। আমি গোলাম—জাঁহাপনার মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা আসে তাই করি। ফলাফল ঈশ্বরের হাত। ওমরাওদের আস্‌তে আদেশ ক'রেছি। তারা এলো ব'লে, আমি ইতিমধ্যে সাজাদাকে সঙ্গে ক'রে আনি।

[উজীরের প্রস্থান।

সা-জ। আন।—ঈশ্বর! দয়া ক'রে বৃদ্ধ বয়'স আমাকে পুত্র দিয়েছো—এখন দয়া ক'রে সেই পুত্রের মতি ফিরিয়ে দাও।—সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সন্তান পেয়েও বংশলোপ চিন্তায় আমি এক লহমার জন্যও যে সুখী হ'তে পারছিনা দয়াময়!—যদি পুত্র পেয়েও আমার অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না হ'ল, যদি বংশলোপই আমার অদৃষ্ট, তবে এ পুত্র পেয়েই বা আমার লাভ কি হ'ল?—দোহাই দয়াময়! কমরল জমানের যৌবন কাল দেখা পর্য্যন্ত যখন এ

গোলামকে হুকুম ক'রেছো, তখন কৃপা ক'রে আমাকে পৌত্রের মুখ দেখাও—আমাকে এ বৃদ্ধ বয়সে দুশ্চিন্তার প্রহারে মেরে ফেলো না।

পারিষদবর্গের প্রবেশ।

১ম। কেন জনাব, গোলামদের তলব করিয়েছেন?

সা-জ। শোন ওমরাওগণ—তোমাদের এই অসময়ে কেন আন্‌তে পাঠিয়েছি শোন। তোমরা সকলেই জান, সাজাদা বিবাহ ক'র্‌তে চায় না।

১ম। গোলামেরা জানে জনাব—এবং এইজন্যই গোলামেরা কেহই সুখী নয়।

সা-জ। ছেলে যদি বিবাহ না ক'র্‌লে, তাকে পাওয়া না পাওয়া দুইই সমান।—

সকলে। তা ত ঠিক।

সা-জ। তাইতে মনে ক'রেছি—আজ আমি, তোমাদের সবার সম্মুখে সাজাদাকে আনিয়ে, তাকে বিবাহ ক'র্‌তে আদেশ ক'র্‌বো।—আমার বিশ্বাস, তোমাদের সম্মুখে সে আর আমার কথার প্রতিবাদ ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌বে না।

সকলে। এ অতি উত্তম পরামর্শ।

উজীর ও কমরল জমানের প্রবেশ।

কমরল। কেন জনাব! গোলামকে এ সময় তলব ক'র্‌ছেন?

সা-জ। দেখ বাপ্‌! আমি দিন দিন দুর্ব্বল হ'চ্ছি।—আমার আয়ুক্ষয় হ'য়ে আস্‌ছে—আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, অধিক দিন আর আমি বাঁচ্‌বোনা।—দু'দিন পরে এ রাজ্য তোমাকেই শাসন ক'র্‌তে

হবে।" এই সব বিজ্ঞ ওমরাওদের পরামর্শ নিয়ে আমি এতকাল রাজ্য চালিয়ে এসেছি—এঁদেরই সৎপরামর্শে আমি সংসারী হ'য়েছি, সংসারী হ'য়ে সুখী হ'য়েছি—তোমার মতন পুত্র লাভ ক'রেছি।—তাই এই সমস্ত সদ্বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করবার জন্য তোমায় ডাকিয়ে আনালুম।—এঁরা তোমাকে কি ব'লছেন শোন।

কমরল। যো হুকুম।

১ম। সাজাদা! আপনি এই বয়সেই প্রচুর জ্ঞানলাভ ক'রেছেন। সুতরাং আপনাকে কোন কিছু উপদেশ দেওয়া বেয়াদবী। তথাপি গোলাম কিছু ব'লতে ইচ্ছা করে। রাজা শুধু আত্মসুখের জন্য সংসার করেন না—প্রজার মঙ্গলই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। প্রজা রাজার বিয়োগে পাছে অনাথ হ'য়ে যায়, এইজন্য রাজা পুত্র কামনা করেন। পুত্রে আপনার প্রতিষ্ঠা দেখে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বর্গে যান। নতুবা বংশলোপ দেখে গেলে স্বর্গে গিয়েও তাঁর শান্তি থাকবে না। তাই আমরা সকলে আপনাকে অনুরোধ করবার জন্য এসেছি যে, আপনি এই বিবাহযোগ্য বয়সে বিবাহ ক'রে—মহানুভাব পিতা, বিজ্ঞ উজীর, রাজভক্ত প্রজা, এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত সুখী করুন।

সকলে। আমাদের সবার অনুরোধ, বিবাহ ক'রে আপনি এই পবিত্র বংশ রক্ষা ক'রুন।

কম। বিবাহ ক'রলেই যে বংশ রক্ষা হবে, তার এমন নিশ্চয়তা কি!

সা-জ। তাতে বংশ রক্ষা না হয়, আমার অদৃষ্ট—কিন্তু তা ব'লে যে অবিবাহিত থাকতে হ'বে তার মানে কি। অন্ততঃ আমি পুত্রবধূর মুখ দেখেও দুদিন সুখী হই।

সকলে। আমরা সবাই আপনাকে অনুরোধ ক'র্‌ছি—আপনি এই অনুরোধ রক্ষা করুন।

কম। এ যে অন্যায় অনুরোধ—

সা-জ। ন্যায় হোক্—আর অন্যায়ই হোক্—এ অনুরোধ তোমায় রক্ষা ক'র্‌তেই হবে।

কম। কেমন ক'রে করি—জাঁহাপনা! কবি ব'লেছেন ;—

লজ্জাহীনা নারী যারে ক'রেছে বেষ্টন,
এ জীবনে মুক্তি নাহি তার ;
সহস্র দুর্গের মাঝে যদ্যপি রক্ষণ—
বজ্র যদি দুর্গের প্রাকার—
তথাপি নিষ্ফল বাঁধা রমণীর প্রাণ,
নিষ্ফল সে দুর্গের গঠন ;
নিকটেই থাক কিম্বা দূরে অবস্থান,
তথাপি সে করিবে দংশন।
হো'ক্ না সে বিদ্যুৎবরণী—
হোক্ না সে খঞ্জন নয়নী—
হোক্ না হে কাদম্বিনী কুন্তল তাহার,
তথাপি মোহের আবরণে
পশিয়া সে সংসার কাননে,
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্বনাশী করে ছারখার।
ঈশ্বরে যদ্যপি প্রীতি রাখিতে ধীমান্
সেব তাঁরে পূজা উপচারে ;
রমণীকে দিয়োনাকো ঘরের সন্ধান,
বাধা দিয়ো প্রবেশের দ্বারে।

সহস্র বৎসরব্যাপী বিষম চেষ্টায়
যদি কর বিজ্ঞান সাধনা,
রমণী পরশ্ন মীত্রে পাড়িবে তোমায়—
পূর্ণ হ'তে কখন দেবে না।

সা-জ। কবিতে অমন নিন্দেও ক'রেছে—অমন সুখ্যাতিও কত ক'রেছে।

কম। দোহাই জাঁহাপনা! বিবাহ ক'রতে আমায় অনুমতি ক'রবেন না। ঘৃণিতা নারী দ্বারা আমি পর্য্যঙ্ক কলুষিত ক'রতে পারবো না—সোণার জীবনকে বিষময় ক'রতে পারবো না।

সা-জ। তা'হলে এই যে এতগুলো বিজ্ঞলোক তোমাকে অনুরোধ ক'রছে—এরা বিবাহ ক'রে সকলেই অসুখী!—

কম। সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রবেন না। সকল হাসি-মুখের আবরণেই সুখের হৃদয় থাকে না।

সা-জ। ও সব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। বিবাহ তোমায় ক'রতেই হবে।

কম। জাঁহাপনার অন্যান্য প্রজার মধ্যে গোলামও একজন। তাঁদের প্রাণের ওপরই জাঁহাপনার অধিকার।

সা-জ। বেশ, প্রাণে যদি মমতা থাকে, তা'হলে আমাদের কথা রক্ষা কর।

কম। বিবাহ—আমি ক'রব না।

সা-জ। বিবাহ তোমায় ক'রতেই হবে।

কম। গোস্তাকী মাফ্ হয়, দুনিয়ায় কেউ নেই, যে আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করাতে পারে।

সা-জ। কেউ নেই, কেউ নেই! এত আস্পর্দ্ধা!—পারব না?

অকৃতজ্ঞ নরাধম সন্তান! তোমার ঔদ্ধত্যের ফলভোগ কর। কই হ্যায়—পারি কি না পারি দেখাচ্ছি—কই হ্যায়?—

প্রহরীর প্রবেশ।

সকলে। যুবরাজ! ক্ষান্ত হউন—ক্ষান্ত হউন।

সা-জ। এই পাপিষ্ঠকে বেঁধে আমার পুরাতন দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখ। উজীর! এই নরাধম পুত্রের চিরকারাবাসের ব্যবস্থা কর। যতদিন না ও তোমাদের মতানুযায়ী কার্য্য করে, ততদিন সেই অন্ধকূপে আবদ্ধ ক'রে রাখ। সূর্য্যের মুখ দেখ্‌তে দি'য়োনা। দেখি বেয়াদব, তোমার কত বড় জেদ্!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুর্গ।

মৈমুনী।

দূর ছাই! সারাদিন ঘুমিয়ে কাটালুম, রাত্রির প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত আড়ামোড়া ভাঙ্গলুম, তবুও ঘুমের ঘোর গেলনা! মানুষের দিন আমাদের রাত। মানুষ যখন দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্তদেহে নিদ্রার কোলে মাথা রেখে শান্তিসুখ ভোগ করে, তখন আমাদের জাগরণ। তখন বাতাসের অঙ্গে ভর দিয়ে, নীল সাগরের এধার থেকে ওধারে—চাঁদের সুধার ঢেউ তুলে—ভাসন্ত তারাকুল নাচিয়ে নাচিয়ে, আমরা মনের সাধে সাঁতার কাটি। যেখানে যা কিছু সুন্দর, যেখানে যা কিছু মধুর, সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে মানব মানবীর ঘুমের ঘরে লুকোচুরি খেলি। এমন কাজে আজ আমার হেলা কেন? কি হ'ল? চোখ এখনও জড়িয়ে জড়িয়ে আস্‌ছে। দূর ছাই!

ও চোক ছাড়্ না। না—না! একি হ'ল! এ অপূর্ব্ব সৌরভ কোথা থেকে এল! গন্ধ! গন্ধ! অপূর্ব্ব গন্ধ—রূপের গন্ধ—ভর্ ভর্ ক'র্‌ছে। এ প্রাণমাতান রূপ নিয়ে আমার আবাসের পাশে কে বিচরণ করেরে!—একি মানুষ না পরী—শরীরী না অশরীরী? কে এলো?

গীত।

ঘুম ঘুম ঘুম জড়ান আঁখি,
সামনে খেলে রূপের তুফান,
কারে রেখে কারে দেখি।
চোখের গুণে দেখার বাহার চোখেরই খেলা,
যে যারে পায় চোখে চোখেই
খায় দুটী বেলা।
চোক ভরা রূপ ছুটে প্রাণে
সাধে সাধে মাখামাখি।
প্রাণের জ্বালা সোহাগ খেলা
শুধু চোখেরি ফাঁকি। (প্রস্থান)

দানহাসের প্রবেশ।

গীত।

মেরা মন করে ঘুরঘুর;
সেতারকি তার হরদম টানা হো গিয়া বেসুর।
কলিজামে বাজ গির্ পড়া হায় বেবাক্ বদন চুর।
পিয়ারকি সাথ্ নেহি মুলাকাৎ,
মালুম নেই আয়া কি গিয়া,
হাম ঢুঁড়ে দুনিয়া হাম ঢুঁড়ে দুনিয়া,
তব্ নেহি মিল্‌তা, মন মেরা চল্‌তা, বড়ি দুর আসনাইপুর।

দান। ও বাবা ঘুরতে ঘুরতে এ কোথায় এসে প'ড়লুম! এই না সেই পুরোণো কেল্লা মৈমুনী রাণীর আস্তানা। যা চ'লে; সব মাটী! পরীরাণী টের পেলেই ত গেছি। আমার প্রতি অর যে ভালবাসা, দেখ্‌তে পেলেই ছেকলে বেঁধে ফেল্‌বে। না—কেমন কেমন ঠেক্‌ছে, মৈমুনী যেন এখানে নেই ব'লে বোধ হ'চ্ছে। নইলে এক প্রহর রাত—শাড়া শব্দ নেই! বোধ হয় পরীরাণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

মৈমুনীর প্রবেশ।

মৈমুনী। এ আমি কি দেখ্‌লুম! একি! একি এ অপূর্ব্ব রূপ! এমন সুন্দর পুরুষ ত আমি কখনও দেখিনি। এই এতকাল এই কেল্লায় বাস ক'র্‌ছি, এখানে কখনও ত মানুষ আস্‌তে দেখিনি। তবে কে এলো? কে একে আন্‌লে? আরে কে ও, দানহাস যে!

দান। আঁক্।

মৈ। আঁক্ ক'রে আঁত্‌কে উঠ্‌লে যে? এখানে এমন সময়?

দান। কেও পরীরাণী? সেলাম।

মৈমুনী। হঠাৎ এমন সময় এখানে কি মনে ক'রে?

দান। এই তোমাকে দেখ্‌তে এলুম।

মৈমুনী। বল কি! আমার এত ভাগ্য যে, নিজে উপযাচক হয়ে খুঁজে আমাকে দেখ্‌তে এসেছো।

দান। তা' না ক'র্‌লে তোমার দেখা ত সহজে মিল্‌বে না। ত আর গোলামকে দয়া ক'রে দেখা দেবে না।

মৈমুনী। চোপ্‌রাও—বেয়াদব—

দান। তা হ'লে সেলাম পরীরাণী! ভাল আছ—বাড়ীর সব

খবর ভাল? তা বেশ—তা বেশ—ভাল থাকলেই আমাদেরও ভাল। তা হ'লে আসি, সেলাম।

মৈমুনী। বল কি ক'র্‌তে এসেছিলে? নইলে সাজা নিতে হবে, বল—কোথা থেকে আস্‌ছো—কি ক'র্‌তে আস্‌ছো? সত্যি বল—মিথ্যে বল্‌লে তোমার আর নিস্তার নেই।

দান। তা হ'লে অভয় দাও।

মৈমুনী। বহুত আচ্ছা, ভয় নেই।

দান। আমি এক রূপের নেশায় বোঁদ হ'য়ে এখানে পথ ভুলে এসে প'ড়েছি।

মৈমুনী। কি রকম?

দান। তা হ'লে বলি শোন পরীরাণী—তামাসার কথা নয়। আমি আজ ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে চীনদেশে গিছ্‌লুম—সেখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখে এলুম। সেখানে এক অপূর্ব্ব সুন্দর বাগানে, একটা অপূর্ব্ব সুন্দর মর্ম্মর বেদীর ওপর, একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী নিদ্রা যাচ্ছে।

মৈমুনী। তা এ আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার কি?

দান। আশ্চর্য্য এই যে, সেরূপ সুন্দরী আমি আর কখনও দেখিনি। আরও আশ্চর্য্য—সুন্দরী বন্দিনী।

মৈমুনী। বন্দিনী?

দান। হাঁ পরীরাণী—বন্দিনী। বেদীর ওপর শুয়ে আছে—তিন গোছা চুল, মুখের তিনদিকে প'ড়েছে। আমি চুল বেয়ে মুখের কাছটী গেছি—এমন সময় সুন্দরী নিশ্বাস ফেল্‌লে। আমিও সেই নিশ্বাসের ধাক্কায় টাউরি খেতে খেতে এখানে এসে প'ড়েছি।

মৈমুনী। ভাল, সে মেয়েটীকে এখানে তুলে আন্‌তে পার?

দান। কেন পরীরাণী ?

মৈমুনী। আমি এখানে একটী ছেলে দেখেছি—আমার বিশ্বাস, তার যোগ্য সুন্দরী দুনিয়ায় নেই।

দান। আর আমি সে মেয়েকে দেখে মনে ক'রেছি যে, তার যোগ্য সুন্দর দুনিয়ায় নেই।

মৈমুনী। কে সে ?

দান। চীনরাজ-কুমারী বেদৌরা। রূপের অহঙ্কারে সে বিবাহ ক'র্‌বে না, প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। কত দেশ থেকে কত রাজপুত্র এসে হতাশ হ'য়ে ফিরে গেছে। বেদৌরা সুন্দরী কারও অনুরোধ রক্ষা করেনি। তার পিতা চীনরাজ শেষে বিরক্ত হ'য়ে, তাকে শিকলে বেঁধে, সেই বাগানে বন্দিনী ক'রে রেখেছে। তবু সুন্দরীর তেজ ভাঙেনি। সে বলে—আমার যোগ্য পুরুষ দুনিয়ায় নেই। আর আমিও দেখ্‌লুম পরীরাণী, তার যোগ্য সুন্দর পুরুষ দুনিয়ায় নেই।

মৈমুনী। বল কি ? তুমি কি এ যুবককে দেখেছ ?

দান। ও আর দেখ্‌তে হবে না।

মৈমুনী। বেশ, তুমি একবার দেখ, দেখে এসে বল।

দান। তুমি যখন হুকুম ক'র্‌লে, তখন যাচ্ছি। কিন্তু সে কেবল মিছে যাওয়া—মেহনৎ সার।

মৈমুনী। ভাল, তুমি একবার আগে দেখেই এস।

দান। কোথায় যাব ?

মৈমুনী। কেল্লার মাঝের কামরায় দেখ্‌বে, যুবক শুয়ে আছে। (দানহাসের প্রস্থান) এর চেয়ে সুন্দর হ'তে পারে ! কখনই নয়। দেখলেও বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না। মিথ্যা কথা—বেয়াদবী।

যেমন বেয়াদব, না দেখে আমার সঙ্গে তর্ক ক'রেছে, আগে আসুক, তার উপযুক্ত শাস্তি দেব! (দানহাসের পুনঃপ্রবেশ) কি হ'ল?

দান। ও আর হওয়া হওয়ি কি, আগে যা ব'লে গেছি—এর চেয়ে সে ঢের সুন্দর। তুমি তারে দেখনি।

মৈমুনী। এমন বেয়াদবী! আচ্ছা তাকে নিয়ে এস। কিন্তু যদি এর চেয়ে বেশী সুন্দর না হয়, তা হ'লে তোমার আর নিস্তার নেই।

দান। আর যদি হয়?

মৈমুনী। তা হ'লে যা চাইবে তাই দেবো।

দান। দেবে?

মৈমুনী। দেবো।

দান। দেবে?

মৈমুনী। দেবো।

দান। দেবে?

মৈমুনী। দেবো।

দান। বহুত আচ্ছা, সেলাম—আমি এখুনি নিয়ে আসছি।

(দানহাসের প্রস্থান)

(ইঙ্গিত ধ্বনি)

(পরীগণের প্রবেশ)

মৈমুনী। এই যুবককে ঘুম পাড়িয়ে রাখ।

পরীগণ। গীত।

আঁধার বেটে ঘুট ঘুটে
দাঁতের পাটে লাগিয়ে খিশি।
কপাট কেটে আয়গো ছুটে
ঘুমপাড়ানি মাসি পিসী।
দুজনে দুচোক ধ'রে, বেঁধে রাখ ঘুমের ঘোরে,
পাছে ঘুমে নে যায় চোরে,
থাক্‌গো জেগে সারানিশি॥

তৃতীয় দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তর।

দানহাস।

দান। এনে, মেয়েটাকে ছেলের পাশে শুইয়ে বড়ই ত ফাঁপরে প'ড়্‌লুম্‌ দেখ্‌ছি। এখন এ দুয়ের ভেতর কে বেশি সুন্দর, তা ত ঠাওর ক'র্‌তে পা'র্‌ছিনি। এখনি মৈমুনী আস্‌বে। আসুক্‌ না, দেখাই যাক্‌—সে যে ধমক্‌ মেরে জিতে যাবে, সেটী হ'চ্ছে না।

মৈমুনীর প্রবেশ।

মৈ। কি দানহাস! খবর কি? মেয়েটাকে এনেছ?

দান। এনেছি—কিন্তু আনাই সার।

মৈ। কেন?

দান। মিছে মেহনত। এ সুন্দরীর যোগ্য পুরুষ মিল্‌লো না।

মৈ। বল কি—দেখি।

দান। এই দেখ।

মৈ। যথার্থই দানহাস!—এ কন্তা রূপে রাণী।

দান। কেমন ঠিক ব'লেছি না পরীরাণী? আগে থাক্‌তেই ব'লেছি ত যে, গোলামের ভাগ্যে জিত আছে।

মৈ। জিত—এ কথা তোমায় ব'ল্‌লে কে?

দান। কেন—এই যে তুমি নিজে ব'ল্‌লে!

মৈ। রমণীর রূপের প্রশংসা ক'র্‌লুম্ ব'লে কি, তুম স্থির ক'র্‌লে যে, এ যুবতী যুবকের চেয়ে সুন্দর?—তাও কি কখনও হ'তে পারে; এ রমণী যতই সুন্দরী হো'ক্, তবু যুবকের যোগ্য নয়।

দান। তোমার জোর বেশি—বেশি বেয়াদবী ক'র্‌লে শাস্তি দেবে, কাজেই আমি চুপ।—নইলে, অভয় দিলে বলি, যুবতী বেশি সুন্দর।

মৈ। বেশ, এখনি মীমাংসা ক'র্‌ছি (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া) কাস্‌কাস্!

দান। রসো পরীরাণী! কাস্‌কাস্ ত তোমারই লোক।

মৈ। বেশ, আমি থাক্‌বোনা—কাস্‌কাস্!

(নেপথ্যে—হুজরাইন!)

জল্‌দি আও—

কাস্‌কাসের প্রবেশ।

কাস। হুকুম পরীরাণী! এই জিন্‌কে কি মোড়াতে হবে?

দান। না, অতটা কষ্ট তোমায় ক'র্‌তে হবে না। তুমি কাহিল মানুষ, হাতে কি শেষকালে খিল ধ'র্‌বে।

কাস। চোপরাও জিন!

মৈ। মারধোর ক'র্‌তে হবে না।

কাস। হাঁ—অব্‌ কি হ'ল!

মৈ। দেখ দেখি কাসকাস্‌—এই যে দুজন শুয়ে আছে, এ দুয়ের মধ্যে কে বেশি সুন্দর? বেশ ক'রে দেখে জবাব দাও।

কাস। যো হুকুম।

(মৈমুনীর প্রস্থান)

কই—এই দুজনের ভেতরে?

দান। হাঁঃদাদা! তুমি একবার দেখ ত। তুমি না দেখ্‌লে কিছুতেই এ তর্কের মীমাংসা হ'চ্ছে না।—(স্বগত) হাঁদা শালাকে কৌশলে গুলিয়ে দিতে হ'চ্ছে।—দেখ দাদা—একবার ভাল ক'রে দেখ।—হাঁ দাদা! তোমার তবিয়ত কি আচ্ছি নেই?

কাস। থোড়া খারাপী হ্যায়।

দান। তাই ত বলি—দাদার সে খুব-সুরত চেহারা খানা দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন;—কানগুলো লুটিয়ে প'ড়েছে—আগে কেমন খাড়া থাক্‌তো;—মুখখানা এক ইঞ্চি ক'মে গেছে—আগে লম্বা ছিল;—চোক দুটো অনেকটা ভেসে উঠেছে—আগে কেমন অগম জলে মিটি মিটি ক'র্‌ত;—কেন দাদা! এমনটা হ'ল?

কাস। তবিয়ত থোড়া খারাপী হ্যায়।

দান। তা খারাপী হ্যায় কি, অমনি অমনি হ্যায়—না ভিতর্‌মে থোড়া আসনাই ঢোকা হ্যায়?—আমার বোধ হয়, তাই হ্যায়;—কেমন না দাদা!

কাস। থোড়া থোড়া—ঢোকা হ্যায়।

দান। কার সঙ্গে দাদা!—কার সঙ্গে?—এমন নসীব কার হ'ল দাদা!—যে তোমার নজরে প'ড়েছে?

কাস। ও বাত, ছোড় দেও—আবি ঐ দোনো আদমি দেখলাও।

দান। তা তো দেখাতেই হবে—এই দেখ দাদা—ভাল ক'রে দেখ। পরীরাণীতে আমাতে ভারী তর্ক হয়েছে—আমি একজনকে সুন্দর ব'লছি, পরীরাণী ব'লছে আর একজনকে।

কাস। তব্ তো তোম্ হারেগা।

দান। তা তো হারেইগা—তবে নাকি তুমি খাঁটী আদমী—

কাস।- আলবৎ—

দান। তোমার বাপ ছেল খাঁটী আদমি—

কাস। বেসক্—

দান। তুমি নিজেও একটা পছন্দদার আদমি—

কাস। ঠিক—

দান। তার ওপর নিজেও সুপুরুষ—

কাস। সচ্ বাৎ—

দান। মুখখানি যেন অষ্টমীর চাঁদ—

কাস। আমি অষ্টমীতে জন্মেছিলুম—

দান। আর ফেন্নি হাঁ ক'রেছিলে, অমনি চাঁদখানা তোমার মুখের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল,—কেমন? – শেষে টানাটানি হেঁচড়া-হিঁচড়ি ক'রতে চাঁদখানা আধাআধি ছিঁড়ে গিয়েছিল—

কাস। চাঁদ আমি বড় ভালবাসি—

দান। বেশ—তাহ'লে চাঁদপানা মুখও খুব ভালবাস,—তাহ'লে দেখ দেখি দাদা—(কমরলকে দেখাইয়া) এই ছেলেটা বেশি সুন্দর নয়—(স্বগত) যতই বোঝাই না কেন—শালা বেঁটে ঘনগিরে জিন—পয়গম্বরের দুসমণ, আমি যা ভাল ব'লব, শালা তার উলটো

ব'লবেই ব'লবে। দেখ দাদা—ভাল ক'রে—ছেলেটা বেশি খুব-সুরৎ নয় ?

কাস। নেহি—নেহি, লেড়কী—লেড়কী—

দান। না দাদা—এটা হ'তেই পারে না, ভাল ক'রে দেখ।

কাস। চোপ্‌রাও—আল্‌বৎ—লেড়কী।

মৈমুনীর প্রবেশ।

দান। নিশ্চয় পরীরাণী ইসারা ক'রেছে।

কাস। কভি নেই,—গাধা—গিধ্বোড়!

মৈ। কৈ—কি—কে সুন্দর ?

দান। আর তুমি ইসারায় আগে ব'লে দিয়েছো—

কাস। নেহি গাধা—উল্লুক—

দান। আর উল্লুক—কখন নয়—ছেলে—

কাস। লেড়কী—

দান। তাহ'লে বল পরীরাণী! কার হা'র ?

মৈ। এতে ত কিছুই মীমাংসা হ'ল না। এক কাজ কর—দু'জনকে আলাদা আলাদা ক'রে জাগাও—যে বেশি মুগ্ধ হবে, তারই হা'র।— (অন্তরালে গমন)

দান। বেশ—

নেপথ্যে—গীত।

চাঁদের কিরণ বয়ে যায়।
উঠহে প্রেমিক রায় এত কি ঘুমায়।

(কমরুল জমানের উত্থান)

কম। আহা! কে গায়—এমন সুন্দর গান এখানে কে গায়! নিশ্চয় আমার মন নরম করবার অভিপ্রায়ে রাজা অন্তরালে বন্দীদের দিয়ে গানের ব্যবস্থা ক'রেছেন—না, একি! পাশে আমার শুয়ে কে? আমি-ত একা শুয়েছিলুম!—একি বান্দা? ভয় পেয়ে কি গুঁড়ি মেরে মেরে আমার কাছটাতে এসে শুয়েছে? এই বান্দা—এই বেয়াদব বান্দা! ওঠ্।—না না—আহা! একি! একি অদ্ভুত—একি চমৎকার!—এ আমি কি দেখি! আমি কোথায়! পিতা পিতা—পুত্রবৎসল পিতা! তুমি এই অপূর্ব্ব সামগ্রী আমার জন্য সংগ্রহ ক'রে রেখেছো। য়্যা—তা তো জান্‌তুম না—মরি মরি—রমণী এত সুন্দর!!—আমার দর্প চূর্ণ করবার জন্যেই কি আমার অজ্ঞাতসারে এ সুন্দরীকে আমার কাছে শুইয়ে রেখেছো?—পিতা পিতা—ক্ষমা কর—আর আমি রমণীকে ঘৃণা ক'রব না—আমার দর্প চূর্ণ—আমি মূর্খ বুঝতে পারি না—নিজের মন না বুঝে তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রেছি। আর ক'রব না—আমায় ক্ষমা কর। এই ভুবনমোহিনীকেই আমাকে দান কর। আমি আর কিছু চাই না—প্রাণেশ্বরি ওঠ—না বুঝে, তোমাকে না দেখে আমি তোমার অমর্য্যাদা ক'রেছি। ওঠ—ছুটো কথা কও—শুধু দেখে প্রাণে তৃপ্তি পাচ্ছি না। ওঠ, তোমার হাতে আজ আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি—তোমার দাসত্ব গ্রহণ করি—ওঠ—তবু উঠ্‌লে না, অভিমানে মুখ ফিরিয়ে রইলে!—এই নাও তবে আমার সর্ব্বস্ব দানের নিদর্শন—(অঙ্গুরীয় প্রদান)—কথা ক'ইলে না—ভাল, প্রভাত হোক—তখন কেমন তুমি কথা না কও—তোমার কত অভিমান, আমি একবার দেখে নেব। (পুনঃ শয়ন)

(বেদৌরার উত্থান)

বে। কিছুতেই নয়—পুরুষের দাসত্ব কিছুতেই নয়—আমি আপনার রাণী—কেন স্বেচ্ছায় পরাধীনতা গ্রহণ ক'র্‌ব—কিছুতেই নয়—প্রাণ যায় তাও স্বীকার—তথাপি পুরুষের দাসত্ব কিছুতেই গ্রহণ ক'র্‌ব না—পিতা! আমায় মৃত্যু দাও, সাদী দিয়ো না। একি! এ আমি কোথায়?—আমি ত বাগানে শুয়েছিলুম—এখানে কে আন্‌লে? বাঁদী বাঁদী!—একি! পাশে শুয়ে কে?—একি! একি! আহা একি!—য়্যাঁ—এ আমি কার পাশে শুয়ে?—পিতা পিতা—কন্যাবৎসল পিতা! একি ক'রেছো—দাম্ভিকা কন্যার গর্ব্ব চূর্ণ ক'র্‌তে এ তুমি কি ক'রেছো? এঁকে ত আমি কখনও দেখিনি—এমন ভুবনমোহন পুরুষ আছে, তা তো জান্‌তুম না।—এঁরই হাতে আমায় সমর্পণ ক'রেছো! কন্যার প্রতি তোমার এত স্নেহ!—আর নয়, আর আমি তোমার অবাধ্য হব না। এই ইনিই আমার প্রাণেশ্বর। হৃদয়বল্লভ ওঠ—দাসীর সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর—সে সর্ব্বস্ব তোমার পায়ে বিকিয়ে দাসী হ'চ্ছে, ওঠ। না না—এই যে প্রাণেশ্বর আমাকে অঙ্গুরীয় দিয়েছেন—আমি সর্ব্বনাশী কালনিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়েছিলুম—আমায় কত ডেকেছেন—আমার ঘুম ভাঙে নি। এই নাও—আমারও অঙ্গুরী নাও (অঙ্গুরী প্রদান)—ওঠ আর ঘুমিয়োনা—একবার ওঠ—উঠে একবার বাঁদী ব'লে ডাক। তোমার মুখের বাঁদী কথা শুন্‌তে আমার বড় সাধ হয়েছে—প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর! এত অভিমান! উঠ্‌লে না!—উঠ্‌লে না! ভাল, কতক্ষণ ঘুমুবে। আমি তোমার পদ সেবা ক'র্‌তে এই জেগে রইলুম। না—এ কি রকম হ'ল—চোক জড়িয়ে আসে কেন?

(পুনঃ শয়ন)

উজী। আপনি ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি, আপনি যখন প্রিয়তম পুত্রকে শাস্তি দিয়েছেন, তখন সে শাস্তি ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়। অবশ্যই তাতে শুভফল ফল্‌বে জনাব।

সা-জ। শুভফল ফল্‌লো ত তুমি এ যাত্রা বেঁচে গেলে, নইলে তোমার গর্দ্দান এবার আর কেউ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ছে না।

উজী। আমারও যদি কিছু জ্ঞান থাকে জনাব, তাতে আমার এই বিশ্বাস যে, এইবারে শুভফল ফল্‌বে।

সা-জ। ফল্‌বে উজীর! ফল্‌বে?

উজী। এইবারে আপনার ছেলে বিবাহ ক'র্‌তে নিশ্চয় সম্মত হবে।

সা-জ। হবে উজীর! সম্মত হবে? দেখ ভাই, তুমি আমার বাল্য-বন্ধু, তার ওপর আমার পরম হিতৈষী। মনের আবেগে পাগলামী ক'রে দুটো একটা কথা বলি, কিছু মনে ক'রোনা।

উজী। সেকি জনাব—আমি আপনার গোলাম। আপনার কৃপায় আমার শরীর ধারণ। আপনি চিরকালই আমাকে প্রেম-চক্ষে দেখে আস্‌ছেন। আপনার তিরস্কার, আপনার আদরের চেয়েও বেশী মিষ্ট।

সা-জ। ছেলেকে না দেখে আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।

উজীর। ভাল—চলুন; একদিনের কারাবাসেই সাজাদার মনের অবস্থা বোঝা যাবে এখন।

সা-জ। তা হ'লে চল চল, আর বিলম্ব সয়না।

উজীর। চলুন।

পঞ্চম দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তর।

কমরলজমান।

কম। কি হ'ল! ঘুম ভেঙে উঠে আর দেখ্তে পাচ্ছি না কেন? এর মানে ত কিছুই বুঝ্তে পারছি না! চারিদিক ঘুরে দেখলুম, কই কোথাও ত দেখ্তে পেলুম না। তবে কি প্রাণেশ্বরী আমাকে রহস্য করবার জন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। কোথায় তুমি সুন্দরি!—আর যে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার অদর্শন সহ্য ক'রতে পা'রছি না!—কোথায় আছ, শীঘ্র এসো, দেখা দাও।—কই, তবু ত সাড়া পাচ্ছি না।—এই ত প্রাণেশ্বরী আমাকে কৃপা ক'রে গেছে—এই ত আমাকে তার আংটী দিয়ে গেছে! তবে এরূপ গোপনভাবে থাক্‌বার মানে কি?—বান্দা-কেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। বোধ হয় সে সমস্ত খবর জানে। গোলাম!

বান্দার প্রবেশ।

বা। জনাব!—

কম। আমার পাশে কে শুয়েছিল, দেখেছিলি?

বা। আজ্ঞে হাঁ জনাব, একটা বেরাল বাচ্ছা শুয়েছিল।

কম। বেরাল বাচ্ছা শুয়েছিল কি?

বা। আজ্ঞে হাঁ জনাব। এ পুরণো কেল্লা—এর ভেতর র বাচ্ছা খুঁজলে পাওয়া যায়, তা বেরাল বাচ্ছা।

কম। তা নয়—আমার পাশে যে শুয়েছিল, কোথায় সে?

বা। তা তিনি বাইরের বারাণ্ডায় ইঁদুর ধ'র্‌ছেন।

কম। আ মর্‌ ব্যাটা!—ইঁদুর ধ'র্‌ছেন কি?

বা। সমস্ত রাত আপনার পাশে শুয়েছিলেন, এখন ক্ষিদে পেয়েছে, তাই চুপি চুপি ইঁদুর ধ'র্‌ছেন।

কম। এসব কি ব'ল্‌ছিস্‌ হারামজাদা বেটা!

বা। তা হ'লে কি ব'ল্‌ব জনাব।

কম। তামাসা—বেয়াদব, আমার সঙ্গে তামাসা! কা'ল যে আমার বিছানায় ছিলেন, তাঁকে নিয়ে আয়।

বা। কই আর কে ছেল, দেখিনি ত হুজুর!

কম। নিশ্চয় দেখেছিস্‌। বল্‌ তিনি কোথায়, নইলে খুন ক'রে ফেল্‌বো।

বা। (শয্যা অন্বেষণ)

কম। ওকি ক'র্‌ছিস্‌?

বা। বোধ হয় বালিশের নীচে আছে।

কম। তবেরে কমবখ্‌ত—(প্রহার)

বা। দোহাই জনাব—আমি আর কিছুই জানিনা।

কম। নিয়ে আয়, নইলে খুন ক'র্‌বো।—নিয়ে আয়।

বা। (গৃহের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ) জনাব! ট্যাকটা দেখুন দেখি—যদি ট্যাকে রেখে থাকেন।

কম। (পুনঃ প্রহার)।

বা। দোহাই জনাব! আমি আর কিছুই জানি না।

কম। নিয়ে আয়।—(প্রহার) সাজাদীকে নিয়ে আয়।

বা। ওরে বাবারে, গেছিরে!—

কম। না—এ শাস্তিতে তোমার হ'চ্ছে না। দড়ীতে বেঁধে পাতকোয় না ঝুলিয়ে দিলে, তুমি ব'ল্ছ না। (প্রস্থান)

বা। দোহাই জনাব! দোহাই জনাব! গোলাম কিছু জানে না।

রাজা ও উজীরের প্রবেশ।

উজীর। কিরে—কিরে! ব্যাপার কি?

বান্দা। জাঁহাপনা, গোলামকে রক্ষা করুন। (রাজার পদতলে পতন)

উজী। কি, কি, হ'ল কি?

বান্দা। সাজাদা আমায় আষ্টে পৃষ্ঠে মার দিয়েছেন।

সা-জ। তুই নিশ্চয় কোন বেয়াদবী ক'রেছিলি?

বান্দা। দোহাই জাঁহাপনা! কিছু করিনি।

উজী। শান্ত শিষ্ট রাজকুমার তবে কি বিনাদোষে তোকে মার্‌লেন?

বান্দা। জনাব, কার দোষে যে মার্‌লেন, তা তো ব'ল্‌তে পারি না।

উজী। কিছু কি তিনি বলেন নি?

বান্দা। ব'লুলেন বই কি,—হাতে মার্‌তে লাগ্‌লেন, আর মুখে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন। মারেন আর বলেন—সাজাদীকে নিয়ে আয়।

উভয়ে। সাজাদী!

বান্দা। দোহাই জনাব, সাজাদীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন বা'র করে দিন। নইলে বান্দার প্রাণ যায়।

উজী। সাজাদী কিরে!

সা-জ। হাঁ!—সাজাদী! সাজাদী! তাই ত বলি। এসব

তোমার চাতুরী; তাই ত বলি, তুমি কি জাননা? আমায় বোকা বোঝাচ্ছ?

উজী। দোহাই জনাব, এ গোলাম কিছুই জানে না।

সা-জ। ও বাৎ হাম নেহি শুনেগা, সাজাদী বোলাও।

উজী। (স্বগত) এই বার মুস্কিল ক'র্‌লে, আবার এক নতুন ফ্যাসাদ বাঁধালে দেখ্‌ছি। হাঁরে বান্দা! সাজাদী কি বল্ দেখি।

বান্দা। বান্দা ঘুমিয়ে প'ড়েছিল, বান্দা ত সাজাদীকে দেখেনি হুজুর। দোহাই জনাব! বান্দা কিছুই জানে না।

সা-জ। বান্দা জান্‌বে কি! তোমার কুটকচালে বুদ্ধি, ও গরীব বান্দা বুঝ্‌বে কি? নাও, তামাসা রাখ, সাজাদীকে বোলাও।

বান্দা। হাঁ জনাব, বোলাও—নইলে যার কেটো পিট, তাকে সাজাদার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি আর মার খেলে মরে যাব। আমার প্রাণ কণ্ঠায় এসেছে।

সা-জ। সাজাদা কই?

বান্দা। আমাকে পাতকোয় ঝোলাবার জন্য দড়ী আন্‌তে গেছেন। দোহাই জাঁহাপনা! রক্ষা করুন। মার খেয়ে আধ মরা হ'য়েছি। দড়ীতে ঝুল্‌লে আর বাঁচ্‌বো না।

উজী। জনাব, আপনি একটু অন্তরালে যান। আমি ব্যাপার খানা কি, একবার জেনে দেখি।

সা-জ। ব্যাপার আবার কি? ব্যাপার কি তুমি জাননা? আমার ছেলেকে গোপন ক'রে, আমাকে পর্য্যন্ত গোপন ক'রে, তলে তলে সাজাদী জোগাড় ক'রেছো।

উজী। দোহাই জাঁহাপনা!—খোদার দোহাই,—এ গোলাম কিছুই জানেনা।

সা-জ। সত্যি ?

উজী। গোলাম কি এতই নীচ যে, জাঁহাপানার সঙ্গে প্রতারণা ক'র্‌বে ? আর ক'রে গোলামের লাভ কি ? রাজকুমার যদি সংসারী হন, তাতে কি এ গোলামেরও কম আনন্দ ! আমিই ত সাজাদাকে সংসারী দেখ্‌বার জন্য জনাবকে প্রতিদিন অনুরোধ ক'রে আস্‌ছি ! কিসে সাজাদা বিবাহার্থী হ'ন, তার উপায় উদ্ভাবন কর্‌বার জন্য প্রতিদিন—প্রতিক্ষণ এ গোলাম শান্তিশূন্য।

সা-জ। তা হ'লে—তাহ'লে এমনটা কেন হ'ল উজীর ? পুত্র কি আমার উন্মাদ হ'ল !

উজী। আপনি একটু অন্তরালে যা'ন, সাজাদা এই দিকে আস্‌ছেন। ব্যাপার খানা কি, সাজাদার মুখে না শুন্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা ; যারে বান্দা—সরে যা।

(রাজা ও বান্দার প্রস্থান, উজীরের অন্তরালে অবস্থিতি)

কমরলজমানের প্রবেশ।

কম। কোথায় গেল পাজী বেটা—কোথায় গেল ? এইযে, তবেরে বদমাস !

উজী। সাজাদা ! সাজাদা ! আমি।

কম। কে আপনি ? উজীর ! আপনি ? আপনিই এই বালকের দাম্ভিকতার দমনের জন্য এই তীব্র রহস্য-শাস্তির বিধান ক'রেছেন ? শাস্তি—চূড়ান্ত শাস্তি ! উজীর ! খালেদান রাজ্যের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী বিজ্ঞপ্রধান ! এ অধম অজ্ঞানান্ধকে ক্ষমা করুন।

উজী। গোলামকে এ আপনি কি ব'ল্‌ছেন রাজকুমার!

কম। গোলাম! পিতার আবাল্য-সহচর মন্ত্রদাতা শিক্ষক আপনি গোলাম! জ্ঞানাভিমানী বালক না বুঝে সময়ে সময়ে আপনার অমর্য্যাদা ক'রেছে, আজ আমি অনুতপ্ত,—সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত ক'র্‌ছি, আমাকে ক্ষমা করুন। যথেষ্ট শিক্ষা—চূড়ান্ত শাস্তি—আর আমি মুহূর্ত্তের জন্য সে সুন্দরীর অদর্শন সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছিনা।

উজী। সুন্দরী কি!

কম। এখনও রহস্য? আবার রহস্য? উজীর! আমি উন্মাদ! আবার রহস্য ক'র্‌লে হয় ত কি ক'র্‌তে কি ক'রে ব'স্‌ব। হয় ত মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌বোনা। এনে দাও, যত শীঘ্র পার এনে দাও।

উজী। রাজকুমার! আপনি বুদ্ধিমান—বিদ্বান। বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রেছেন। বহুশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে আপনি এই বয়সেই সংসারে একরূপ বীতরাগ। এখন আপনাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমি বেয়াদবী জ্ঞান করি। তথাপি যদি অনুমতি দেন, তাহ'লে গোলাম আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে সাহস করে। আপনি শাস্ত্র পাঠ ক'রে অনেক স্বপ্নেরও রহস্য জ্ঞাত আছেন, একবার ভেবে দেখুন দেখি, এটা স্বপ্ন কিনা!

কম। স্বপ্ন! কি ব'লছ উজীর! স্বপ্ন! আজ নিশায় শয্যা-পার্শ্বে আমি যে লাবণ্যময়ী কোমলার নিশ্বাস-স্পর্শ-সুখ অনুভব ক'রেছি, তা কি স্বপ্ন! যার নিদ্রাবেশ-লুণ্ঠিত বাহুলতা আমার দেহ সংস্পর্শে তড়িচ্ছক্তি-প্রভাবে আমার হৃদয়ে চিরজীবনের জন্য অবসাদ মাখিয়ে দিয়েছে, তাও কি স্বপ্ন! ভাল, তাও

যদি স্বপ্ন হয়, উজীর! (অঙ্গুরী দেখাইয়া) একেও কি তুমি স্বপ্ন ব'ল্‌তে চাও?

উজী। তাই ত—একি! এ অঙ্গুরীয় ত আপনার নয়!

কম। স্বপ্নের—উজীর স্বপ্নের। যা আমি নিজে পারিনি—অতুল সৌন্দর্য্যময়ীর রূপে উন্মত্তবৎ হয়েও, সুন্দরীর সম্মান রক্ষার্থ আমি নিজে যে কার্য্য ক'র্‌তে পারিনি, প্রেমময়ী এ হতভাগ্যের মন বুঝে অপার করুণায় তাই ক'রে গেছে। আমার আত্মদানের প্রতিদান স্বরূপ আমাকে তার অঙ্গুরীয় দিয়ে গেছে।

উজী। রাজকুমার!

কম। অভিমান! অভিমানে চ'লে গেছে! অভিমান? না কিসের অভিমান? কিছুতেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হ'লনা দেখে প্রাণেশ্বরী এ নীরস মূর্খের প্রেমাস্বাদে হতাশ হ'য়ে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেছে। আর কি আস্‌বে না—উজীর! আর কি আস্‌বে না? না না—তাকে দোষ দিচ্ছি কেন? তোমরা তাকে নিয়ে গেছ—তাঁকে বলপ্রয়োগে নিয়ে গেছ। আমার নিদ্রাভঙ্গের অবসরে দুটো কথা কইতেও তাকে অবকাশ দাওনি।

উজী। রাজকুমার! চিত্ত স্থির করুন।

কম। আমার হৃদয় মন জ্ঞান আমার অজ্ঞাতসারে অপহৃত; উজীর! যে সর্ব্বস্ব-হারা, তার আর চিত্তই বা কি, আর সে চিত্তের স্থিরতাই বা কি?

উজী। ঈশ্বরের দোহাই, আমি এর কিছুই জানিনা।

কম। (ধরিয়া) বেইমান! মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক! এখনও ব'ল্‌ছি নিয়ে আয়। নইলে মুষ্ট্যাঘাতে তোমার এ কুটিল উজীরী-লীলার অবসান ক'র্‌ব।

উজী। জাঁহাপনা! রক্ষা করুন।

বেগে সাজমানের প্রবেশ।

সা-জ। হাঁ হাঁ—কর কি—কর কি! উন্মাদ! কর কি! কার গায়ে হস্তক্ষেপ ক'রছো (উজীরের হস্ত ছাড়িয়া কমরলের অবস্থিতি) এমন জ্ঞানশূন্য! আমি পর্য্যন্ত যারে শ্রদ্ধা করি, নরাধম! তুমি তার অমর্য্যাদা কর। ক্ষমা প্রার্থনা কর্—নরাধম! শীঘ্র ক্ষমা প্রার্থনা কর্, এখনি—এই দণ্ডে—আমার সম্মুখে। নইলে যে কারাগারে তোমাকে নিক্ষেপ ক'রেছি, তা হ'তে আরও অধিক যন্ত্রণাময় কারাগারে চিরদিনের জন্য তোমাকে নিক্ষেপ ক'র্‌বো।

উজী। রাজকুমার! শান্ত হ'ন। যথার্থই ব'লেছি—আমি কিছুই জানিনা। এ প্রবঞ্চনায় লাভ কি? স্থিরচিত্তে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে ব'ল্‌লে, আমি প্রাণপণে আপনার উপকারের চেষ্টা ক'র্‌তে পারি। সাজাদীর অস্তিত্ব যদ্যপি সত্যই হয়, দুনিয়ার সর্ব্বত্র সন্ধান ক'রে তাকে এনে দিতে পারি।

সা-জ। নরাধম! এমন হিতাকাঙ্ক্ষী উজীরেরও তুমি অপমান কর। যদি দুঃখের প্রতিকার চাও, অগ্রে নতজানু হ'য়ে এ মহাত্মার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর। (কমরলের নতজানু হওন)

উজী। কিছু প্রয়োজন নেই জনাব! রাজকুমারের স্বভাব ত আমার অবিদিত নেই। চিত্তের অস্থিরতায় একটা কার্য্য ক'রে ফেলেছেন, তাতে ক্ষমা কি? (কমরলকে তুলিয়া) উঠে আসুন। জাহাপনা! যা দেখলুম, তাতে এ ঘটনাকে আর আমি স্বপ্ন ব'ল্‌তে পারি না। এ ঘটনায়, এ তরলমতি বালকের চিত্তবিকার বিচিত্র কথা নয়। (কমরলের হস্ত ধরিয়া) আসুন রাজকুমার! সঙ্গে আসুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চীনরাজ্য—উদ্যান।

ধাত্রী ও বাঁদী।

ধাত্রী। বলিস্ কি!

বাঁদী। আর বলাবলি নেই ধাই মা, তুমি একবার দেখ, দেখে ব্যবস্থা কর। সর্ব্বনাশ হয়েছে ধাইমা'—সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ধাত্রী। য়্যাঁ বলিস্ কি! বেদৌরা পাগল হয়েছে। কি সর্ব্বনেশে কথা কইলি বাঁদী!

বাঁদী। একেবারে উন্মাদ পাগল। ঘুম থেকে উঠে চারদিক ছুটোছুটী ক'র্‌ছে, আপনার মনে কত কি ব'ল্‌ছে, বান্দা বাঁদী সবার ওপর জুলুম ক'র্‌ছে। একবার দেখ ধাইমা—একবার নিজের চক্ষে দেখ; দেখে ভালমন্দ যা হোক ব্যবস্থা কর।

ধাত্রী। সর্ব্বনাশ! বেদৌরা পাগল হ'ল, তাহ'লে কাকে নিয়ে থাক্‌বো। এই রাজাই দেখছি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে। বে বে ক'রে পেড়াপীড়ি ক'রে মেয়েটাকে ক্ষেপিয়ে দিলে। তা এতক্ষণ তোরা চুপ ক'রে আছিস্ কেন? হাকিম ডাক্, দাওয়াই দে, নইলে মেয়েটা বিঘোরে মারা যাবে।

বাঁদী। সে যা হোক তুমি কর, আমি রাজাকে খবর দিইগে। কেন শেষকালে দোষের ভাগী হব। (প্রস্থান)

ধাত্রী। হায় হায়; একি সর্ব্বনাশ হ'ল—বেদৌরা পাগল হ'ল! অমন সোণার মেয়ে পাগল হ'ল!—ওরে কে কোথায় আছিস্—ওরে বান্দারা কে কোথায় আছিস! শিগ্‌গির আয়। আরে মর্ কোন্ চুলোয় গেলি—ওরে বান্দা—ওরে পাজি ছুঁচো, নচ্ছার—

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। কি হুকুম দাই মা?

ধাত্রী। এতক্ষণ কোন্ চুলোয় ছিলি? ডেকে আমার গলা ভেঙে গেল। ব'সে ব'সে কেবল রাজার অন্ন ধ্বংসাবে—দরকারের সময় পাওয়া যাবে না!

বান্দা। এই ত সবে ডেকেছো—এখন কি ক'র্‌তে হবে হুকুম কর।

ধাত্রী। হায় হায়! নাতীটেও এ সময় দেশ ছাড়া। মার্জ-মান যদি থাক্‌তো, তা হ'লে কি ভাবি? সে এখনি কত রকমের দাওয়াই খাইয়ে মেয়েটাকে আরোগ্যি ক'রে ফেল্‌তো।

বান্দা। এখন কি জন্যে ডাক্‌লে বল?

ধাত্রী। আরে মর্—এখনও যাস্‌নি, দাঁড়িয়ে আছিস্।

বান্দা। কোথায় যেতে হবে না ব'ল্‌লে যাব কোথায়?

ধাত্রী। জাহান্নমে যাবি আর কোথায়—আমি ব'ল্‌ব তবে যাবি—কেন তোমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি নেই। কোথায় যেতে হবে যদি না জান্‌বি, ত রাজসংসারে চাকরী ক'র্‌তে এসেছিস্ কেন? যা—যা—আরে মর্ যা—তবু দেখ দাঁড়িয়ে রইল। মিছে সময় নষ্ট ক'র্‌তে লাগল—ওরে মেয়েটা যে মারা যায়—যানা।

বান্দা। এ ত ভারী বিপদ—যাব কোথায়?

ধাত্রী। বেমার হ'লে কোথায় যায়?
বান্দা। গোরে যায়।
ধাত্রী। বস, তবে আর কি—এই ত সব জানিস, তাহ'লে গোরে যা।
বান্দা। আমার ত বেমার হয়নি যে, গোরে যাব।
ধাত্রী। যার বেমারই হ'কনা কেন, তোকেই গোরে যেতে হবে। বান্দা হয়েছিলি কেন? আরে ম'ল; কেবল কথা কাটা-কাটী ক'র্‌ছিস্, এতক্ষণ দাওয়াই আন্‌লে যে, সাজাদ্দীর বেমার অর্দ্ধেক আরাম হয়ে যেতো।
বান্দা। ও! দাওয়াই! তাই বল, তা এখনি আন্‌ছি।

(প্রস্থান)

বেদৌরার প্রবেশ।

বেদৌরা। এই যে দাই মা! হাঁ:দাই মা! তুই শুদ্ধ আমার সঙ্গে তামাসা আরম্ভ ক'র্‌লি।
ধাত্রী। না দিদি, এমন কাজ কি আমি ক'র্‌তে পারি? আমি যে ছাই তোমার জন্য নিত্যি তোমার বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌ছি যে, বাছা! তোমরা কচি মেয়েকে পীড়ন ক'রোনা। আমি তোমার সঙ্গে তামাসা ক'র্‌ব! এও কি একটা কথা হ'ল বেদৌরা!
বেদৌরা। তবে লুকোচুরি খেল্‌ছিস্ কেন? আমার কাছে গোপন ক'র্‌ছিস্ কেন?
ধাত্রী। কেন গোপন ক'র্‌ব—কি জন্য গোপন ক'র্‌ব? আমি ছিলুম না, তাই বাঁদী বেটীরে গোপন ক'রেছে। আমি কি এমন কাজ ক'র্‌তে পারি!
বেদৌরা। তবে দে—শিগ্‌গির ক'রে এনে দে।

ধাত্রী। অনেকক্ষণ আন্‌তে দিয়েছি, এলো ব'লে দিদি—এলো ব'লে। ধৈর্য্য ধর—উতলা হয়োনা।

বেদৌরা। মন ধৈর্য্য মান্‌ছেনা—প্রাণে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সইছেনা।

ধাত্রী। অনেকক্ষণ আন্‌তে পাঠিয়েছি দিদি, এলো ব'লে।

বান্দার পুনঃ প্রবেশ।

এনেছিস বান্দা—এনেছিস্?

বান্দা। আন্‌তে আন্‌তে পথ থেকে ফিরে এসেছি, আন্‌তে হবে তা তো বলনি।

ধাত্রী। আ আমার পোড়া কপাল! এতক্ষণ মিছে সময় নষ্ট ক'র্‌লি! কি আন্‌তে হবে—আমি বলে দেবো তবে আন্‌বি।

বেদৌরা। ও সব বাজে কথা রাখ্! রেখে আমার প্রাণেশ্বরকে এনে দে।

ধাত্রী। যা—শুন্‌লি ত, প্রাণেশ্বর নিয়ে আয়।

বান্দা। কতটা আন্‌ব?

ধাত্রী। এক পেয়ালা নিয়ে আয়।

বান্দা। বহুত আচ্ছা।

বেদৌরা। এক পেয়েলা প্রাণেশ্বর আন্‌বি কি?

ধাত্রী। ওরে তবে এক বোতল প্রাণেশ্বর আন্, এক পেয়ালায় দিদিমণির কুলুবে না।

বেদৌরা। আরে মর্—এক বোতল প্রাণেশ্বর আন্‌বি কি?

ধাত্রী। তা'হলে কত আন্‌ব দিদিমণি, বেশি প্রাণেশ্বর খেলে যে সর্দ্দি হবে।

বেদৌরা। আরে মর্—বেটী, প্রাণেশ্বর খাব কি ?

ধাত্রী। না খেলে চল্‌বে কেন দিদি, সকাল বেলায় তোমার মাথাটা খারাপ হ'য়েছে কিনা।

বেদৌরা। তবেরে বেইমানী, তামাসা—পাজীবেটী—নচ্ছার-বেটী! তুইও সময় বুঝে তামাসা আরম্ভ ক'র্‌লি ?

ধাত্রী। য়্যাঁ য়্যাঁ—সেকি!—ও বাবা, তামাসা কি! সেকি! তোমায় তামাসা ক'র্‌ব কি!

বেদৌরা। লে আও—জল্‌দি লে আও—নইলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

ধাত্রী। দোহাই দিদি, আমি বুড়ো মানুষ, আমার ওপর তাঁম্বুনি ক'রোনা। আমি তোমার বেমারীর খবর শুনেই, দাওয়াই আন্‌তে পাঠিয়েছি।

বেদৌরা। বেমারী কার? আমার? আমার না তোর? তাই বৃদ্ধ বয়সে আমার সঙ্গে তামাসা ক'র্‌ছিস্। জানিস্ বাঁদী—এখনি আমি তোকে কেটে ফেল্‌তে পারি।

ধাত্রী। তা পার, কিন্তু কি অপরাধে কাট্‌বে মা ?

বেদৌরা। অপরাধ—গুরু অপরাধ, আমার পিয়ারকে সকাল বেলায় আমার কাছ থেকে তুলে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্? আমি এত সাধছি, তবু আমার কথা কাণে তুল্‌ছিস্ না।

ধা। পিয়ার—পিয়ার কি মা? আমি ত তা কিছুই জানি না।

বেদৌরা। জানিস্—নিশ্চয় জানিস্—তোরা সবাই জানিস্। তুই বেটী বুড়ো বদ্‌মাস্—তুই বেশি জানিস্—শিগ্‌গির আমার প্রাণেশ্বরকে এনে দে, নইলে এখনি তোকে কেটে ফেল্‌বো।

ধাত্রী। ওমা! দোহাই আমি কিছুই জানি না। কে তোমার কাছে ছিল, আমি কিছুই দেখিনি।

বেদৌরা। আবার মিথ্যে কথা, আবার বদ্‌মাইসী—বেইমানী!

রাজা সহ বাঁদীর প্রবেশ।

রাজা। কি—কি' ব্যাপার কি!

ধাত্রী। এই দেখ মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'য়েচে—দিদিমণি আমার কেমন কেমন ক'র্‌ছে। দেখ মহারাজ! ভাল ক'রে দেখ, দেখে দাওয়াই দাও। কি প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর ক'র্‌ছে, তাই না হয় এনে দাও—

রাজা। এ তুই কি ব'ল্‌ছিস্?

ধাত্রী। আর তোমরা ব'ল্‌তে দিলে কই মহারাজ! বল্‌বার মতন ব'ল্‌তে দিচ্ছ কই। আজ মেয়েটার খসম দেখে কত আমোদ ক'র্‌ব, তা না ক'রে কিনা, আজ প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর ক'রে প্রাণটা আকুলি বিকুলি ক'র্‌ছে। এখন যাতে দিদিমণি আমার শিগ্‌গির শিগ্‌গির ভাল হয়, তাই কর। প্রাণেশ্বর বেটে মাথায় দিলে যদি সারে, ত তাই দাও; আর ঢক্ ক'রে খাইয়ে দিলে যদি বেমার আরাম হয়, ত গলা চিরে ঢক্ ক'রে খাইয়েই দাও। দিদিমণির আমার বুকের ধড়ফড়ানিটে ক'মে যাক্।

রাজা। পাগলের মতন বকিস্‌নি, চ'লে যা। ব্যাপার কি, আমায় বুঝ্‌তে দে।

ধাত্রী। বোঝ বাবা বোঝ, তোমায় হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি, রাণীকে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি, আর এই পুঁটে মেয়েটা—তাকেও কিনা বুড়ো কালে মানুষ ক'র্‌লুম। আহা মেয়ে

তে নয়—বাবাকে বাবা বলে, মাকে মা বলে, আর আমি যে বুড়ো দিদি—আমাকেও চিনেছে।

রাজা। যা, সব বুঝেছি, এখন চ'লে যা—চ'লে যা।

ধাত্রী। হায় হায়, কি হ'ল—কি ক'র্‌লে ?

(প্রস্থান)

রাজা। কি হ'য়েছে মা ?

বেদৌরা। পিতা! আর আমি অবাধ্য হ'ব না, আর দাম্ভিকতা দেখাব না। চিরদিন বাঁদীর মতন আপনার আদেশ পালন ক'র্‌বো। যে যুবাকে ক'াল রাত্রে আমার পাশে শয়ন ক'র্‌তে আদেশ ক'রেছিলেন, আমাকে তারই হাতে সমর্পণ করুন। আমি বিবাহ ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি। কিন্তু সে না হ'লে বিবাহও ক'র্‌ব না, এ জীবনও রাখ্‌বো না।

রাজা। যুবা পুরুষকে পাশে শয়ন ক'র্‌তে আদেশ ক'রেছি কি ?

বেদৌরা। দোহাই জনাব, কন্যার সঙ্গে রহস্য ক'র্‌বেন না।

রাজা। এ সব কি কথা!

বাঁদী। সকাল থেকে জনাব, ওই কথা। রাজকুমারী সকাল থেকেই ওই রকম অস্থির হ'য়েছেন, আমাদের মার্‌তে ধ'র্‌তে আস্‌ছেন।

রাজা। কোন অজ্ঞাত যুবা এসে মেয়ের পাশে শুয়েছিল নাকি ?

বাঁদী। না জনাব! কেউ আসেনি—আমরা চারধার বেড়ে শুয়েছিলুম। পাশে থাক্‌বার মধ্যে ছিলুম আমি। কি ক'রে আস্‌বে, আট ঘাট বন্ধ।

রাজা। মা আমার ধৈর্য্য ধর, উতলা হ'য়ো না। আমি আজই তোমার জন্য ভাল পাত্র আনাচ্ছি।

ধাত্রী। ওমা! দোহাই আমি কিছুই জানি না। কে তোমার কাছে ছিল, আমি কিছুই দেখিনি।

বেদৌরা। আবার মিথ্যে কথা, আবার বদ্‌মাইসী—বেইমানী।

রাজা সহ বাঁদীর প্রবেশ।

রাজা। কি—কি! ব্যাপার কি!

ধাত্রী। এই দেখ মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'য়েচে—দিদিমণি আমার কেমন কেমন ক'র্‌ছে। দেখ মহারাজ! ভাল ক'রে দেখ, দেখে দাওয়াই দাও। কি প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর ক'র্‌ছে, তাই না হয় এনে দাও—

রাজা। এ তুই কি ব'ল্‌ছিস্?

ধাত্রী। আর তোমরা ব'ল্‌তে দিলে কই মহারাজ! বল্‌বার মতন ব'ল্‌তে দিচ্ছ কই। আজ মেয়েটার খসম দেখে কত আমোদ ক'র্‌ব, তা না ক'রে কিনা, আজ প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর ক'রে প্রাণটা আকুলি বিকুলি ক'র্‌ছে। এখন যাতে দিদিমণি আমার শিগ্‌গির, শিগ্‌গির ভাল হয়, তাই কর। প্রাণেশ্বর বেটে মাথায় দিলে যদি সারে, ত তাই দাও; আর ঢক্‌ ক'রে খাইয়ে দিলে যদি বেমার আরাম হয়, ত গলা চিরে ঢক্‌ ক'রে খাইয়েই দাও। দিদিমণির আমার বুকের ধড়ফড়ানিটে ক'মে যাক্‌।

রাজা। পাগলের মতন বকিস্‌নি, চ'লে যা। ব্যাপার কি আমায় বুঝ্‌তে দে।

ধাত্রী। বোঝ বাবা বোঝ, তোমায় হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি, রাণীকে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি, আর এই পুঁটে মেয়েটা—তাকেও কিনা বুড়ো কালে মানুষ ক'র্‌লুম। আহা মেয়ে

ও নয়—বাবাকে বাবা বলে, মাকে মা বলে, আর আমি যে বুড়ো দিদি—আমাকেও চিনেছে।

রাজা। যা, সব বুঝেছি, এখন চ'লে যা—চ'লে যা।

ধাত্রী। হায় হায়, কি হ'ল—কি ক'র্‌লে?

(প্রস্থান)

রাজা। কি হ'য়েছে মা?

বেদৌরা। পিতা! আর আমি অবাধ্য হ'ব না, আর দাম্ভিকতা দেখাব না। চিরদিন বাঁদীর মতন আপনার আদেশ পালন ক'র্‌বো। যে যুবাকে ক'াল রাত্রে আমার পাশে শয়ন ক'র্‌তে আদেশ ক'রেছিলেন, আমাকে তারই হাতে সমর্পণ করুন। আমি বিবাহ ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি। কিন্তু সে না হ'লে বিবাহও ক'র্‌ব না, এ জীবনও রাখ্‌বো না।

রাজা। যুবা পুরুষকে পাশে শয়ন ক'র্‌তে আদেশ ক'রেছি কি?

বেদৌরা। দোহাই জনাব, কন্যার সঙ্গে রহস্য ক'র্‌বেন না।

রাজা। এ সব কি কথা!

বাঁদী। সকাল থেকে জনাব, ওই কথা। রাজকুমারী সকাল থেকেই ওই রকম অস্থির হ'য়েছেন, আমাদের মার্‌তে ধ'র্‌তে আস্‌ছেন।

রাজা। কোন অজ্ঞাত যুবা এসে মেয়ের পাশে শুয়েছিল নাকি?

বাঁদী। না জনাব! কেউ আসেনি—আমরা চারধার বেড়ে শুয়েছিলুম। পাশে থাক্‌বার মধ্যে ছিলুম আমি। কি ক'রে আস্‌বে, আট ঘাট বন্ধ।

রাজা। মা আমার ধৈর্য্য ধর, উতলা হ'য়ো না। আমি আজই তোমার জন্য ভাল পাত্র আনাচ্ছি।

বেদৌরা। কা'ল রাত্রে যিনি আমার পাশে ছিলেন, তিনি ভিন্ন অন্য কাউকেও আমি বরণ ক'র্‌ব না।

রাজা। কা'ল রাত্রে কেউ তোমার পাশে ছিল না।

বাঁদী। কেউ ছিল না। সওয়ায় আমি—আর কেউ ছিল না।

বেদৌরা। নিশ্চয় ছিল, তবেরে হারামজাদী বাঁদী!

বাঁদী। দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন।

রাজা। বেয়াদবী আমার সুমুখে? কোই হ্যায়! (বান্দার প্রবেশ) বাঁধ—পাপীয়সীকে গলায় সেকল দিয়ে বাঁধ। লে যাও—জল্‌দি সাম্‌নেসে লে যাও।

বে। মিথ্যে মনে করেন, এই আংটী দেখুন।

বাঁদী। ভেল্কী—জনাব ভেল্কী—হাওয়ার আংটী—দেখ্‌বে না, মাথা গুলিয়ে যাবে।

রাজা। আমি কিছু দেখ্‌তে চাই না, যাও—লে যাও, তুমি প্রজার সুমুখে আমার মাথা হেঁট ক'র্‌তে চাও। এখনি দেশ বিদেশে আমার ঘরের কলঙ্ক র'টে যাবে। আমার হুকুম না হ'লে খুলে দিয়োনা।—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ধাত্রীর মহাল।

ধাত্রী ও মার্জমান।

মার্জ। এর ভেতরে এত কাণ্ড হ'য়েছে!

ধাত্রী। তুই হতভাগা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াবি, তা কা

কারখানা হবে না। দেখ্, কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। ছেলে বেলায় রাজকুমারীকে আর তোকে পাশাপাশি রেখে আমি মানুষ ক'রেছি, তোর মা তোকে রেখে ম'রে গেল, রাণীও বেদৌরাকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিল; আমি দুটীকে দুবগলে ক'রে মানুষ ক'রেছি। আহা তোরা দুটী পাশাপাশি শুয়ে থাক্‌তিস্, দেখাত যেন মানিক জোড়; দুটী ভাই বোনে আমার বুকের ওপর কত খেলাই খেলেছিস্।

মার্জ। সে দুঃখু শোন্‌বার এখন সময় নেই দিদি, ব্যাপারখানা কি খুলে বল। দিদিমণি কি একবারেই উন্মাদ হ'য়েছে?

ধাত্রী। একদম।

মার্জ। কিছু জ্ঞান নেই?

ধাত্রী। ও বাবা জ্ঞান নেই? জ্ঞান অমনি টনটন ক'র্‌ছে—

মার্জ। জ্ঞান আছে, তবে পাগল হ'য়েছে কি?

ধাত্রী। আজ কালকার মেয়ে ছেলের রোগই ওই। খেতে দাও খাবে, শুতে দাও শোবে। কিন্তু মাথায় হাত দাও গরম, গায়ে হাত দাও ফোস্‌কা, জল ঢাল টগবগ।

মার্জ। আর বেত লাগাও।

ধাত্রী। ঠাণ্ডা।

মার্জ। বুঝেছি, তা পাগল হ'য়ে বেদৌরা দিদি ক'র্‌ছে কি?

ধাত্রী। কেবল ক'র্‌ছে প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর—তা ছাই এ পোড়া বেণের দোকানে গোলঞ্চ ক্ষেত-পাপ্‌ড়া সব মিল্‌লো—কিন্তু ছাই কি প্রাণেশ্বর মিল্‌ল না!

মার্জ। আচ্ছা, আমায় একবার দেখাতে পারিস্?

ধাত্রী। তুই আর কি ক'র্‌বি ভাই—কত হাকিম তল হ'য়ে

গেল। প্রাণেশ্বর না এনে দিতে পার্‌লে, সে রোগ কিছুতেই সারবে-না।

মার্জ। বেশ, তাই এনে দেব। তুই একবার বেদৌরাকে দেখা না।

ধাত্রী। প্রাণেশ্বর এনে দিবি!

মার্জ। নিশ্চয়—দুনিয়া ঘুরে এলুম, কত সাধু ফকীরের সেবা ক'র্‌লুম, কত তাবিজ পড়া শিখ্‌লুম। আর বেদৌরার জন্য তুচ্ছ একটা প্রাণেশ্বর আন্‌তে পার্‌বো না।

ধাত্রী। বটে, বটে, ব'লিস্ কিরে ভাই?

মার্জ। তুই একবার বেদৌরাকে দেখা।

ধাত্রী। আচ্ছা, আমার সঙ্গে আয়। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ বেদৌরা।

গীত।

দেহ বাঁধা ঘরে আমার প্রাণ বাঁধা সেখানে।
খুঁজে প্রাণ কতই দেখি কোথায় আছে কে জানে॥
তোমরা ধ'রে রেখেছো গো ভেবেছো বাঁধাবাঁধি,
আমি সে চাঁদের পাশে ব'সে ব'সে কতই কাঁদি,
এ দেশের নয়কো সে চাঁদ বাস করে গো কোন্ গগনে॥

ধাত্রী ও মার্জমানের প্রবেশ।

ধাত্রী। এই দেখ্ মার্জমান, তোর ভগিনীর কি অবস্থা হ'য়েছে একবার দেখ।

বেদৌরা। কি ভাই! উন্মাদিনী ভগনীকে দেখ্তে এসেছ ?

মার্জ। হাঁ—তোমার এই দশা! ভুবনমোহিনী বৈদৌরা কি না আজ ছেকলে বাঁধা!

বেদৌরা। আর পাগল হ'লে যা দুর্দ্দশা হয়, তাই হয়েছে।

মার্জ। তুমি পাগল? যে একথা বলে সে উন্মাদ—ভাল, ব্যাপার খানা কি একবার আমায় ভেঙে বল দেখি—দেখি প্রাণপণে তোমার দুঃখের প্রতীকার ক'রতে পারি কি না।

বে। আর প্রতীকার! মৃত্যুতে এ অপমান লাঞ্ছনার প্রতীকার। মার্জমান ভাই! ভগিনী ব'লে চিরকাল স্নেহের চক্ষে দেখে এসেছো। আমাকে সুখী দেখ্বার জন্য প্রাণপণে কত চেষ্টা করেছো। আর আজ আমার এই দুর্দ্দশা দেখে তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ। ভাই! হত্যা কর, ভগিনীকে হত্যা ক'রে এ যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান কর।

মার্জ। রাজা কি এমনই জ্ঞানশূন্য! আমার এমন জ্ঞানময়ী ভগিনীকে পাগল স্থির ক'রেছেন।

বেদৌরার গীত।

তারা বলে আমি পাগলিনী।
কেউ যা দেখেনা আমি দেখি,
কেউ যা শোনেনা আমি শুনি।

আমি যদি কাঁদি তারা হাসে,
হাসিলে তাদের আঁখি জ'ল ভাসে,
মরিলে পিয়াসে পোড়ায় হুতাশে,
চলিলে আবেশে করে টানাটানি ॥

মার্জ্জ। ভাল ব্যাপার খানা কি, আমাকে ভেঙ্গে বল দেখি হাঁ দিদিমণি! তুমি কি কোনও যুবাকে স্বপ্নে দেখেছো?

বে। স্বপ্ন! হ্যাঁ ভাই দেখ দেখি—এটা কি স্বপ্ন! স্বপ্নে কি এরূপ অঙ্গুরীয় বিনিময় হয়?

মার্জ্জ। তাই ত, তাই ত, এ ত বড় আশ্চর্য্য! এ আঙ্গটী ত এ রাজ্যের নয়—এখানে এমন কারিগর ত নেই। এ রকম আংটী যে আমি একদেশে দেখেছি, কোথায় দেখেছি -কোথায় দেখেছি—হাঁ হয়েছে—হয়েছে, যে দেশে এ আংটী হয়, সেদেশে যে আমি গিয়েছি, মনে প'ড়েছে—মনে প'ড়েছে, খালেদান রাজ্যের কারিগর এই রকম আংটী প্রস্তুত করে। খোদা মুখ তুলেছেন—তোমার এ যন্ত্রণার প্রতীকারের উপায় ক'রে দিয়েছেন।

বে। হবে—প্রতীকার হবে? ভাই! ভগিনী আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্‌ছে, তাকে রক্ষা কর।

মার্জ্জ। ঠিক হবে, প্রতীকার হবে। তুমি আংটীটে আমার হাতে দাও—কিন্তু কি আশ্চর্য্য! খালেদান রাজ্যের অঙ্গুরী! এরূপ ঘটনা কেমন ক'রে ঘট্‌লো। তোমার সঙ্গে সেখানের কোন যুবার অঙ্গুরী বিনিময়, এযে অতি অদ্ভুত ঘটনা রাজনন্দিনী!

বে। খালেদান রাজ্য কোথায়?

মার্জ্জ। সে এখান থেকে এক বৎসরের পথ।

বে। তা হ'লে কি ক'রে এ ঘটনা হ'ল ভাই?

মার্জ। যেমন ক'রেই এ ঘটনা হ'ক, খালেদান্ রাজ্য যতদূরই হ'ক, আমি সেখানে ঠিক যাব। তুমি নিশ্চিন্ত হও রাজকুমারী! স্থির জেনো, তোমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার না ক'রে আমি নেমক খাব না। তোমার আংটী নিয়ে আমি আজই চ'ল্লুম।

ধাত্রী। ও বাবা! এ পোড়া প্রাণেশ্বর এক বৎসরের পথ।

মার্জ। জাহাজে গেলে এক বৎসর, হেঁটে গেলে তিন বৎসর।

ধাত্রী। তা যা হোক্ মার্জমান! সেই খানেই যা—গিয়ে দিদি মণির জন্যে প্রাণেশ্বর নিয়ে আয়।

মার্জ। আচ্ছা তাই হবে।

ধাত্রী। আর দেখ্, সেই সঙ্গে কতকগুলো প্রাণেশ্বরের শেকড় আনিস্ ত। আমি ঘরের কানাছে পুতে দেব, তোর দিদির মতন এই বয়সে খেপবার পাত্র ঢের আছে। একবারে বাড়ীর উঠোনে প্রাণেশ্বরের বন ক'রে রেখে দেবো। যে খেপ্‌বে, অমনি মটমট ক'রে ডাল ভেঙে, পাতার রস বার ক'রে, মরীচের গুঁড়ো আর আদার রস দিয়ে বেটীদের ঢক্‌ঢক্ ক'রে খাইয়ে দেবো। দেখি বেটীরে কেমন ক'রে খ্যাপে। (প্রস্থান)

মৈমুনী ও কাস্‌কাসের প্রবেশ।

মৈমু। দেখ্ কাস্‌কাস্! এই মার্জমান, সাজাদা কমরল-জমান্‌কে আন্‌তে খালেদান রাজ্যে যাচ্ছে।

কাস্। যাচ্ছে—যাচ্ছে—তা হ'লে বেশ হ'চ্ছে।

মৈমু। আরে মর্ বেশ হ'চ্ছে কি? আগে আমি কি বলি শোন্। এ ব্যক্তি গিয়ে কমরল জমানকে এখানে নিয়ে আস্‌বে, তা'হলে ভারি মজা হবে।

মৈমু। দূর গাধা উল্লুক! মজা হবে কি। সাজাদা বেদৌরার কাছে এলেই আমার হা'র হবে।

কাস। তা হ'লে উপায়?

মৈ। ও যাতে খালেদান রাজ্যে না পৌঁছুতে পারে, তার উপায় ক'রতে হবে। ও লোকটাকে কোনও রকমে জাহাজ থেকে সাগরে ফেলে দিতে হবে।

কাস্। তার আর কি? হুকুম কর, জাহাজ শুদ্ধ ডুবিয়ে দিই।

মৈ। না—তা করিস্ নি—তা হ'লে হয় ত দানহাস জান্তে পারবে। কিছুতেই যেন সে না জান্তে পারে।

কাস্। তা হ'লে লোকটাকে ফেলে দিয়েই আমি সেখান থেকে স'রে প'ড়্ব।

মৈ। ফেলে দিয়েই স'রে পড়্বি। তুই ওর সঙ্গে সঙ্গে যা যেখানে সুবিধা পাবি, সেইখানেই ফেলে দিবি।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

উজীর ও সাজমান।

সা-জ। ছেলে যদি আমার মারা যায়, তাহ'লে কিন্তু উজীর ওমরাও সবাইকে ছেলের সঙ্গে এক গাড়ে পুতে ফেল্বো।

উজীর। ছেলে মারা যাবে, এ কথা আপনাকে কে ব'লে জনাব?

সা-জ। ছেলে মারা গেল, আর যাবে কি! জলটী পর্য্যন্ত ছেলের পেটে যখন তলাচ্ছে না, তখন আর কেমন ক'রে বাঁচ্বে। হা হুতাশ ক'র্‌তে ক'র্‌তেই যদি তার দিন কেটে গেল, তখন ছেলের ক্ষিধে কি আর হবে?

উজীর। সব হবে, আপনি উতলা হবেন না। আমাদের মেরে ফেলেন, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু তাতে ত আর ছেলে বাঁচ্‌বেনা। বরং আমরা বেঁচে থাক্‌লে প্রতীকারের ব্যবস্থা ক'র্‌তে পারি।

সা-জ। হায় হায়! কেন ম'র্‌তে ছেলেকে পুরোণো কেল্লায় কয়েদ ক'রেছিলুম।

উজীর। আপনি এত উতলা হ'লে, ছেলে আরও ভেবড়ে যাবে তা জানেন?

সা-জ। তাহ'লে কি ক'র্‌বে কর—কেমন ক'রে ছেলেকে বাঁচাবে বাঁচাও।

উজীর। আজ্ঞে—ব্যবস্থা গোলাম প্রাণপণেই ক'র্‌ছে। কিন্তু কি ক'র্‌ব জনাব! কাজে হ'চ্ছে না। যা'ন আপনি ততক্ষণ শাজাদার পাশে ব'সে থাকুন গে। ওমরাওরা সব তাঁর কাছে আছে, দেখ্‌বেন যেন ছেলে বেশী কথা না কয়। কেননা কাহিলের উপর বেশী কথা কইলে, ছেলে আরও কাহিল হয়ে প'ড়্‌বে।

সা-জ। হায় হায়! বৃদ্ধ বয়সে ছেলে পেলুম, সে ছেলে কিনা খিনাই রোগে মারা গেল! হা আল্লা! তোমার মনে এই ছিল। দেখো যেন এখানে আর কেউ আসে না। ছেলের এ সমস্ত ব্যাপার বাইরের লোকে শুন্‌লে আমার জানও যাবে, মানও যাবে। তাহ'লে আর আমি তোমার খাতির রাখ্‌বোনা।

উজীর। যো হুকুম—কাউকেও আর এখানে আন্‌ছি না। (সাজমানের প্রস্থান.) কি ব'ল্‌ব, আমার ছেলে নয়। আমার ছেলে হ'লে ও রোগ এতদিন কোন্ কালে সারিয়ে দিতুম। বুড়ো বয়সের ছেলে—আদর পেয়ে পেয়ে একেবারে বেয়াড়া হ'য়ে গেছে। ও আসনাই রোগ কি আদরে সারে ; আগা পাশতলা জলবিছুটী হয়, তা হ'লে এক লহমায় রোগ ছুটে যায়। এমন বেয়াদব ছেলে যে, স্বপ্নে কোথাকার কি দেখে মুখ গুঁজড়ে প'ড়ে আছে, আর বাপ কিনা তাইতে আস্‌কারা দিয়ে ছেলেটার পরকালটা ঝরঝরে ক'রে দিচ্ছে। এক ছেলের জন্য রাজকার্য্য বন্ধ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বন্ধ। দূর হোক আর ভাবতে পারিনি, যা হয় হোকগে।

জনৈক বান্দার প্রবেশ।

কিরে বান্দা ! খবর কি ?

সাজমানের প্রবেশ।

সা-জ। কিরে বান্দা ! হমকো ধমকো হ'য়ে ছুটে এলি যে !

বান্দা। জনাব, একজন লোক দরিয়ায় প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্চে, তাকে সাহায্য না ক'রলে কিছুতেই রক্ষে পাবে না। তাই উজীর সাহেবকে খবর দিতে এসেছি।

উজীর। যা, যা, আরও দু এক জনকে ডাক্, শিগ্‌গির ডাক্ কে হতভাগ্য সাগরে প'ড়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে, তাকে রক্ষা কর্—রক্ষা কর্।

সা-জ। সাগরে ডুবে মরছে, তুমি তাকে কেমন ক'রে রক্ষা ক'রবে ?

উজীর। জনাব ! বাঁচে না বাঁচে খোদার মর্জ্জি, আমরা রক্ষা

চেষ্টা ক'র্‌তে ছাড়ি কেন? বিপন্নকে আশ্রয় দিলে, খোদাও আপনাকে আশ্রয় দেবেন। হয় ত আপনার ছেলের রোগের কোন কিনারা হ'তে পারে।

সা-জ। বেশ, রক্ষার কথায় আমি বাধা দিতে পারি না। কিন্তু সাবধান, যেন লোকটা কিছুতেই আমার ছেলেকে না দেখ্‌তে পায়। বিদেশী লোক ভেতরকার খবর দেশ বিদেশে রটালে, আমাদের মান-সম্ভ্রম সব নষ্ট হবে। বুঝেছো!

উজীর। বুঝেছি, তাকে এইখান থেকেই বিদেয় ক'রে দেবো। তাহ'লে হুকুম করুন।

সা-জ। যাও, শিগ্‌গির যাও—গরীবকে রক্ষা কর।

উজীর। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন জাঁহাপনা! চল্ বান্দা—জল্‌দি চল্।

(উভয়ের প্রস্থান)

দানহাসের প্রবেশ।

দান। এ মৈমুনী রাণীর কাজ মৈমুনীর কাজ—নইলে কি ক'রে প'ড়্‌ল—কি ক'রে প'ড়্‌ল!—ঝড় নেই, তুফান নেই, কি ক'রে প'ড়্‌ল! জাহাজ ডুবলোনা—জাহাজের আর কেউ প'ড়্‌লনা, মাঝখান থেকে মার্জমান জলে প'ড়্‌ল কেন? এ নিশ্চয় মৈমুনী রাণীর কাজ। কমরলজমানকে চীন দেশে নিয়ে যেতে পারলে আমার জিত হবে, সেই জন্যেই ফেলে দিয়েছে। আমিও ছাড়্‌ছিনা, লোকটাকে কিছুতেই ডুবতে দিচ্ছিনি—। ঢেউএর সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে ওকে ডাঙ্গায় তুলে দেবো।

(প্রস্থান)

কমরলজমানের প্রবেশ।

কম। হা প্রাণেশ্বরি! একদিন মাত্র দেখা দিয়ে জন্মের মতন অদৃশ্য হ'লে! কেন চ'লে গেলে—কি অপরাধে চ'লে গেলে? কোথা আছ, দেখা দাও।

সাজমানের প্রবেশ।

সা-জ। একি! কে ছেড়ে দিলে? কে এত দূর আস্‌তে দিলে?

বেগে হকিম ও বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। সাজাদা—সাজাদা! চ'লে আসুন—চ'লে আসুন।

সা-জ। কোথায় ছিলি হারামজাদা! সাজাদা উঠে এলো দেখ্‌তে পেলিনি?

বান্দা। সাজাদা! মেহেরবাণী ক'রে চ'লে আসুন, উঠবেন না, প'ড়ে যাবেন—মারা যাবেন।

সা-জ। আর তুমি কি রকম হাকিম!—চোখের সাম্‌নে এই কাহিল ছেলেকে উঠ্‌তে দিলে!

হা। জনাব—জনাব! সাজাদা ওঠেননি, সাজাদার নাড়ী উঠেছে।

সা-জ। নাড়ী উঠেছে?

হা। আজ্ঞে হাঁ জনাব—(কমরলজমানের হস্ত পরীক্ষা) একটা নাড়ী আড় হ'য়েছিল, সেইটে খাড়া হয়েছে।

সা-জ। নাড়ী উঠেছে—তবে ত ছেলে গেলো!

হা। ভয় নেই জনাব—ভয় নেই, আমি এখনি বসিয়ে দিচ্ছি।

কম। আমার কিছুই হয়নি, কেন আপনারা আমার উপর এই জুলুম ক'র্‌ছেন।

সা-জ। এও কি একটা কথা বাবাজান! হাকিম ব'ল্‌ছে বেমার হ'য়েছে, ওমরাওরা ব'ল্‌ছে বেমার হ'য়েছে, যে দেখ্‌ছে সেই ব'ল্‌ছে বেমার হ'য়েছে, তুমি এখন বেমার হয়নি ব'ল্লে চ'ল্‌বে কেন?

হা। বেমার—আঙরং বেমার—বহুত বেমার—এই নাড়ী আবার হামাগুড়ি দিচ্ছে।—এই সময় চেপে ধর। ভয় কি জনাব! আর উঠ্‌তে দিচ্ছিনি। এই বান্দা! সাঁড়াশী লে আও।

(বান্দার প্রস্থান)

কম। সাঁড়াশী আমার গলায় দাও—হাতে দিয়ে এ রকম জুলুম কর্‌বার চেয়ে আমার গলায় দাও—গলায় দিয়ে মেরে ফেল।

সা-জ। দেখদিকিন হাকিম সাহেব! বেমারটা হ'ল কিসে?

হা। (নাড়ী দেখিয়া) ইস্—বহুৎ চিজ উজ নাড়ীমে ঠেকতা হায়, ইস্—এ কেয়া হায়—নাড়ীমে আউরং মালুম হোতা হায়।

সা-জ। ওই—ওই—ওই আউরংটাই আমার ছেলের সর্ব্বনাশ ক'রেছে।

হা। ভয় নেই জনাব! যখন ধ'রেছি, তখন আর ভয় নেই—এক জোলাপে—এক ঠাণ্ডা জোলাপ দিলেই আউরং হজম হ'য়ে বেরিয়ে যাবে।—উঃ! বহুৎ উমদা আউরং নাড়ীমে ঠেক্‌তা হায়।

কম। আর পয়জার ঠেকতা নেই! (হাকিমকে পদাঘাত)

(প্রস্থান।)

সা-জ। গেল, গেল, গেল গেল, হাকিম মেরে ফেল্‌লে।

হা। কিছু ভয় নেই জনাব—নাড়ী এইবারে পায়ে এসেছে—

আঙ্গুলের একটী টিপনিতে, ওঠা নাড়ী একেবারে পায়ে নেমে প'ড়েছে। আর কি ! সাজাদা ত সেরে গেল ব'লে।

সাজ। বটে বটে—

হা। আমার আঙ্গুলের টিপনি—নাড়ী ভয়ে কেঁপে উঠেছে। একেবারে পায়ে ধ'রেছে।

সা-জ। আহাহা! তাহ'লে আর বার দুইচার পা ছুঁড়লে। নাড়ীটে ঝ'রে যেত যে।—ওরে ধর্ ধর্,—প'ড়ে যাবে—প'ড়ে যাবে।

(প্রস্থান)

হা। উ! (যন্ত্রণার অভিনয়) শালার ছেলে মারের মতন মার লাগিয়েছে। —এখন উলটে আমার নাড়ী না ছাড়লে হয়!

(প্রস্থান)

উজির, মার্জমান ও জনৈক বান্দার প্রবেশ।

মার্জমান। আপনি আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার ক'রেছেন, আপনাকে যে কি ব'লে ধন্যবাদ দেব, তা ব'লতে পারছিনা।

উজির। কিছু নয়—কিছু নয়, খোদা ক'রেছেন। মানুষের সাহায্যে আপনাকে ওরূপ অবস্থাতে রক্ষা করা অসম্ভব।

মার্জ। আপনি অতি মহৎ লোক, আপনার মহত্বের তুলনা নাই।

উজির। কিছু নয়—কিছু নয়, আপনি ও কথা মনেও আনবেন না।

মার্জ। খোদা আপনার মেজাজ আচ্ছা রাখুন, খোদা আপনার ভাল করুন।

উজির। আপনি এখানে বসুন, সুস্থ হোন, তারপর গোলামে

বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ ক'র্‌বেন। বান্দা! কাছে থাক্—মিয়া সাহেবের তজবিজ কর্।

বান্দা। যো হুকুম।

উজির। আর দেখিস, খবরদার। যেন ওদিকে যায় না।

(প্রস্থান।)

মার্জ। মিয়া সাহেব! তোমার আর আমার কাছে একবার কোনও দরকার করে না—আমি বেশ সুস্থ হ'য়েছি।

বান্দা। না জনাব! আপনাকে ফেলে যেতে হুকুম নেই।

মার্জ। বেশ—হুকুম না থাকে, তা'হলে আমার কাছে ব'স।

বান্দা। ফকির সাহেব! কোন্ মুলুকে আপনার ঘর?

মার্জ। সে অনেক দূর—এক হাজার ক্রোশ পথ—তার নাম চিন মুলুক।

বান্দা। ও আল্লা! আপনি চিন মুলুকের লোক?

মার্জ। হাঁ বাবা! চিন মুলুকের লোক।

বান্দা। ও বাবা! চিন মুলুকে মানুষ আছে? আমি জান্‌তুম চিন মুলুকে চিনে থাকে, আর চিনের মাটী থাকে। মানুষ থাকে তা ত জান্‌তুম না।

মার্জ। হাঁ বাবা! চিনে মানুষও থাকে, মাটীও থাকে।

বান্দা। তা আপনি চিন মুলুকে কেন ছিলেন?

মার্জ। সেখানে আমার জন্মস্থান।

বান্দা। ও বাবা! আপনি স্থানে জন্মেছেন, সেখানকার মাটী ত! তাহ'লে খুব ঝাঁঝাল। তা মাটী কি আপনাকে গর্ভে ধ'রেছিল?

মার্জ। আরে ম'ল—এ বেটা ত এম্‌নি ক'রে জ্বালাতন ক'র্‌বে দেখ্‌ছি, এ বেটাকে ত না থামালে চ'ল্‌ছে না। দেখ বাবু! আমার

একটা বড় বেমার আছে, সেটা মাঝে মাঝে চাগাড় দিলে বড়ই মুস্কিল।

বান্দা। আহাহা—আপনার আবার রোগ আছে!

মার্জ্জ। বেজায় রোগ, আমার মাঝে মাঝে হাত পা ছোঁড়া রোগ হয়, স'রে যাও—কাছে থেকনা, আমার হাত পা সড়্ সড়্ ক'রে আস্‌ছে, দূরে গিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে থাক।

বান্দা। তা আপনি দাওয়াই খাননা কেন?

মার্জ্জ। কথা কয়োনা—কথা কয়োনা, এলো—স'রে যাও।

বান্দা। এই স'রে যাচ্ছি, কিন্তু দেখুন—

মার্জ্জ। (আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া) এউ—

বান্দা। এ রোগ আপনার কত দিন হ'য়েছে?

মার্জ্জ। এই সবে আজ (কিল মারা)।

বান্দা। (কিয়দ্দূর সরিয়া গিয়া) আপনার এ রোগ বিষম রোগ, তা এ রোগ ত কিছুতেই সারবে না। তবে যদি এক কাজ ক'রতে পারেন, তাহ'লে সারতে পারে।

মার্জ্জ। বল ত বাবা! কাজটা কি—বল ত।

বান্দা। আমাদের সাজাদারও ওই হাত পা ছোঁড়া রোগ হ'য়েছে। কত দেশ থেকে কত হাকিম এসে কত দাওয়াই দিলে, কিছুতেই সে রোগ আরাম হ'ল না। আপনারা দুজনে যদি একদিন পাশাপাশি শুয়ে থাকেন, তা হ'লে একদিনের কিলোকিলি গুঁতো-গুঁতিতে বেমরাম সেরে যায়।

মার্জ্জ। এটা কোন্ রাজ্য মিয়া?

বান্দা। এটা খালেদান রাজ্য।

মার্জ্জ। খালেদান রাজ্য? ইয়া আল্লা! তব্ তো মেং

বেমার আরাম হো গিয়া। তা মিয়াঁ সাহেব! সাজাদা কোথায় আছেন?

বান্দা। কাছেই—এই বাগানেই আছেন, হুকুম নেই ব'লে দেখাতে পাচ্ছি না।

মার্জ্জ। দেখাবার হুকুম নেই?

বান্দা। হাঁ ফকির সাহেব! দেখালেই উজীর সাহেবের গর্দ্দান যাবে।

মার্জ্জ। যিনি আমাকে রক্ষা ক'রেছেন, উনিই কি উজির?

বান্দা। হাঁ হুজুর! উনিই উজির। উনি আপনাকে জোর ক'রে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রেছেন, রাজার ইচ্ছে ছিল না।

মার্জ্জ। রাজার ইচ্ছা ছিল না? রাজা এমন নিষ্ঠুর!

বান্দা। তা নয় হুজুর! তিনি বিদেশী লোককে এ বাগানে আস্‌তে দেন না। বিদেশী লোক এলে, রাজার ছেলের খবর জেনে দেশ বিদেশে রটিয়ে দেবে, তাতে রাজার মান সম্ভ্রম নষ্ট হবে। এই জন্য তিনি উজিরকে পৈ পৈ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছেন, যেন কোন বিদেশী লোক রাজার ছেলের কাছে না যায়। সেই জন্য উজির সাহেব আপনাকে এইখানে বসিয়ে রাখ্‌তে আমাকে ব'লে গেছেন; এমন কি, এখান থেকে ওই খান পর্য্যন্ত যেতে নিষেধ ক'রে গেছেন।

মার্জ্জ। (উক্ত স্থানে গমন করিয়া) এই খানে আস্‌তে নিষেধ ক'রেছেন?

বান্দা। হাঁ হুজুর! পেছন দিকে চাইতে পর্য্যন্ত নিষেধ ক'রেছেন।

মার্জ্জ। কোন্ দিকে—এই দিকে?

বান্দা। হাঁ হুজুর!

মার্জ। ওই যেখানে কতকগুলি লোক মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছেন? তার মাঝখানে ওই যে এক যুবা পুরুষ শুয়ে আছেন, ওইখানে?

বান্দা। হাঁ হুজুর! দেখ্‌বেন না—দেখ্‌বেন না।

মার্জ। আচ্ছা ভাই! মনে কর—আমি দেখ্‌ছি না, আমি দুটো একটা প্রশ্ন করি, জবাব দাও দেখি, কাছে এস—কাছে এস।

বান্দা। হুজুর! আপনার সে রোগটা?

মার্জ। সেরে গেছে বাবা—সেরে গেছে, যে সংবাদ তুমি দিয়েছ, তাতে কি আর রোগ থাকে? এখন কাছে এসে বল ত বাবা! ওই যে শুয়ে আছেন, ওটী কে?

বান্দা। উনি সাজাদা। আর যারা মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে, ওরা ওমরাও। ওই রাজা দূরে,—গাছের তলায় ব'সে আছে।

মার্জ। সাজাদার বেমারটা কিসে হ'ল?

বান্দা। সে হুজুর! অনেক কথা। সাজাদা স্বপ্নে পুরুষ আওরাৎকে দেখে দেওয়ানা হ'য়ে গেছে।

মার্জ। ইয়া আল্লা! কেয়া খোস খবর।

বান্দা। ওকি হুজুর! আপনি অমন ক'র্‌ছেন কেন?

মার্জ। ইয়া আল্লা, ইল্‌বিল ইল্লা, কিল্‌বিল কিল্লা, মসা ঠিক মিলা।

বান্দা। ও কি হুজুর! অমন ক'র্‌ছেন কেন; এখনি আমা গর্দ্দান যাবে।

মার্জ। (নৃত্য করিতে করিতে) তোফা তোফা—বড়া খো খবর; আওরাৎ দেখ্‌কে খাপ্পা হুয়া—বড়া খোস খবর!

বেগে জনৈক ওমরাহের প্রবেশ।

ওম। চেঁচায় কে—চেঁচায় কে? সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে—চেঁচায় কে?

মার্জ। আমি, আমি, ইলবিল ইল্লা, কিলবিল কিল্লা, ইয়া আল্লা।

ওম। কে আপনি? গোল ক'র্‌বেন না—গোল ক'র্‌বেন না।

বান্দা। জনাব! চটাবেন না—চটাবেন না, ভর হয়েছে—ভর হয়েছে।

ওম। য়্যাঁ-য়্যাঁ! ভর কি—ভর কি?

মার্জ। চাঁই ফুঁ, চাঁই ফু, খুচুমচু কাঁইফুঁ—ফোঁচ।

বান্দা। জনাব! চিনে ভর, পেলে—পেলে।

মার্জ। হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং, কোয়াংটং, লি হুংচং।

(ওমরাওকে জাপটাইয়া ধরা)

ওম। ওরে বাবারে! একি বিপদে পড়্‌লুম, ছাড়ুন—ছাড়ুন।

মার্জ। সেলাম মিয়া সাহেব!

ওম। সেলাম মিয়া সাহেব!

মার্জ। আপনি কি আমার ওপর জুলুম ক'র্‌তে এসেছেন?

ওম। আরে আল্লা! জুলুম কেন—জুলুম কেন? আপনি একটু আস্তে কথা কইবেন—মেহেরবাণী ক'রে একটু আস্তে কথা কইবেন।

মার্জ। হাম্ আপলোককা গোলাম হায়।

ওম। ইসি বাৎ মাৎ কহিয়ে জনাব—এসি বাৎ মাৎ কহিয়ে, হাম আপলোককা গোলাম হায়।

মার্জ্জ। হাম আলবাৎ আ ালোকক৷ গোলাম হায়।

ওম। নেহি -নেহি,—হাম হায়—হাম হায়।

মার্জ্জ। (অগ্রসর হইয়া) আপ মেহেরবান্, কদর দান, করম্ ফরমাইয়ে।

ওম। আপ্ মেহেরবান্, কদরদান, করম্ ফুরমাইয়ে।

মার্জ্জ। (অগ্র) আপ্ আলম্ দলিল্লা, ইমতুল্লা, মসাল্লা।

ওম। (পশ্চাৎ) আপ্ আলম দলিল্লা, ইমতুল্লা, মসাল্লা।

মার্জ্জ। (অগ্র) আপ্ ইল্‌বিল্ ইল্লা, কিল্‌বিল কিল্লা।

ওম। (পশ্চাৎ) আপ্ ইল্‌বিল্ ইল্লা, কিল্ কিল্লা।

মার্জ্জ। আপ্ জোল্‌া জুলুল্লা হায়, দুনিয়াকা পরদাদার হায়।

ওম। আপ্ খুলু খুলুল্লা হায়, দুনিয়াকা রোশনিদার হায়।

মার্জ্জ। বইঠিয়ে, বইঠিয়ে।

ওম। আপ্ বইঠিয়ে।

মার্জ্জ। নেহি—আপ্ বইঠিয়ে।

ওম। নেহি—আপ্ বইঠিয়ে।

মার্জ্জ। আপ্।

ওম। আপ্।

মার্জ্জ। (ওমরাওকে ডিঙ্গাইয়া) তব্ হাম্ চুটিয়ে, আপ্ পিছাড়ি চলিয়ে।

ওম। হাঁ হাঁ হাঁ, ওদিকে যাবেন না—ওদিকে যাবেন না।

বান্দা। গেল, গেল—গেল—গর্দ্দান গেল।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

সা-জমান, উজীর ও ওমরাওগণ।

সা-জ। উজীর! সে লোকটার উদ্ধার হ'ল?

উজীর। হাঁ জাঁহাপনা, আপনার কৃপায় তার উদ্ধার হ'য়েছে।

সা-জ। আমার কৃপায়, না তোমার কৃপায়?

উজীর। না—জনাব! আপনি গোলামকে হুকুম না ক'র্‌লে গোলাম কিছুতেই হতভাগ্যের উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌ত না।

সা-জ। তা তাকে কোথায় রেখে এলে?

উজীর। বাগানের এক পাশে তাকে ব'সিয়ে রেখে এসেছি। একটু সুস্থ হ'লেই তাকে আমার বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রেছি।

সা-জ। এখানে এসে প'ড়্‌বে না ত?

উজীর। না জনাব! এখানকার খবর সে কিছুই জানে না।

সা-জ। দেখো, সাবধান—এখানে যেন সে কিছুতেই না আসে। এসে, ছেলের এরূপ অবস্থা দেখ্‌লে দেশ বিদেশে সে খবর ক'রে দেবে।

উজীর। না জনাব! সে লোক এখানে আস্‌বে না।

সা-জ। তার বাড়ী কোথায়?

মার্জমানের প্রবেশ।

মার্জ। আজ্ঞে, জাঁহাপনা! চীন দেশে।

সা-জ। উজীর—উজীর!

উজীর। হাঁ হাঁ, চ'লে যাও—চ'লে যাও।

ওমরাওয়ের প্রবেশ।

ওম। এইও—এইও—পাকড়াও—পাকড়াও।

সা-জ। উজীর! তোমায় জবাব দিহি ক'র্‌তে হবে।

উজীর। হাঁ হাঁ; চ'লে যাও—চ'লে যাও।

ওমরাওগণ। হাঁ হাঁ, উধার—উধার।

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। হাঁ হাঁ, কাছে যাবেন না—কাছে যাবেন না, ভর হয়েছে—চীনে ভর।

সা-জ। আস্‌তে দাও। কি ব'ল্‌তে চায় শুনি।

(মার্জমান রাজসমীপে গিয়া)

মার্জ। জনাব,! গোলাম সেলাম করে।

সা-জ। কে তুমি?

মার্জ। আমি একজন মোসাফের, দৈববিপাকে সাগরে প'ড়েছিলুম। এই জনাব আমাকে উদ্ধার ক'রেছেন। ব'সে ব'সে শুনলুম, আপনার পুত্র বড় রুগ্ন। আমি আপনার পুত্রকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা করি। গোলামের বিশ্বাস, তাঁকে আরোগ্য ক'র্‌তে পার্‌বে।

সা-জ। পার্‌বে?

উজীর। পার্‌বে?

মার্জ। একবার আমায় দেখ্‌তে দিন।

সা-জ। বেশ, তা যদি হয়, তা হ'লে বুঝ্‌বো, ঈশ্বর আমার জন্য তোমায় সাগরে নিক্ষেপ ক'রেছেন।

মার্জ। জনাবদের একটু অন্তরালে যেতে হবে।

সা-জ। বেশ, সকলে এখান থেকে স'রে এস।

মার্জ। (জনান্তিকে) হাঁ তুমিই বটে—সে সবার সেরা সুন্দরী, তুমি সবার সেরা সুন্দর; সে পূর্ব্ব গগনের উষার ছবি, তুমি পশ্চিম গগনের সন্ধ্যারাগ,—তুমিই বটে।

গীত।

সে যে রূপে গুণে অতুলনা।
দেখার অভাবে যাতনা সহিবে,
অপরাধ কার বলনা।
নিরাশে ফেলেছো চোখের জল,
চরণে বিঁধিছে ধরণীতল,
হাতে পেয়ে ফল দূরে ফেলে দেছো,
তবু বল ক্ষুধা গেলনা।
পাশে নিরুপমা সোণার প্রতিমা,
ধরি ধরি ধরা হ'ল না॥

কম। তুমি কে মিয়া?

মার্জ। আর মিয়া! কি আর ব'লব? সাজাদা! এক জায়গায় থেকে হা হুতাশ ক'র্‌লে কি স্বপ্নের ধন মেলে? তার জন্য দুনিয়া ঢুঁড়্‌তে হয়—সাগরে ঝাঁপ খেতে হয়, পাহাড় থেকে প'ড়্‌তে হয়—এক জায়গায় শুয়ে আকাঙ্ক্ষার ধন মেলেনা। এই নাও

সাজাদা! তোমার আংটী ফিরিয়ে নাও—রাজকুমারী বেদৌরা অযোগ্য পাত্রে আত্মসমর্পণ ক'রেছেন।

কম। য়্যাঁ—কে তুমি স্বর্গীয় দূত!

মার্জ্জ। স্বর্গীয় দূত নই—বেদৌরার অনুচর। সাজাদা! বেদৌরা তোমার জন্য শোকে মৃতপ্রায়। তুমি কি কুলকামিনীকে গৃহত্যাগ ক'রে তোমার কাছে আসতে বল? এই কি তোমার প্রেম?

কম। ক্ষমা কর—আমি অজ্ঞান, তাই চক্রিয়া ঢুঁড়ে তার সন্ধান না ক'রে এক স্থানে ব'সে, হা হুতাশ ক'রেছি। বেদৌরা! প্রাণেশ্বরী! কোথায় তুমি?

মার্জ্জ। উতলা হবেন না, রাজকুমার! উঠুন আগে প্রকৃতিস্থ হ'ন। যদি তাকে পেতে চান তাহ'লে আগে প্রকৃতিস্থ হ'ন—সে এ রাজ্যে নয়—বহুদূর চিন মুলুক।

কম। আমি আপনার গোলাম, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন, সেইখানেই যাব; যেমন ক'রে নিয়ে যেতে চান, তেমনি ক'রে যাব

মার্জ্জ। তাহ'লে আমার সঙ্গে আসুন, আগে জাঁহাপনাকে সেলাম করি। জাঁহাপনা! এই আপনার পুত্র নিন; এই দেখুন, আপনার পুত্র সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ ক'রেছেন।

সা-জ। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য,—পুত্র! তুমি সুস্থ হ'য়েছ?

কম। হাঁ জাঁহাপনা, গোলাম সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়েছে।

উজীর। জাঁহাপনা! এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

মার্জ্জ। উজির! তোমার জন্যই পুত্র আমার আরোগ্য লাভ ক'রেছে, তুমি এই সাধু পুরুষকে এনে না বাঁচালে আমার ছেলে কিছুতেই প্রাণে বাঁচ্‌ত না।

উজীর। মিয়া সাহেব! তুমি যে কার্য্য ক'রেছ, তার যোগ্য পুরস্কার দেবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তথাপি জাঁহাপানার হয়ে আপনাকে কিছু পুরস্কার নিতে অনুরোধ করি।

মার্জ্জ। না উজীর সাহেব! পুরস্কার আমি চাই না, আপনি ভুলে গেছেন — আপনি আমার জীবনদাতা।

কম। উজীর! তুমি এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত সহরে আনন্দোৎসবের ঘোষণা কর। গরীব ফকীরকে খয়রাৎ কর। এস মিয়া সাহেব— সঙ্গে এস। উজীর যা ব'লেছে যথার্থ। তোমার গুণের পুরস্কার নাই।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অলিন্দ।

উজীর।

সাজমানের প্রবেশ।

সা-জ। উজীর!

উজীর। গোলাম হাজির, হুকুম জাঁহাপানা।

সা-জ। ছেলে ত আরোগ্য হ'ল, এখন রোজ রোজ নতুন নতুন মনাতে যে প্রাণ যায়।

উজীর। এখন আবার কি বায়না হুজুর!

সা-জ। বলে আমি শীকারে যাব।

উজীর। এও কি একটা কথা—ছেলেমানুষ।

সা-জ। বল ত!

উজীর। না না—আজকাল শীকার কিছুতেই হ'তে পারে না।

সা-জ। পারে কি?

উজীর। কিছুতেই হ'তে পারে না।

সা-জ। বেশ, তাও যদি যেতে হয়, তাহ'লে লোক সঙ্গে নে।

উজীর। একে শীকার, তায় আবার একা!

সা-জ। একা, বলে—গোলাম টোলাম কাউকে সঙ্গে নেবো না।

উজীর। আরে আল্লা!

সা-জ। এস ভাই, তুমি বোঝাবে এস।

উজীর। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

উজীর। এও বোধ হয় সে বিদেশীর চা'ল। নইলে হঠাৎ শীকার ক'রতে সাজাদীর এত আগ্রহ হ'ল কেন? শীকারের ছল ক'রে স'রে প'ড়বে না ত? সাজাদার স্বপ্নের সঙ্গে এই ফকীরের কোন সম্বন্ধ নেইত!

মার্জনানের প্রবেশ।

মার্জ। উজীর সাহেব, সেলাম।

উজীর। সেলাম মিয়া সাহেব!

মার্জ। বেয়াদবী মাফ্ হয়, আমি হুকুম না নিয়েই আপনার কাম্‌রায় প্রবেশ ক'র্‌লুম।

উজীর। আরে ভাই! এ তোমার ঘর, তোমার দোর। রাজা তোমায় ভালবাসেন, রাজকুমার তোমায় ভালবাসেন।

মার্জ। কিন্তু আপনি বাসেন না।

উজীর। একি কথা, একি কথা!

মার্জ। আপনি আমাকে কিছু কিছু সন্দেহ করেন।

উজীর। আরে!—

মার্জ। হয় ত মনে ক'রেছেন, এই যে রাজকুমার শীকার ক'র্‌তে চ'লেছেন, এও হয় ত আমার কথায়।

উজীর। (হাস্য) হা হা—ওটা কি জান?

মার্জ। আজ্ঞে ওটা জানি আর নাই জানি, তবে এটা জানি যে, আপনি আমার জীবনদাতা।

উজীর। খোদা ক'রেছেন—খোদা ক'রেছেন।

মার্জ। তা সে যাই করুন, কিন্তু আমি আপনার কেনা গোলাম।

উজীর। ব'ল্‌তে নেই—ব'ল্‌তে নেই।

মার্জ। কিন্তু আমার বড় দুঃখু, আপনি আমার উপর সন্দেহ করেন।

উজীর। আরে না না—এওকি একটা কথা!

মার্জ। হয়ত মনে ক'রেছেন যে, শীকারের অছিলা ক'রে আমি শাজাদাকে নিয়ে ভেগে প'ড়্‌বো।

উজীর। কেন—কি দুঃখে? আওরৎ হ'লে ভাগ্‌বার কথা ছিল বটে।

মার্জ। তা হ'লে সাজাদা কি জীবনে শীকার কর্‌বে না?

উজীর। আল্‌বৎ ক'র্‌বে। পাখীটে পক্ষীটে, হ'ল বা ছিপ দিয়ে কইটা মাগুরটা।

মার্জ। হ'ল বা আর একটু এগিয়ে গিয়ে ছাগলটা ভেড়াটা।

উজীর। হ'লু আর একটু পেছিয়ে এসে ইঁদুরটা ছুঁচোটা।

মার্জ। হ'ল বা টপ্ ক'রে খানিকটে ডিঙিয়ে বাঘটা সিঙ্গিটা।

উজীর। বাঘটা, সিঙ্গিটা!

মার্জ। আজ্ঞে হাঁ জনাব! কি একটু মাঝামাঝি থেকে হরিণটা, প্রজাপতিটা।

উজীর। প্রজাপতির মতন চেহারাটা, হরিণের মতন চোকটা

মার্জ। হ'ল সিংহের মতন মাঝাটা।

উজীর। তা একথা আমায় আগে বলনি কেন?

মার্জ। জনাব, আপনাকে না ব'ললে যে বেইমান হব।

উজীর। তা হ'লে ত ভাই, তুমি এ রাজ্যেরই রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু কতদূরে?

মার্জ। কিছু দূর।

উজীর বিপদের ভয় নেই ত?

মার্জ। জনাব, পূর্ব্বেই ব'লেছি— আমি আপনার কেনা গোলাম আপনার কাছে কিছুই গোপন ক'রব না। কিন্তু যে বিপদের ভয় নেই, একথা ব'লতে পারি না। সাগরের তলা থেকে মুক্তো তুলতে একটু আধটু বিপদের ভয় আছে বইকি। তবে ভয় মুক্তোর কাছে নয়।

উজীর। বুঝেছি—বিপদ পথে যেতে আসতে।

মার্জ। আজ্ঞে হাঁ জনাব!—তবে তাও যে বড় বেশি, তা নয় ফকীরবেশে যাব।

উজীর। ভাই! তুমি ঈশ্বর-প্রেরিত দূত, তুমি আমার সেলাম গ্রহণ কর।

মার্জ। সে কি জনাব, আমি আপনার গোলাম।

উজীর। কিন্তু কার্য্যে যে সফলতা লাভ ক'রবে, সে সুন্দরীকে যে পাওয়া যাবে, সাজাদার যে পছন্দ হবে, এ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস আছে?

মার্জ। আজ্ঞে জনাব! খোদা আগে থাকতে সব কাজ গুছিয়ে রেখেছেন। আমি সেইখান থেকেই এসেছি। রাজকুমারও যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।

উজীর। ঈশ্বর! তোমার অপার লীলা! একি আশ্চর্য্য ঘটনা! কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা জানতে পারি কি?

মার্জ। জনাব, আপনি পেড়াপীড়ি ক'রলে বাধ্য হ'য়ে গোলামকে ব'লতে হবে।

উজীর। কাজ নেই, কাজ নেই—এই জেনেই আমি সন্তুষ্ট; জানবোই ত।

মার্জ। তা হ'লে মৃগয়া?

উজীর। আবার সেই কথা! আমি আর কোন মতেই বাধা দেবো না।

মার্জ। তা হ'লে, সেলাম। (প্রস্থান, উজীর প্রস্থানোদ্যত, অন্য দিক দিয়া সাজদানের প্রবেশ)।

উজীর। একি জনাব, আবার ফিরলেন যে? গোলাম এই যাচ্ছিল।

সা-জা। না থাক্। যাবার যখন গোঁ ধ'রেছে, তখন বড় পীড়াপীড়ি ক'রলে হয়ত আবার হিতে বিপরীত হবে। তা হ'লে যেতে যখন ইচ্ছা ক'রেছে, তখন যাক্।

উজীর। আর শিকারে মনটা অনেকটা প্রফুল্ল হয়। চারিদিকে

নজরটা ছড়িয়ে পড়ে, হরিণটা ভেড়াটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাছটা পালাটা, হ'ল ঝরণাটা, হ'লবা ঝরণার ধারের ফুলগাছটা, হয়ত সেখানে খোদা যদি করেন—

সা-জ। খুবসুরৎ আওরৎটা—

উজীর। এই এই।—

সা-জ। ঠিক ব'লেছ—বাধা দেবনা। তাহ'লে সাজাদা কি কি চায়, জেনে যোগাড় ক'রে দাও।

উজীর। এখনি দিচ্ছি।

সা-জ। কিন্তু দেখ, একদিনের বেশী সে থাক্‌তে পাবে না।

উজীর। আলবৎ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

কমরলজমান।

কম। আমি ব'লে সখা গেল কোথায়? এই বনের ধারে—এই চৌরাস্তার ওপরে বসিয়ে সে গেল কোথায়? আর যে আমার এক লহমাও পথে অপেক্ষা ক'রতে ইচ্ছে ক'রছেনা। কখন্ বেদৌরাকে দেখ্‌বো! তার জন্য মিথ্যা কথায় স্নেহময় পিতাকে ভুলিয়ে যে চ'লে এসেছি। একদিন থাক্‌বার নাম ক'রে চ'লে এসেছি, আজ তিন দিন। যে পিতা আমাকে এক দণ্ড না দেখ্‌লে দুনিয়া অন্ধকার দেখেন, তিন দিন তাঁর কাছ ছাড়া।

াণ ধারণে সক্ষম হবেন! কবে
কবে প্রাণময়ী বৈদোরাকে সঙ্গে
ার দেবো। আর যে বিলম্ব
হলে!—

মার্জমানের প্রবেশ।

মার্জ। এই যে এসছি!

কম। একি, তোমার হাতে রক্ত কেন?

মার্জ। খুন ক'রেছি।

কম। সেকি!—এরই মধ্যে কাকে খুন ক'রলে?

মার্জ। যাক্, বসে আছেন, বেশ ক'রেছেন। কোথায় আর জল পাই যে, হাত ধুই; আপনার এই বাহারে পোষাক, এইতেই মুছে ফেলি।

কম। একি! এ তুমি কি ক'রছ?

মার্জ। প্রেমের ফাউ কাণ্ডটা আগে থাক্‌তে সেরে নিচ্ছি। পীরীত ক'রতে গেলে, কিলোকিলি, মারামারি, খুনোখুনি প্রভৃতি য নানা জাতীয় প্রকরণ আছে, সেগুলো আগে থাক্‌তে সেরে নিলে, পরে আর ঘট্‌বেনা,—বুঝেছেন রাজকুমার!

কম। এসব তুমি কি ব'লছ? খুন কি?

মার্জ। খুন এমন কিছু বিশেষ বস্তু নয়। গলায় ছোরা লাগিয়ে—আড়াইটা পেঁচ্ দিয়ে দেহ হ'তে মাথাটাকে আলাদা করা। হাঁ হাঁ, টান্‌বেন না—টান্‌বেন না, বুড়ো আঙ্গুলে এখনও নিকুটে রক্ত লেগে আছে, মুছে ফেলি—মুছে ফেলি।—বস্—এই বারে আবার প্রশ্ন কার্য্য আরম্ভ করুন, আমি জবাব দিতে থাকি।

কম। এ পোষাক ত নষ্ট

মার্জ। গেলই ত! দু ছুটে

ষ্ট্রীটে যাবে না।

কম। দুটো খুন!

মার্জ। একটা আর টা নয়-

কম। ডাকাতের সঙ্গে লড়া

মার্জ। কিছু না, নিরীহ ভদ্রলোক—আমাদের উপকারেই লাগ্‌তো, কোনও অপকার হ'ত না।

কম। খুন নিয়ে রহস্য কর, তুমি কি রকম মানুষ!

মার্জ। নিরীহ কথাটি পর্য্যন্ত কয় না। যখন ভারী ফুর্ত্তি হয়, তখন চিঁ হিঁ হিঁ করে, আর পা ছোঁড়ে।

কম। একি! ঘোড়া দুটোকে মেরে ফেল্‌লে?

মার্জ। কাজে কাজেই—এখানে মানুষ পাব কোথায়?

কম। মেরেই যদি ফেল্‌বে, তবে সঙ্গে আন্‌লে কেন?

মার্জ। মারবো ব'লেই এনেছি, সাজাদা! আপনিই না হ বেদৌরার প্রেমে উন্মাদ। আমি এখনও ততটা হইনি। পিতা কাছে আপনি শুধু একদিন বাইরে থাক্‌বার হুকুম নিয়ে এসেছেন কিন্তু হ'ল তিন দিন। আপনি কি মনে ক'রেছেন, পিতা আপ নার চুপ ক'রে ব'সে আছেন। তিনিয়া চুঁড়ে আপনাকে খুঁজে আনবার জন্য এতক্ষণ চারিদিকে লোক ছুটেছে। আপনি তাদের হাত এড়িয়ে যেতে পারবেন বিশ্বাস ক'রেছেন!

কম। তাইত! নইলে উপায়!

মার্জ। উপায় এইত ক'রলুম। ঘোড়া দুটোকে মেরে ফেল লুম, টুকরো টুকরো ক'রে হাড় আর মাস চারিদিকে ছড়িয়

দিয়েছি।

খানে ে

প'ড়্

মাথা আপ

র ডাকাতে মেরে

ঢুগুবেনা। এইখান থেকেই

রে ফিরে যাবে।

কম। সখা, তোমার বুদ্ধির বলিহারি !

মার্জ। কি হ'ল,—কি হ'ল, দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ

চ্ছি। পোষাক খুলুন, পোষাক খুলুন, বুঝি আপনাকে ধ'রতে

আসছে। পোষাক খুলে ওই সম্মুখের বনে ঢুকে ব্যাপার খানা

ক দেখিগে চলুন।—

(পোষাক রাখিয়া প্রস্থান)

রক্ষিগণের প্রবেশ।

১ম রক্ষী। চারিদিকে রক্ত—চারিদিকে হাড়—নিশ্চয় কোন

বিকতকে ডাকাতে মেরেছে।

২য় র। ডাকাতে নয়, বাঘে মেরেছে ; নইলে মাথা দেখ্‌তে

ছেনা।

৩য় র। ওরে ভাই ! দূরে সাজাদার ঘোড়ার মতন একটা

ড়ার মাথা প'ড়ে রয়েছে।

সকলে। কই কই !

১ম র। ওরে ! একিরে !

সকলে। কিরে কিরে !

ম র। ওরে সর্ব্বনাশ হ'য়েছেরে—সাজাদার পোষাক প'ড়ে।

সকলে। তাইত রে! ওরে একে মাথামাথি মেরে! ওরে কি হ'লরে! হাঁ-বোদা কি ক'র্‌লে?

১ম স্ত্রী। পোষাক নিয়ে, ধরে চল আর কি—সব শেষ!

সকলে। ওরে কি হ'লরে—কেমন ক'রে ফিরবোরে!

(সকলের প্রস্থান)

পরীগণের প্রবেশ।

গীত।

যদি প্রেম দরিয়ায় দেহ পাড়ি ভাসায়।
চেয়োনা পেছন পানে পাছে নাকো যান।
হোক না দেশ চেনা অচেনা,
প্রাণ ঢেলে যাও সটান ভেসে,
নদীর মুখে সোণার দেশে এটান রবেনা।
ফিরলে তো প্রাণ পাবে না, তুফানের ভয় রবেনা,
ফিরবে না আর কুল মান॥

তৃতীয় দৃশ্য।

চীনদেশ—রাজপথ।

মার্জমান ও কমরলজমান।

মার্জ। দেখুন সাজাদা, এইখান থেকেই আমি আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করব। আপনি এই চৌরাস্তায় দাঁড়ান, যা ক'রতে ব'লেছি তাই ক'রবেন। রাজার লোক এসে—আপনাকে নিতে এলে, আপনি তার সঙ্গে যাবেন। অন্যথা ক'রবেন না।

কম। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না?

মার্জ। আমি আপনার পেছন পেছন থাকবো, সঙ্গে থাকতে পারবো না। কেননা, এখানে আমাকে সবাই চেনে, তাতে আপনার কার্য্যের হানি হ'তে পারে। রাজা তনয়াও-সঙ্গে ঠিক এই সময়ে বাইরে বেড়াতে বা'র হন।

কম। দেখা পাব কোথায়?

মার্জ। সে সব ভাবতে হবে না। দেখা আমি নিজে খুঁজে ক'রব। আগে খোদা মিল দিবি, আগে কার্য্য সিদ্ধ হ'ক, সেলাম।

[মার্জিয়ানের প্রস্থান।

কম। (উচ্চৈঃস্বরে) বালা বোসিনি জলুসখরী, চাকী চাকী র কুমারী; পায়রাটাদা অজজী হাঁসে, হাভার মিঠে বসে হামারী গ। মেরী ভক্তি; ওরফে শক্তি, ফুরো বর খোদাকী বাৎ। জলদি ও, জলদি আও। পাও রাখে পটলী বিবি, ভুঁড়ি রাখে রহমন, া রাখে বিল্লিকা বাচ্ছা, জান রাখে চন্দন্। জলদি আও, দি আও। ওই রাজা আসছেন; দূরে ছিলুম, তবু বেশ এর চেয়ে ন ছিলুম—কাছে এসে বেদৌরাকে দেখ্‌বার জন্ত প্রাণ অস্থির উঠেছে। খোদা! বেহেস্তবাণী ক'রে বেদৌরাকে আমার াও। স্নেহময় পিতার মমতা ছিন্ন ক'রে চ'লে এসেছি। খালে- রাজ্যকে শোকের বন্ডায় ভাসিয়ে চ'লে এসেছি—শুধু বেদৌ- ক দেখ্‌বার জন্ত। খোদা! সে বেদৌরাকে একবার দেখাও।

রাজা ও পারিষদগণের প্রবেশ।

রাজা। দেখ ত, দূরে কে একজন বিদেশীর মত দাঁড়িয়ে না?

২য়। হাঁ জনাব! বিদেশী ব'লেই বোধ হ'চ্ছে।

রাজা। কেউ দাঁড়িয়ে আছে সন্ধান নাও দেখি?

(পারিষদের অগ্রগমন)

পারি। মিয়া সাহেব! আপনাকে বিদেশী ব'লে বোধ হচ্ছে

কম। আমি বিদেশ, পশ্চিম মুলুকে আবাস বর।

পারি। কি মনে ক'রে এখানে আসা হয়েছে?

কম। জাঁহাপনার সম্মুখে ব'লতে ইচ্ছা করি।

পারি। জাঁহাপনা! এ লোকটা বিদেশীই বটে, আপনাকে কি ব'লতে ইচ্ছা করেন।

রাজা। ব'লতে পার—

কম। জাঁহাপনা! আমি পশ্চিম মুলুকের অধিবাসী—চিকিৎসা ব্যবসায়ী, আপনার কন্যার মত্ততার খবর শুনে আমি সেই দূর দেশ থেকে তাঁর চিকিৎসা ক'র্ত্তে এসেছি।

রাজা। দূরদেশ থেকে যখন আমার কন্যার রোগের কথা শুনেছ, তখন সেই সঙ্গে আমার আদেশের কথাও বোধ হয় শুনে থাক্‌বে।

কম। কি আদেশ—জাঁহাপানার মুখে শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

রাজা। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, যে আমার কন্যাকে আরোগ্য ক'র্ত্তে পা'র্‌বে, তাকে আমি অর্দ্ধেক রাজ্য ও সেই কন্যা দান ক'র্‌ব। যে না পা'র্‌বে, তাকে গর্দ্দান রেখে যেতে হবে।

কম। বিবাহ! আমি রাজনন্দিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক'র্ত্তে চাই না। আর আপনার রাজ্যেও প্রয়োজন নেই জাঁহাপনা! কিন্তু যদি আরোগ্য না ক'র্ত্তে পারি, তা হ'লে গর্দ্দান দিতে প্রস্তুত।

পারি। বহু হাকিম এসেছে, কিন্তু এরূপ কথা কারও কা

[ভ]িনিনি জাঁহাপনা ; এর মুখ দেখে—এর কথা শুনে—এর নিঃস্বার্থ উপকারের প্রত্যাশা দেখে, আমার মনে এক অপূর্ব সাহস হ'চ্ছে। বোধ হচ্ছে, যেন এই ব্যক্তি সাজাদি—বেদৌরার রোগ মুক্ত ক'র্‌তে পার্‌বে।

রাজা। আমারও অভিলাষ তাই—তুমি সাজাদিকে রোগমুক্ত ক'রে তাকে লাভ কর। না পার্‌লে, আমি তোমার জন্ত প্রতিজ্ঞা [ভ]ঙ্গ ক'র্‌তে পার্‌বো না। এস—গহুর এস।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অলিন্দ।

শৃঙ্খলাবদ্ধা বেদৌরা।

বেদৌরা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বৎসর অতীত হয়ে গেল, তবুও [ত]াই মিল্‌লো না। একদিন—এক এক বৎসর, এমনি একবৎসর [অ]তিবাহিত ক'র্‌লুম, আর কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধরি। এই সর্ব্বনাশীর [জ]ন্য কত হতভাগ্য এই একবৎসরের ভেতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে। [এ]মন ক'রে নিত্য নিত্য নিরীহের হত্যাই বা কেমন ক'রে দেখি। [ঈশ্‌]বর! আর যে সহ্য হয় না। দাও দাও—আমাকে মৃত্যু দাও,— না—মর্‌তেও যে সাহস হ'চ্ছে না। প্রাণেশ্বর! তোমার সে [মুখ] আর একবার না দেখলে, তোমার মুখের কথা একবার না [শু]ন্‌লে যে, ম'রেও সুখ হবে না।

জনৈক বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। সাজাদী! আবার একজন হাকিম এসেছে—সে আপনাকে চিকিৎসা ক'রতে চায়।

বেদৌরা। ঝ্যাঁ! আবার কোন্ হতভাগ্যকে মৃত্যুতে আহ্বান ক'রলে?

বান্দা। সে বাস্তবিকই সকলের চেয়ে হতভাগ্য। জাঁহাপনা তাঁর রূপ দেখে, তাঁর মুখের কথা শুনে, তাঁর এলেম দেখে এত মুগ্ধ হয়েছেন যে, তাঁকে নিরস্ত কর্‌বার জন্ত অনবরত চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতেই সে নিষেধ শুনছে না। জাঁহাপনা অমনি অমনি তাঁকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিতে প্রতিশ্রুত হ'চ্ছেন, ভাল সুন্দরী এনে বিবাহ দিতে চাচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর গোঁ ফেরাতে পারছেন না। সে বলে—আপনার কন্যাকে যদি আমি আরোগ্য না ক'রতে পারি, তাহ'লে আমার জীবনই বৃথা। আমার বিদ্যা-শিক্ষা যদি নিষ্ফল হয়, তাহ'লে প্রাণ রেখে প্রয়োজন কি?

বেদৌরা। তাহ'লে ত বড়ই বিপদের কথা!

বান্দা। বড়ই বিপদের কথা! জাঁহাপনা থেকে আরম্ভ ক'রে বান্দারা পর্য্যন্ত তার জন্তে দুঃখিত।

বেদৌরা। দেখ্‌তে কি বড়ই সুন্দর!

বান্দা। এমন সুন্দর যুবাপুরুষ চীনরাজ্যে নেই, চীন কেন—বুঝি দুনিয়াতেই নেই।

বেদৌরা। তিনি যদি না হন—আমার যদি সে স্বপ্নের ধন না হয়, তাহ'লে কি ঈশ্বর! আবার এক নিরপরাধের মৃত্যুর কারণ হব!

বান্দা। তাহ'লে তাকে এইখানে নিয়ে আসি?

বেদৌরা। কি ব'ল্‌ব!

বান্দা। সে ব্যক্তি আস্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। বলে—আমার বিদ্যার পরিচয় না দিয়ে আমি আর একদণ্ডের জন্যও স্থির হ'তে পাচ্ছিনা। তাহ'লে তাকে আনি?

বেদৌরা। দেখ্‌, এতে আমি কোনও কথা ব'ল্‌তে ইচ্ছা করি না। জাঁহাপনার যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন।

বান্দা। যো হুকুম।

বেদৌরা। কি বিপদ! দেখ্‌তেও ইচ্ছা ক'র্‌ছে, আবার সাহসও হ'চ্ছে না। আমার যদি এতই ভাগ্য হয়, ঈশ্বরের দয়ায় যদি তিনিই এসে থাকেন, তা হ'লে আমার আংটী ত তিনি দেখাতে পারেন, দূর থেকেই ত তিনি আপনার পরিচয় দিতে পারেন।

বা। কি হুকুম সাজাদী?

বে। দেখ্‌ বান্দা, তুই জাঁহাপনাকে সেলাম জানিয়ে বলিস্‌—যদি কেও সাজাদীকে আরাম ক'র্‌তে পারে, সে সাজাদীকে না দেখে দূর থেকেই তাকে আরাম ক'র্‌বে। যে সাজাদীকে দেখ্‌তে চায়, তার কেতাবে সাজাদীর রোগের নাম নেই, নইলে কতকগুলো হাম-বড়া মূর্খ হকিমের মৃত্যু দেখ্‌তে তিনি আর ইচ্ছা করেন না।

বান্দা। যো হুকুম!

(প্রস্থান)

বেদৌরা। হা ঈশ্বর! এ কি নিত্য নূতন বিপদে আমাকে নিক্ষেপ ক'র্‌ছ! আর এরূপ কত অভাগ্যের মৃত্যুর কারণ হব? অনুতাপানলে আমার হৃদয় যে পুড়ে ক্ষার হ'ল। আর যে বাঁচ্‌তে ভাল লাগে না। কেন বেঁচে আছি? সেকি আছে? না না

থাক্‌বেনা কেন? ম'র্‌ব কেন? তাকে একবার না দেখে ম'র্‌ব কেন? কি অপরাধে ম'র্‌ব? তাকে দেখেছি, তাকে যে প্রাণ দিয়েছি, সে না ব'ল্‌লে কেন ম'র্‌ব? ওরা মরে, তাতে আমার অপরাধ কি?

গীত।

সাধ ক'রে সে যেরে মরিতে এসেছে।
সে বুঝি মরণ পাশে, সুখের আশা পেয়েছে।
প্রাণ যে বহিতে নারে,
সে কেনরে প্রাণ ধরে;
সংসারে আসিতে তারে (কে) পায়ে ধরে সেধেছে।
যে করে মরণে ভয়, তারোত মরণ হয়,
সেধে যে পেয়েছে মরণ,
সে ত জলে জলে মিশেছে॥

পঞ্চম দৃশ্য।

চীনরাজ্য,—দরবার।

কমরল জমান ও পারিষদবর্গ।

রাজা। এখনও ব'ল্‌ছি বালক! ক্ষান্ত হও, তোমার সুন্দর মূর্ত্তি দেখে, তোমার মিষ্ট কথা শুনে আমি বড়ই মুগ্ধ হয়েছি।

পারি, গণ। জনাব, আমরাও হয়েছি।

রাজা। দেখ, তাই আমরা সকলে তোমাকে নিরস্ত ক'র্‌ছি। পথে আস্‌তে আস্‌তে যে সব মুণ্ড ঝুল্‌তে দেখেছো, সে সমস্ত

তোমারই ন্যায় উন্মাদের ন্যায়! তারাও রাজকুমারীকে আরোগ্য করবার সম্পূর্ণ সাহস দেখিয়েছিল, কিন্তু সকলেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। তাই বলি যুবক! ক্ষান্ত হও।—রাজ্য চাও, তোমায় রাজ্য দিতে প্রতিশ্রুত হচ্ছি!—কিন্তু না পারলে জান নেবো। তোমার জন্য প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রতে পারবোনা।

কম। আমি রাজ্য চাইনা, আমি রাজকুমারীকে রোগমুক্ত দেখ্‌তে চাই। নইলে আমি জান দিতে প্রস্তুত।

রাজা। মৃত্যু তোমাকে আহ্বান ক'রেছে, আমি কি ক'রব। বেশ—তবে অপেক্ষা কর, বান্দা ফিরুক।

কম। জাঁহাপনা! বিলম্ব সয়না।

১ম পারি। না, এ গেলো—একে আর বাঁচান গেল না।

২য় পারি। এটার মতন পাগল একটাও আসেনি।

১ম পারি। এটা বোধ হয় গলায় দড়ি দে মরতে যাচ্ছিল। মাঝখান থেকে রাজকুমারীর সংবাদ শুনেছে, তাই একটু সুখের মরণ মরতে এসেছে।

কম। জাঁহাপনা! না হয় অনুমতি করুন, আমি এই স্থান থেকেই শক্তির পরিচয় দিই।

রাজা। পার?

সকলে। পার?

কম। নিশ্চয় পারি।

রাজা। কিন্তু তা না পারলেও, জান যাবে।

বান্দার প্রবেশ।

রাজা। কি খবর বান্দা?

বান্দা। জনাব! রাজকুমারী ব'লেছেন, যে তাঁরে আরোগ্য

১ম। সেয়ালের সঙ্গে গেঁথে যাবেন।

কম। বেদৌরা—বেদৌরা—(বেদৌরার উত্থান)

বেদৌরা। হাঁ্যা এসেছো। এসেছো!—পিতা পিতা! কন্যা-বৎসল পিতা! ইনিই আমার প্রাণেশ্বর, এঁকেই আমি সে রাত্রে হাসিয়ে বরণ ক'রেছি।

রাজা। হাঁ্যা—সেকি! সেকি!

সকলে। সেকি! সেকি!

রাজা। শীঘ্র এ যুবার বন্ধন মোচন ক'রে দাও।

কম। জাঁহাপনা! আমিও এঁর বিরহে উন্মত্ত হয়ে, পিতার পর্য্যন্ত অবমাননা ক'রেছি! আমার স্নেহময় পিতাকে পুত্র-শোকাতুর ক'রে সহস্র ক্রোশ দূরে চ'লে এসেছি।

রাজা। এ সব ত আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। হাজার ক্রোশ দূর! এ মিলনই বা হ'ল কবে? আর ছাড়াছাড়িই বা হ'ল কখন?

কম। সমস্তই জান্‌তে পারবেন। এখন আমাকে পুত্ররূপে অঙ্গীকার করুন। তবে এটা ব'লে রাখি, এ গোলাম বংশমর্য্যাদায় রাজকুমারীর অযোগ্য পাত্র নয়। আমি খালেদান রাজ্যের রাজপুত্র।

রাজা। খালেদান রাজ্য! রাজা সা-জমান!

কম। আজ্ঞে হাঁ। জাঁহাপনা! গোলামের নাম কমরুজ্জমান।

রাজা। যুবক! না জেনে তোমার উপর অত্যাচার ক'রেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু। আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন। আজই আমি তোমার হস্তে কন্যা

(মার্জ্জিনার প্রবেশ)

মার্জ্জ। নাজানী! পেয়েছো?

বেদৌরা। ভাই! তোমার কল্যাণে আমি হারাধন ফিরে পেয়েছি।

রাজা। কে ও মার্জ্জিনা?

মার্জ্জ। হাঁ। জনাব! সেলাম।

রাজা। তুমি—তুমিও কি এঘটনা জান?

মার্জ্জ। খোদা জানিয়ে দেন জনাব!

রাজা। এ যে অদ্ভুত ব্যাপার!

মার্জ্জ। খোদার দুনিয়ায় কিছুই অদ্ভুত নেই জনাব! স্বপ্নের মিলন আঁধার সবার আগে ভেসে ওঠে।

(গীত)

আবরণে ঘোর আঁধার।
ধীরে ধীরে ফোটে পিরীতি ফুল
আপনগোপন স্বভাব তার।
মেঘের বরণে ঢাকিয়া গা,
পিরীতি চলে গো টিপিয়া পা,
দূরে করে অভিসার।
চলিতে কুঞ্জবন পথে,
চাহনা রাখিতে ছায়া সাথে,
তথাপি গোপন পিরীতি বেকত,
লোকজ ছুটে চারিধার।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তর।

চীনরাজ, বেদৌরা, কমরলজ্জমান।

কম। আর কেন জাঁহাপনা! রাজ্যের সীমা থেকেও এক পক্ষের পথ অতিক্রম ক'রে এলেন। আর কতদূরে আমাদের সঙ্গে যাবেন?

বেদৌরা। পিতা! নন্দিনীর জন্ত যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার ক'রেছেন। আর কেন?

রাজা। না, আর অধিক দূর অগ্রসর হব না। তোমরাও আজকের মতন এইস্থলে বিশ্রাম কর। কেননা, এমন স্নিগ্ধ ছায়াময় সুজল সুফল প্রান্তর তোমরা আর বহুদিন পাবে না। পথে নানারূপ কষ্ট হবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই মনোরম স্থলে আজকের মতন বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে কাল প্রাতে আবার যাত্রা কর। বরাবর এই পথ ধ'রে গেলে সাত মাস পরে এবনি উপদ্বীপে উপস্থিত হবে। সে স্থান থেকে যদি জলপথে যাও, তাহ'লে তিন মাসে খালেদান দ্বীপে পৌঁছিতে পারবে; কিন্তু স্থলপথে গেলে, আর এক বৎসর। সেই জন্ত আমি স্থলপথে তোমাদের পাঠাতে ইচ্ছা করি না। এবনি-উপদ্বীপের রাজা আৰ্মানস পরম দয়ালু। তিনি তোমাদের সংবাদ পেলে জাহাজের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন।

কম। আমি আর্ম্মানস রাজার নাম শুনেছি। শুনেছি—তিনি আমার পিতার বন্ধু।

রাজা। বেশ বেশ—তাহ'লে ত ভালই হ'ল। কি ক'র্‌ব, এখান থেকে খালেদান দ্বীপে জাহাজ যাবার সুবন্দোবস্ত নেই। না হ'লে এইখান থেকেই ব্যবস্থা ক'রে দিতুম। যাক্, তবে আমি আসি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাকে নিকটবর্ত্তী নগরে পৌঁছিতে হবে। তোমাকে ছাড়্‌তে আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি ক'র্‌ব, তুমি পিতার দারুণ পীড়ার স্বপ্ন দেখেছ। পুত্রবৎসল রাজাকে শোকাতুর ক'রে চ'লে এসেছো। আর দেখ মা! না বুঝে তোমার উপর অনেক অত্যাচার ক'রেছি।

বেদৌরা। সেকি, জাঁহাপনা! আপনার বাৎসল্যের কি তুলনা আছে। যথার্থই আমি উন্মাদিনী হ'য়েছিলুম, আপনি তার প্রতীকারের ব্যবস্থা ক'রেছেন, নইলে হয় ত আমি আত্মহত্যা ক'র্‌তুম।

রাজা। এক বৎসর সেখানে থেকে আবার কিন্তু তোমাদের আমার কাছে আস্‌তে হবে।

উভয়ে। যথা আজ্ঞা।

রাজা। আর দেখ বেদৌরা! (অন্তরালে লইয়া) এই কোমর-বন্ধটা সঙ্গে রাখ। এর সঙ্গে একখানা তাবিজ বাঁধা দেখ্‌ছো? এটাকে অতি সাবধানে রক্ষা ক'রো। তোমার ধর্ম্মভাই মার্জ্জমান এই তাবিজখানি দিয়েছে। ব'লে দিয়েছে—যতদিন এই তাবিজ তোমার কাছে থাক্‌বে, ততদিন তোমার কোনও অনিষ্ট হবেনা।

বেদৌরা। যথা আজ্ঞা।

রাজা। আসি বাপ, তোমাদের মঙ্গল হোক। (প্রস্থান)

কম। এস বেদৌরা! পুখআরি হয়েছে; রান্নারা যতক্ষণ খানাপিনার ঠিক না করে, ততক্ষণ তাঁবুতে বিশ্রাম ক'র্‌বে চল।

বেদৌরা। বাবার ইচ্ছা নয় যে, তিনি আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন।

কম। তা কি আমিও বুঝ্‌তে পারিনি বেদৌরা!

বেদৌরা। বাবার ইচ্ছা—যেন কোল্‌জে ছিঁড়ে প্রাণটাকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন।

কম। কি ক'র্‌ব বেদৌরা! পিতার কাছে অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছি। অনেক বেইমানী ক'রেছি, এখনও ক'র্‌লে আমি সয়তান।

বাঁদীর প্রবেশ।

বাঁদী। সাজাদী! তাঁবু ঠিক হয়েছে—বিছানা প্রস্তুত।

বেদৌরা। চল্‌—আর দেখ্‌, এই কোমরবন্ধটা নিয়ে গিয়ে আমার বিছানার উপর রাখ্‌তো। (বাঁদীকে প্রদান)

কম। বা, বা! এত বহুত উমদা কোমরবন্ধ—বহুত উমদা জহরৎ—বহুত দাম!

বেদৌরা। বাবা যাবার সময় ওইটে আমাকে দিয়ে গেলেন। ওটা সর্ব্বদা কাছে রাখ্‌তেই ব'ল্লেন। তবে এখন একটা রয়েছে, আর একটা হাতে রেখে কি ক'র্‌ব। বড় ভারী।

কম। দেখি—একবার দেখি।

বেদৌরা। কাজ কি—কি এমন, কি দেখ্‌তে!—কোমরবন্ধ কি কখন দেখনি? যা বাঁদী! হুঁসিয়ারিসে নিয়ে যা। আমি তক্ষণ না যাই, ততক্ষণ কাছে রাখিস্‌।—এস আমরাও যাই।

[প্রস্থান।

মৈমুনী ও কাস্‌কাসের প্রবেশ।

মৈমু। দেখ কাসকাস্! দানহাস ভারি ঠকিয়েছে—আমাদের বে-অঁকুফ বানিয়ে ফেলেছে। এবারে যেন কিছুতেই না ফস্‌কে যায়। দুজনে মিলে জুলে যেমন খালেদান রাজ্যে যাবে, অমনি দানহাস আমার কাছে এসে হাত পাত্‌বে। কাজেই ওদের দুজনকে ছাড়াছাড়—যেমন ক'রে হ'ক ক'র্‌তেই হবে। মার্জ্জমান বেদৌরাকে একখানা তাবিজ দিয়েছে। সেটা বেদৌরার বড় প্রিয় জিনিস। সেইটেকে কোনও রকমে হাত ক'র্‌তে পার্‌লেই দুজনকে ছাড়াছাড়ি করা যায়।

কাস। তাহ'লে কি ক'র্‌ব—হুকুম কর।

মৈমু। আমি বেদৌরাকে কমরলজমানের কাছ থেকে সরিয়ে আনি, এই অবসরে তুই যেমন ক'রে পারিস্, সেই তাবিজ সরিয়ে নিয়ে যা। কোমরবন্ধে তাবিজ বাঁধা আছে।

কাস। আমি এখনি চল্লুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির-সম্মুখ।

পরীগণের প্রবেশ।

গীত।

নবীন বাসনা জাগিয়ে প্রাণে।
ঘুমের আবেশে, দুজনে দুপাশে,
সরিয়ে নে যাই যতনে।

ভেঙ্গে যাক্ সোণার স্বপন ছিঁড়ুক বুকে প্রাণ,
ভরে যাক্ ধীর সমীরে হুতাশ ভরা গান,
কাঁদুক প্রাণ আপন মনে নবীন ব্যথার পীড়নে।

বেঁদোরার প্রবেশ।

বেদোরা। কে গাইলে? কই কেউত নেই! তবে কে গাইলে? যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর। কি মধুর! এমন সুন্দর স্থানও দেখিনি, এমন সুন্দর গানও শুনিনি। খোদা যেন নিজের মনের মতন ক'রে নিজের হাতে এ বাগানটী সাজিয়েছেন। গাছ পালা ফুল ফল, ঝরণা দরিয়া, যে যার নিজের রূপে নিজে বিভোর! কিন্তু এ নির্জন প্রদেশে গায় কে? খোদা, এ সুন্দর বাগান সুধার সাগরে ডুবিয়ে রাখ্‌বার জন্য কি বাতাসে স্বর্গের গান মাখিয়ে রেখেছেন!

বাঁদীর প্রবেশ।

বাঁদী। সাজাদী! কোমরবন্ধ কি সঙ্গে ক'রে এনেছো?

বেদোরা। কই না!

বাঁদী। কোমরবন্ধ ত দেখ্‌তে পেলুম না!

বেদোরা। সে কি! আমি আস্‌বার সময়, আমার বিছানার ওপর কোমরবন্ধ দেখে এলুম। তাঁবুর দোরে পাহারা। কোমরবন্ধ নেবে কে? ভাল ক'রে খুঁজে দেখ্।

বাঁদী। আমি বেশ ক'রে খুঁজে দেখেছি সাজাদী!

বেদোরা। তবে পাহারাদারকে জিজ্ঞেস কর দেখি, সাজাদা ত আমার তাঁবুতে যান নি?

বাঁদী। যো হুকুম। (প্রস্থান)

বেদৌরা। এ কি! মনে সন্দেহ ওঠে কেন? কোমরবন্ধের সঙ্গে তাবিজ বাঁধা। পিতা দান কর্‌বার সময় সাবধানে রক্ষা ক'র্‌তে ব'লেছেন! ব'লেছেন—যতদিন ওই তাবিজ সঙ্গে থাক্‌বে, ততদিন আমার বিপদের কোনও আশঙ্কা থাক্‌বে না। ঘরে রেখেছি, যাবে কোথায়? সাজাদা দেখ্‌তে চেয়েছিলেন, আমি দেখ্‌তে দিইনি, তাই বোধ হয় কোমরবন্ধ দেখ্‌বার জন্য তাঁর বড় কৌতূহল হ'য়েছে। চারিদিকে পাহারা—পিতার বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য, যাবে কোথায়?—কি খবর?

বাঁদীর পুনঃপ্রবেশ।

বাঁদী। সাজাদা তাঁবুতে প্রবেশ ক'রেছিলেন। আপনার কোমরবন্ধ তিনিই হাতে ক'রে নিয়ে গেছেন।

বেদৌরা। যাক্—নিশ্চিন্ত। তবে তুই চ'লে যা।

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। সাজাদী—সাজাদী! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

বেদৌরা। সর্ব্বনাশ হয়েছে কি রে?

বান্দা। আপনার কোমরবন্ধ নিয়ে সাজাদা বাইরে পাইচারী ক'র্‌ছিলেন, আর হাতে ক'রে কোমরবন্ধের গড়ন দেখ্‌ছিলেন, এমন সময় কোথা থেকে এক বেটা চিল এসে কোমরবন্ধ ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

বেদৌরা। গেছে—গেছে, তাতে কি হয়েছে। তাতে আবার সর্ব্বনাশ কি? বে-অকুফ! এমনি ক'রে এসে ব'লেছিস্ যে, শুনে আমার বুকটা ধড়ফড় ক'রে উঠেছে।

বান্দা। তাহ'লে কিছু হয়নি?

বেদৌরা। কি হবে? একটা তুচ্ছ কোমরবন্ধ—অমন কত লাখ লাখ আমার পিতা চীনরাজের ঘরে ছড়াছড়ি যাচ্ছে।

বান্দা। হায় হায়, তাহ'লে আমি মিছে চেঁচিয়ে উঠলুম!

বেদৌরা। কিছু হয় নি—তবে তার সঙ্গে একখানা তাবিজ ছিল—তা গেছে কি ক'রবো! যাক্, তুই সাজাদাকে ডেকে দে।

বান্দা। সাজাদা সেই চীলকে ধ'রতে গেছেন।

বেদৌরা। চীলকে ধ'রতে গেছেন কি? চীল কোথা থেকে কোথায় উড়ে যাবে। অচেনা দেশ, ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন্, কোন্ দিকে গেছেন?

বান্দা। এই দিকে—এখনও বেশীদূর যান নি।

বেদৌরা। যা—শিগ্‌গির যা—ফিরিয়ে আন্।

বাঁদী। ওমা, কি হ'লগো!

বেদৌরা। থাম্ বাঁদী! গোল করিস্ নি।

বাঁদী। তাতো ক'রবই না—কিন্তু কি হ'ল গো!

বেদৌরা। আরে মর্, তবু দেখ্ গোল করে!

বাঁদী। চুপিচুপিই ব'লছি—হা আল্লা কি ক'রলে গো!

বান্দা। তাই ত কিছু হ'ল নাকি?

বেদৌরা। আরে মর্, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্—সাজাদাকে ফিরিয়ে আন্। (বান্দা ও সকলের প্রস্থান)

কাস্‌কাসের প্রবেশ।

কাস। আর ফিরিয়ে আন্? কেরানর দফা একেবারে রফা।

মৈমুনীর প্রবেশ।

মৈ। কি খবর?

কাস। তাবিজ ছোঁ মেরেছি। তার পর এখন একটা গাছের ঝোপের আড়ালে চীল হয়ে ঘুপটী মেরে ব'সে আছি, সাজাদা দেদার ঢিল মাচ্চে। তারপর এখন তোমার হুকুম।

মৈ। আর কেন, সরিয়ে ফেল্।

কাস। তাহ'লে চিল হয়ে আবার উড়ি?

মৈ। শিগ্গির—শিগ্গির—দেরি করিস্নি।

কাস। ক দিন্ ঘোরোব?

মৈ। দিন সাত্তেক। একটু দূরে নিয়ে যাস্, যেন কোন ক্রমে এরা সন্ধান না পায়।

কাস। সে তোমায় ব'লতে হবে না।

মৈ। দেখিস্ যেন না খাইয়ে মেরে ফেলিস্নি।

কাস। ভয় নাই—ভয় নাই, পথে পথে খোরাক ছড়িয়ে রাখ্বো। উচ্চে গাছে বোম্বাই আঁব ঝুলিয়ে দেব। ঘুঘুর ডিমে দুম্বো ভেড়ার বাচ্ছা—থাক্‌না কত খাবে।

মৈ। বহুৎ আচ্ছা।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

বেদৌরা ও বান্দীর প্রবেশ।

গীত।

পেয়ে নিধি বিধি আমায় সুখের অবধি নাই।
সদা ভয় মনে উদয়, বুঝি কখন হারাই কখন হারাই।
ছিলনা ছিলেম ভাল, বিরহে কেটেছে কাল,
এবে আমার দুকূল গেল, হাসিতে যাতনা পাই;
প্রবল ক্ষুধানলে (হ'ল) বাড়া তাতে ছাই।

ঝিমঝিম, ঝম্—কত রকমের আওয়াজ! তারেয়ারে, তেলেনা, দেলেনা, প্যাঁ পোঁ—কত রকমের মিষ্টি আওয়াজ! কেউ ব'লবে প্রাণেশ্বর, কেউ ব'লবে প্রাণকান্ত, কেউ ব'লবে জনাব, মেরাজান।—উঃ—প্রাণটা আমার যেন কাকুতি মিনতি ক'রছে—নসীব চড় চড় ক'রছে, ওই যেন কে আসছেনা! আসছে—ঠিক আসছে। ওই সাজাদা—আলবৎ সাজাদা, নইলে এত রাত্রে এ পথে আর কে আসবে। ঠিক হয়েছে—ইয়া আল্লা! কিন্তু সুমুখে যাওয়া হবে না। আমি চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে আছি—এটা বুঝতে দেওয়া হবে না। তাহ'লে বক্‌সিস্‌টে কম হবে। এই দিক দিয়ে ঘুরে, সাজাদার পেছনেই যাই। (প্রস্থান)

মার্জ্জমানের প্রবেশ।

মার্জ। আমি হ'চ্ছি মোসাফের—দুনিয়ার সবার সঙ্গে আমার সমান সম্বন্ধ, আমার ভেতরে আবার মায়া ঢোকে কেনরে বাপু! এ ত বড়ই বেয়াড়া কাণ্ড! সাজাদার জন্য আবার আমার মন কেমন করে কেন? তাকে আবার দেখবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় কেন? বড় অন্যায়, বড় অন্যায়—মার্জমান মিয়া! তুমি ফকীর মানুষ, এ তোমার বড় অন্যায়।—খোদার নাম কর, সাজাদা সাজাদী ভুলে যাও। কেবল ঈশ্বর স্মরণ কর। আর ফূর্ত্তি ক'রে বল—ইলবিল ইল্লা, কিলবিল কিল্লা, ওয়ালাবিল্লা, মসাল্লা, চাঁইফুঁ কাঁইফুঁ, ফুঁকুশিশি, পিকিন্ ন্যানকিন্, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং, না—হ'লনা! মন বশে এলোনা! কেমন কেমন ক'রতেই লাগলো। সাজাদার কোন অনিষ্ট হ'লনা ত! না—তা কেমন ক'রে হবে! যে তাবিজ সাজাদীর কাছে আছে, তা কাছে রাখলে তাদের কেউ কিছু ক'রতে পারবেনা। তবু কেমন একটা সন্দেহ হ'চ্ছে! একটা ছোট

পাহাড়ের ওপর উঠে নেমাজ ক'র্‌তে ব'সেছি, এমন সময় দেখি না—পাহাড়ের নীচে দিয়ে একটা লোক আকাশ পানে চাইতে চাইতে ছুটে গেল। ওপরে চেয়ে দেখি—একটা চিল, তার মুখে একটা যেন কি ঝুল্‌ছে। নেমাজ ক'র্‌ছিলুম, উঠতে পারলুমনা। উঠে সন্ধান ক'র্‌লুম, আর কাউকেও দেখতে পেলুম না। কেমন একটা সন্দেহ হ'চ্ছে! দূর্‌ হ'ক, আবার গুলিয়ে যাচ্ছি।—মার্জ-মান! আমোদ কর—আমোদ কর! দূর্‌ ছাই, তাইবা কাকে নিয়ে আমোদ করি। এমন চাঁদিনী রাত, কিন্তু চাঁদমণি আমার কোথায় মুখ লুকিয়ে ব'সে আছেন! সুমুখে এমন একটা জলা! তাতে চাঁদ প'ড়ে কোথায় কিলবিল ক'র্‌বে, না—সব যেন মলিন; যেন একটা নিঝুমের পালা! রসো বাবা! এমন নিঝুমের আসর গরম না ক'র্‌তে পার্‌লে, ঘুরে ঘুরে বেড়াই বা কেন?

গীত।

সোণামণি চাঁদিনী নিশি।
থাকো থাকো মুখ ঢাকো কি হ'ল রূপসী।
সরসী আরশী খানি পড়ে উঠোনে,
খোঁপা মোড়া ফুলের তোড়া ঘোমটাটী টেনে,
ব'সে আছ কি অভিমানে।
নিজের ছবি দেখ নিজে,
তাই দেখে প্রাণ যায় গো মজে,
তাই আজি বুকে সুখে,
লুকিয়ে রাখ চাঁদের হাসি।

এই এক জন লোক আস্‌ছে। যাক্‌ বাবা! পথে একটু আমোদ ক'র্‌বার সঙ্গী পাওয়া গেল! না—কেও! বেদোরার গোলাম

না! তাহ'লে ত সাজাদা সাজাদী এই কাছেই, কোনও খানে আছে! তাহ'লে ত বিপদ চেপে আসে দেখ্‌ছি। না, তা হচ্ছেনা—মায়ায় জড়ান আর কিছুতেই হচ্ছেনা। বেটার গোলাম আমায় চেনেনা, কিন্তু আমি চিনি। বেটাকে কাছে ঘেঁস্‌তে দেওয়া হ'চ্ছেনা। মন অমনি অমনিই যাব যাব ক'র্‌ছে—বেটা ত তার ওপর রসী, সুতরাং কাছে এলেই ঘুষী।

বান্দা। কেই সাজাদা ত নয়! যেই হ'ক্‌, এর কাছে সন্ধানও ত পাওয়া যেতে পারে।

মার্জ। কে তুমি মিয়া?

বান্দা। পথে আস্‌তে আস্‌তে সাজাদাকে দেখেছো?

মার্জ। সাজাদাকে দেখিনি, তবে এক হারামজাদাকে দেখেছি।

বান্দা। কি রকম, কি রকম?

মার্জ। আর মিয়া! সে বড় দুঃখের কথা। এমন বদমায়েস আমি কখনও দেখিনি। আমায় ভাই বেজায় মেরেছে।

বান্দা। বটে বটে! ঠিক মিল্‌ছে—ঠিক মিল্‌ছে! সাজাদা ঐ রকম বেজায় মারই মারে বটে!

মার্জ। (স্বগত) ওরে বেটা! আমায় মার্‌লে, আর তোমার মিল্‌ল। রোস্ বেটা মেলাচ্ছি! কিন্তু সাজাদাকে দেখেছ—এ কথা ব'ল্লে কেন? তবে কি যে লোক চিলের সঙ্গে ছুটেছিল, সেই কি সাজাদা! চিল কি কোন অনিষ্ট ক'রেছে? ব্যাপারটা তাগে তাগে বুঝ্‌তে হচ্ছে।

বান্দা। কি মিয়া! থেমে গেলে কেন? ব'লে ফেল না। ঠিক মিল্‌ছে, ঠিক মিলছে।

মার্জ। আরে ভাই ব'ল্‌ব কি, মারের চোটে এখনও ধুঁক্‌ছি।

বান্দা। ঠিক মিলছে—ঠিক মিলছে। সাজাদার মার—না ধুঁকলে মারেনা।

মার্জ্জ। একটা লোক আকাশ পানে চেয়ে পথ চ'লছে।

বান্দা। বটে বটে! ঠিক মিলছে—ঠিক মিলছে!

মার্জ্জ। মাথার ওপর চিল্।

বান্দা। ইয়া আল্লা! ঠিক মিলছে—ঠিক মিলছে।—চিলে তাবিজ ছোঁ মেরেছে।

মার্জ্জ। তাবিজ!—তবেই ত গণ্ডগোলের কথা হ'ল।

বান্দা। ব'লে যাও মিয়া—বলে যাও।

মার্জ্জ। এখন হয়েছিল কি, পথের ধারে ছিল ইঁদারা।—লোকটা চ'লতে চ'লতে ইঁদারার ধারে এসে উপস্থিত। পড়ে আর কি! আমি অমনি দূর থেকে হাঁ হাঁ—খবরদার খবরদার—পথ দেখে চলো, নইলে মারা যাবে—ব'লে চেঁচিয়ে উঠলুম।

বান্দা। বটে! বটে!

মার্জ্জ। লোকটা এই কথা না শুনে, কটমট ক'রে আমার দিকে চাইলে। তার পর আমার কাছে বরাবর আস্তে আস্তে এলো। গায়ে ছিল দামী পোষাক, সেটা খুললে।

বান্দা। কেয়া মজা—কেয়া তামাসা—ঠিক মিলছে, ঠিক মিলছে।

মার্জ্জ। খুলে ব'ললে—গাধা উল্লুক! আমার চিল হারিয়ে দিলি!

বান্দা। (অতি উল্লাসে) ইঃ—ঠিক মিলছে—ঠিক মিলছে। তারপর তারপর?

মার্জ্জ। তারপর আমার টুঁটী—এই এমনি ক'রে না ধ'রে—মোগম কিল!

বান্দা। ওরে বাবারে! মেরে ফেল্লেরে!

মার্জ। ঠিক মিল্‌ছে—ঠিক মিল্‌ছে—আমিও অই ঠিক অই রকম বাবাজের মারে ক'রেছিলুম!

বান্দা। ওরে শান্দা! ছেড়েদে—ছেড়েদে!

মার্জ। ঠিক মিল্‌ছে—ঠিক মিল্‌ছে, আমিও এই রকম শান্দা শান্দা ক'রেছিলুম।—যা, এইখারে চ'লে যা। (বান্দা প্রস্থানোদ্যত) না—ফির্‌তেই হ'ল—সাজাদার সন্ধানেই আমায় যেতে হ'ল।

বেদৌরার প্রবেশ।

বেদৌরা। কিরে বান্দা!—চেঁচিয়ে উঠলি কেন?

বান্দা। ওই!—শা—শা—শা—(মার্জমানের ইঙ্গিতে ভয় প্রদর্শন)

বেদৌরা। শা—কি! সাজাদা!

বান্দা। তার ভূত।

বেদৌরা। চোপরাও বেয়াদব!—কে আপনি? কেও ভাই! কোথা থেকে এলে ভাই?

মার্জ। যেখান থেকেই আসি—সাজাদা কই?

বেদৌরা। আর সাজাদা!—ভাই! সাগর ছেঁচে যে রত্ন আমায় এনে দিয়েছিলে, সে রত্ন হারিয়েছি।

মার্জ। বুঝেছি, পথে আমি তাকে দেখেছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক,—আমি তাকে খুঁজে আন্‌ছি। তাবিজ?

বেদৌরা। সেই তাবিজেই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

মার্জ। একটা চিলে ছোঁ মেরেছে, কেমন?

বেদৌরা। ভাই! এ বিপদে তুমি ভিন্ন যে আমাকে রক্ষা করবার আর কেউ নেই।

মার্জ। তোমাকে যিনি রক্ষা করবার, তিনিই করবেন। যাক্, আমি আর বিলম্ব ক'রবনা। যত দেরী ক'রব, ততই সাজাদার সঙ্গে বেশি তফাৎ হয়ে পড়্‌ব।

বেদৌরা। আমি আর কি ব'লব ?

মার্জ। তোমায় আর কিছু ব'লতে হবেনা। যেমন যাচ্ছ, তেমনি যাও—পথে বিলম্ব ক'রো না। কোথায় যাবে ?

বেদৌরা। এবনি উপদ্বীপ।

মার্জ। বহুত আচ্ছা।—(বেদৌরার প্রস্থান); আয় বান্দা ! সঙ্গে আয়।

বান্দা। হুজুর, জ—জ—জনাব !

মার্জ। না তা কেন ? শা—শা—শা—শাবা।

বান্দা। গোলাম জনাব—মাফ্ জনাব—আমি জনাব।

মার্জ। থাক্ থাক্—হয়েছে জনাব ! কেমন এইবারে সব মিল্ল ত ?

বান্দা। আজ্ঞে হাঁ জনাব—বাদবাকী সব মিলেছে—কেবল পেটটা।

মার্জ। পেটটা কি ?

বা। ওইটে মিল্‌ছে না—হুজুরের মারে একটু গোলমাল হয়ে পড়েছে।

মার্জ। গোলমাল কিরে বেটা ! ছাড়াছাড়ি নাকি ? বেরো বেটা ! তোর আর আমার সঙ্গে যেতে হবেনা।—যা, চ'লে যা !

বা। যে আজ্ঞে—তা হ'লে সেলাম। (প্রস্থান)

মার্জ। মনে ক'রলুম—সঙ্গ ছাড়বো, কিন্তু তা না ক'রে উলটে ত পাকিয়ে বসলুম দেখছি। যাক, আর ভেবে কি ক'রব—খোদা যা করেন। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

সিয়াম দেশ—পথ

কমরলজমান।

কম। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার ত কখনও দেখিনি! আমিও যত বেগে চলি, চিলও তত বেগে চলে, আমি ক্লান্ত হ'য়ে হতাশায় পথের কোনও স্থানে বিশ্রাম ক'র ত, পাখীও নিকটবর্ত্তী কোন গাছে বিশ্রাম নেয়। সাত দিনের পথের ক্লেশে যখন আর আমি তাড়াতাড়ি চ'ল্‌তে পার্‌ছি না, তখন পাখীও আস্তে আস্তে আকাশপথে আমার সুমুখ দিয়ে উড়ে চলে! একি হেঁয়ালী! এ ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! একি কোন অমানুষিক জীব, আমাকে ছলনা কর্‌বার জন্য পক্ষীরূপ ধারণ ক'রেছে! তাবিজের আশা পরিত্যাগ ক'রে, বেদৌরার কাছে ফির্‌বো মনে করি, অমনি পাখী এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়—যেন এই ধরি, এই ধরি। কিন্তু কিছুতেই ধ'র্‌তে পার্‌লুম না! শেষে পাখী এই সহরের ভেতর ঢুকে চক্ষের নিমেষে মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আর যে দেখ্‌তে পাব, সে আশাও নেই। আশা—কি আছে! তাবিজ—সে ত গেছে। কিন্তু তাহ'তে কোটী কোটী গুণ মূল্যবান— আমার সর্ব্বস্ব—আমার জীবন—বেদৌরা কোথায়? সাত দিন আকাশ পানে চেয়ে এসেছি, কোথায় এসেছি, কতদূরে এসেছি, কিছুই জানি না। আর কি বেদৌরাকে পাব? বেদৌরা—বেদৌরা! প্রাণেশ্বরি! কোথায় তুমি? আর কি এজীবনে তোমায় দেখ্‌তে

পাব ? হায় হায় কি ক'র্‌লুম ! কেন তোমার অমতে, তোমাকে না ব'লে তাবিজে হাত দিলুম ? ঈশ্বর, পথভ্রান্ত নিরাশ্রয় আমি— নিজের দোষে আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়েছি। তোমাকেও যে ডাক্‌তে সাহস ক'র্‌ছি না প্রভু ! স্নেহময় পিতাকে পরিত্যাগ ক'রেছি। আবার যার জন্য পিতাকে ত্যাগ করেছি, সেই প্রাণপ্রতিমার কথাও উপেক্ষা ক'রেছি। কিন্তু খোদা ! আমি বড়ই বিপন্ন। তুমি অপার করুণাময়, দয়া ক'রে অধমকে এ বিপদে রক্ষা কর। এই একজন লোক আসছে। বোধ হয় ওর কাছে এ জায়গার খবরও পেতে পারি, আশ্রয়স্থানের সন্ধানও পেতে পারি।

জনৈক পথিকের প্রবেশ।

পথিক। শালার ওস্তাদ আজকে পাখোয়াজের এমনি কড়া বোল শিখিয়ে দিয়েছে যে, কিছুতেই তার কায়দা ক'র্‌তে পারছি না। (উরু বাজাইতে বাজাইতে) তা ঘেড়েনাক্—দা ঘেড়েনাক্—গদ্দি ঘেড়েনাক্—গিদিঘিড়ি ঘেড়েনাক ধা—এখন গিধিগ্রিড়ি—কি দিদি-বুড়ী ?

কম। মিয়াসাহেব ! সেলাম।

পথিক। (নিরীক্ষণ না করিয়া) কে তুমি ?

কম। বিদেশী।

পথিক। বিদেশী।—অ ! তা ঘেড়েনাক্—গেদ্দে ঘেড়েনাক্—না হ'ল না—গেদ্দেটা অত পাশে নয়। গেদ্দে, মধ্যে। (পুনঃ বাজনার অভিনয়)।

কম। আমি পথ হারিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

পথিক। পথ হারিয়েছ ? অ ! তা কতটা পথ হারিয়েছো ?

কম। পথ আবার কতটা হারিয়েছি কি ?

পথিক। বলি সবটা, না খানিকটে, না মাঝামাঝি ? ভেক্তে দেদে ধেড়েনাক্!

কম। আরে মলো, এবেটা পাগল নাকি ? মিয়া সাহেব! বোধ হয় অন্তমনস্ক আছেন। আমি একজন বিদেশী, পথ হারিয়ে এখানে এসে প'ড়েছি।

পথিক। পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছো ? অ! তা কবে হারিয়েছো ?

কম। আজ সাত দিন।

পথিক। সাত দিন হারিয়েছো, অ! তা খুঁজে দেখ, পেলেও পেতে পার। তা পথ তোমার নিজের, না তোমার বাপের ?

কম। আরে মলো, এবেটা বলে কি ?

পথিক। তা থাকলেই হারায়। না থাকলে হারাবে কি ? আমার বাপের পয়সা ছিল, আমি হারিয়েছি। তোমার বাপের পথ ছেলো, তুমি হারিয়েছো। এতে কি জান মিয়া! তা ঘেড়েনাক্— আর তোমার বাপের গদ্দি ধেড়েনাক। না না—কই ধেড়েনাক্ ত নয়। আবার গুলিয়ে যাচ্ছে যে।

কম। বলি, মিয়াসাহেব! ধেড়ে নাক, লম্বা নাক রেখে, গরীবের কথাটা শুন্‌বেন কি ?

পথিক। কে তুই ?

কম। ব'ল্‌লুম ত মিয়াসাহেব! আমি একজন বিদেশী।

পথিক। তুই বিদেশী, তাতে আমার কি ? আমি স্বদেশী, আমি তা ঘেড়েনাক্—গদ্দি ধেড়ে—ভেড়ে ফুঁড়ে—না না—সব গুলিয়ে গেল। বেয়াদব! বদমাস! আমাকে গৎ ভুলিয়ে দিলি ?—খুন ক'র্‌বো—খুন ক'র্‌বো।—

উদ্যানপালের প্রবেশ।

উ। হাঁ হাঁ —ব্যাপার কি ?—ব্যাপার কি ?

পথিক। খুন ক'রবো—বদমাস্! দেখি তোকে আজ কে রক্ষে করে।

উ। হাঁ হাঁ—থামো থামো মিয়া—হ'ল কি ?

পথিক। দেখ দেখি মিয়া—বদমাস্‌টা কাণের কাছে টিক্‌টিক্ ক'রে আমায় গৎ ভুলিয়ে দিলে।

উ। কি ক'রেছ মিয়া ?

কম। কিছু করিনি মিয়া! আমি শুধু বিদেশী ব'লে ওর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রতে চাচ্ছিলুম।

পথিক। তাই বা বল্‌বি কেন ? আমি কি, টঁ্যাকে আশ্রয় ক'রে নিয়ে ফিরছি! কেন বিদেশী ব'ল্‌লি—কেন গৎ ভুলিয়ে দিলি ?—খুন ক'রবো, খুন ক'রবো।

উ। যেতে দাও, যেতে দাও। বিদেশী মুখ্‌খু লোক, মাফ্ কর।

পথিক। মাফ্ কিছুতেই না—আমি ওকে খুন ক'রবই ক'রবো—কেউ রক্ষে ক'রতে পারবেনা।

উ। আহা—থামো থামো—মাফ্ কর। (পথিকের কমরলকে প্রহারোদ্যোগ, কমরলের ছুরিকায় হস্ত দিয়া বিভীষিকা প্রদর্শন)

পথিক। ওরে বাবা! এযে ছুরী—আচ্ছা মাফ্ ক'রলুম।

উ। বেশ, বেশ—এই ত মানুষের কাজ।

পথিক। আচ্ছা তোম খাড়া রও—আমি এখন চ'লে যাচ্ছি, মাফ্ ক'রব কি না, পরে এসে ঠিক ক'রছি। (প্রস্থান)

উ। কে আপনি মিয়া?

কম। আমি একজন পথহারা বিদেশী।

উ। বিদেশী! কোথায় বাড়ী?

কম। খালেদান রাজ্যে।

উ। খালেদান!—তাহ'লে ত আপনি সুন্নি?

কম। হাঁ মিয়া সাহেব!

উ। বেশ হয়েছে।—আমি দেখ্‌তে পেয়েছি, ভালই হয়েছে। মিয়া! এ'সিয়ার দেশ। আমি কেবল সুন্নি।—চ'লে এস, চ'লে এস। কাছেই সমুদ্রতীরে আমার এক মকান আছে, সেইখানে চল। পথে আরও লোক জুট্‌লে বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা, চ'লে এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

পথিক ও মার্জমানের প্রবেশ।

মার্জ। (স্বগত) যাক্ বাবা! পরিশ্রম সফল! খোদা সাজাদার সন্ধান মিলিয়েছেন।—এখন চিলের সন্ধানটা পেলেই হয়।

পথিক। তুমি যদি লোকটাকে আচ্ছা ক'রে ঠেঙ্গাতে পার, ত তোমায় ভাল রকম বক্‌সিস্ দেবো।

মার্জ। আজ আমি যাকে পাব, তাকেই ঠেঙাব ব'লে ঘর থেকে বেরিয়েছি, আমার হাত নিস্‌পিস্ ক'র্‌ছে।

পথিক। তা হ'লে ঠিক হয়েছে—দেখো দাদা! যেন তাকে দেখে হাত আবার ঠাণ্ডা মেরে না যায়। গরম রাখ—গরম রাখ, ভাল ক'রে বক্‌সিস্ ক'র্‌বো।

মার্জ। তোমায় বক্‌সিস্ কর্‌'তে হবে না দাদা—তুমি সে বদমাস্‌কে দেখিয়ে দাও।—আমিই তোমায় বক্‌সিস ক'র্‌ব। আমি তোমায় আরসোলার মোরব্বা খাইয়ে দেবো।

পথিক। তোবা, তোবা!

মার্জ। জ্যাস্ত টিকটিকির ঝোল?

পথিক। তোবা!

মার্জ। তোবা কি? খেলে, পাখোয়াজের বোল শিখ্‌তে আর ওস্তাদের কাছে যেতে হবে না।

পথিক। বল কি?

মার্জ। পেটে গিয়ে টিকটিকি যত ল্যাজ নাড়্‌তে থাক্‌বে, মুখ দেও নানা রকমের বোল ফুট্‌তে থাক্‌বে।

পথিক। বা, বা—এ ত ভারী চমৎকার দাওয়াই!

মার্জ। তুমি একবার দেখিয়ে দাওনা।

পথিক। ওই! এখানে নেই ত! পালাল!

মার্জ। তা হ'লেই ত মুস্কিল।

পথিক। দেখ দেখি ভাই! লোকটার আক্কেল! আমি তাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে ব'লে গেলুম, লোকটা কিনা চ'লে গেল!

মার্জ। ভারী অন্যায়। তুমি এসে তাকে খুন ক'র্‌বে ব'লে গেলে—তাতে কিনা লোকটা অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেনা! বেশ, গেলি গেলি, গর্দ্দানটাই কোন্‌ না হয় রেখে গেলি।

পথিক। সেই বুড়ো মালী বেটা বোধ হয় তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।

মার্জ। মালী—সে আবার কোথায়?

পথিক। বেশী দূর নয় দাদা, এই কাছেই। এই সোজা পথ ধ'রে খানিকটে গেলেই একটা বাগান।

মার্জ। তা এতটা পথ আমি শুধু যাব কি ক'রে?

পথিক। কেন, এখনও কি হাত নিস্‌পিস্‌ ক'র্‌ছে।

মার্জ। নিসপিস কি—হাতে ভারী লয় এসেছে, সাম্‌লাতে পারছিনা।

পথিক। লয় এসেছে! তাহ'লে তুমি বাজাতে জান?

মার্জ। কিছু কিছু জানি বইকি।

পথিক। তাহ'লে শোনত দাদা! বাজনাটা ঠিক হচ্ছে কিনা—শোন—তা ধেড়ে নাক—দা ধেড়ে নাক; উঁহু—তা ধেড়ে—উঁহু—

মার্জ। ও! সুর ফিঁকে অলটা বাজাচ্ছ?

পথিক। হাঁ দাদা—হাঁ দাদা! বোলটা কি?

মার্জ। তা গালের বোল ঊরুতে বাজালে, ভুল যে হবেই দাদা!

পথিক। বটে, বটে—তাই আমায় আটকে যাচ্ছে।

মার্জ। এই বুঝেছ—গালের বোল গালেই বাজাতে হয়, এসো কাছে এসো, দেখিয়ে দি। (পথিকের গালে বাদ্যের অভিনয়)

পথিক। বাপ!

মার্জ। হাঁ হাঁ—কথা কয়োনা, কথা কয়োনা।

পথিক। বাপ্!

মার্জ। কি দাদা! তালে মিলছে?

পথিক। তালে মিলছে—কিন্তু দাদা গাল কেটে গেছে।

(প্রস্থান)

মার্জ। হাঁ—হাঁ—যেয়োনা—যেয়োনা—এখন তেহাই বাকি—তেহাই বাকি।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

এবনি—উদ্যান সম্মুখ।

বেদৌরা ও দূত।

বেদৌরা। এ কোন্ রাজ্যে এসেছি মিত্রসাহেব?

দূত। জনাব, এ স্থানের নাম এবনি উপদ্বীপ।

বেদৌরা। এই এবনি উপদ্বীপ? সুলতান আর্ম্মানসই কি এ স্থানের অধিপতি?

দূত। হাঁ জনাব!

বেদৌরা। জাঁহাপনা এখন কোথায় অবস্থিতি ক'র্‌ছেন?

দূত। নিকটেই তাঁর এক উদ্যান আছে, আজ কয় মাস ধ'রে তিনি সেই উদ্যানেই অবস্থিতি ক'র্‌ছেন।

বেদৌরা। রাজকার্য্য বন্ধ দিয়ে উদ্যানে অবস্থান ক'র্‌ছেন কেন?

দূত। তাঁর বন্ধু খালেদান দ্বীপের রাজা সাজমানের একমাত্র সাজাদা কমরলজমান আজ প্রায় দুই বৎসর নিরুদ্দেশ। এখন স্থলপথেই হোক, কি জলপথেই হোক, পূর্ব্ব মুলুক থেকে পশ্চিম মুলুকে যেতে হ'লে, এই এবনি উপদ্বীপ হ'য়ে যেতেই হবে। তাই আমাদের সুলতান, ঘাটী আগ্‌লে ব'সে আছেন। যদি সাজাদা এ পথ দে কখনও যান, তাহ'লে সুলতানকে তিনি কোনও ক্রমে এড়িয়ে যেতে পার্‌বেন না। তা জলপথেই যান, কি স্থলপথেই যান।

বেদৌরা। সাজাদা যে বেঁচে আছেন, তার কিছু ঠিক আছে?

দূত। সাজাদার পিতা স্থির ক'রেছিলেন যে, তাঁর পুত্রের মৃত্যু

হ'য়েছে। কিন্তু আমাদের সুলতান সংবাদ পেয়েছেন, রাজপুত্র এখনও জীবিত। তিনি একজন সঙ্গী নিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে এই পথ দিয়েই চ'লে গেছেন।

বেদৌরা। তিনি যে সাজাদা, তার ঠিক কি?

দূত। তা ঠিক। তিনি এক দিন ছদ্মবেশে একরাত্রের জন্য এক সরাইয়ে অবস্থান করেন। একজন লোক তাঁকে চিনতে পেরেছিল। সে লোকটা সওদাগর নিয়ে খালেদান দ্বীপ থেকে এখানে এসেছিল, সে সাজাদাকে দেখেছে।

বেদৌরা। রাজা দেখেছেন?

দূত। তিনি কখনও দেখেন নি। কিন্তু তাঁকে দেখে আর চেন্‌বার প্রয়োজন করে না। তাঁর রূপ জগতে অতুলনীয়। সে রূপ ঢাক্‌বার যো নেই, দেখলেই সাজাদা কমরলজ্জমান ব'লে চেনা যায়।

বেদৌরা। তা যা ব'লেছো মিয়া—তাঁর রূপই তাঁর পরিচয়।

দূত। কেমন, ঠিক বলিনি জনাব?

বেদৌরা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! ক'রেছিলুম কি! আত্মহারা হ'য়ে এখনিই ধরা প'ড়েছিলুম! তা সুলতানের সাজাদার জন্য এত আগ্রহ কেন?

দূত। কেন? জনাব! সুলতানের মুখেই সব শুনতে পাবেন

বে। আমি শুনতে পাব?

দূত। জনাব কি সুলতানের সঙ্গে দেখা ক'রবেন না?

বে। যোগ্য হ'লে দেখা করবার আকাঙ্ক্ষা রাখ্‌তুম। আমি একজন তুচ্ছ ব্যক্তি।

দূত। তা আপনি যেই হ'ন, সুলতান নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসছেন।

বেদৌরা। সেকি! কেউ হয় ত তাঁকে বুঝিয়েছে যে, আমিই সাজাদা কমরলজমান।

দূত। আপনি সাজাদা কি না, গোলাম ব'লতে পারে না। তবে জনাবের কথার ভাবে বুঝেছি যে, আপনি সাজাদাকে দেখেছেন।

বেদৌরা। আমি দেখেছি?

দূত। কেন জনাব! আপনি ব'ললেন যে, তাঁর রূপই তাঁর পরিচয়।

বেদৌরা। মিথ্যে কথা ব'লবো কেন, একবার দেখেছিলুম।

দূত। একবার দেখেছিলেন! কেন, জনাবের আরশী কি একবার মুখ দেখেই ভেঙ্গে গেছে। আর কি তাতে মুখের ছবি ওঠে না?

বেদৌরা। তা হ'লে মিয়া সাহেব! আপনি স্থির ক'রলেন যে, আমিই কমরলজমান।

দূত। বেয়াদবী মাফ হয়, গোলাম তাই স্থির ক'রেছে।

বেদৌরা। বেশ, তবে আমিই কমরলজমান!

দূত। স্বয়ং সুলতানও এসে উপস্থিত হয়েছেন।

(দূতের প্রস্থান)

বে। ঈশ্বর! এ আমার কি ক'রলে! যে স্বামীর বিরহে আমি জীবন্মৃত হ'য়ে র'য়েছি, সেই স্বামীর বেশ প'রে, তাঁর নাম নিয়ে আমাকে ছলনা ক'রতে হবে। আমি কি সে পবিত্র নাম-গ্রহণের যোগ্য—তাঁর দাসীর দাসী হবার যোগ্য নই,—এ আমি কি ক'রছি! অথচ আমাকে আত্মগোপন ক'রতেই হবে। যতক্ষণ খালেদান রাজ্যে পৌঁছিতে পারছি, যতক্ষণ না শ্বশুরের আশ্রয়ে উপস্থিত হ'চ্ছি, ততক্ষণ আমার এ পুরুষবেশ ধারণ ভিন্ন উপায়

নাই। আমি অবলা, পথে সহস্র বিপদের সম্ভাবনা। তখন কি করি? পতি ভিন্ন রমণীর আর যোগ্য আশ্রয় কি আছে? আমি অভাগিনী, সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। নিরুপায়ে আমি আজ পতির নামের আশ্রয় গ্রহণ করি, ঈশ্বর! আমায় মাফ কর।

আর্ম্মানস্‌ ও পারিষদবর্গের প্রবেশ।

আর্ম্মা। সেই পাগলই বটে। (দূতের প্রতি) যাও, জলদি সাজাদীকে আন্‌বার ব্যবস্থা কর।

(দূতের প্রস্থান)

পারি, গণ। না—রূপ বটে! জাঁহাপনা, এরূপ সুন্দর যুবক আমরা আর কখনও দেখিনি।

আর্ম্মা। দেখ্‌বে কোথা থেকে, দুনিয়াতে আর এমনটি থাকলে হবে ত দেখ্‌বে। পাগল নিজের রূপেই নিজে মজেছে। তাই দুনিয়ার কোন সামগ্রী তার ভাল লাগে না।

বেদৌড়া। (স্বগত) হায় রাজা! তুমি তাকে দেখনি। মণিক্লনে কাছে আজ তুমি আদর ক'রছ। (অগ্রসর হইয়া) জাঁহাপনা! গোলাম সেলাম করে।

আর্ম্মা। এস বাপ্‌ এস। বাপ্‌! কি অভিমানে সংসার আঁধার ক'রে, বৃদ্ধ বাপকে চোখের জলে ভাসিয়ে চ'লে এসেছো?—এই সোণার কমল পথের ধুলো মাখবার জন্যই কি সৃষ্ট হ'য়েছে?—চল বাপ্‌ চল— আর তোমাকে এ অবস্থায় দেখে আমি স্থির হ'তে পারছিনা।

বেদৌড়া। গোলাম এই ত আপনার চরণমূলে আশ্রয় পেয়েছে আর কোথায় যাবে জাঁহাপনা!

আর্ম্মা। শুধু রূপ নয়, পাগলের আমার কি মিষ্ট বাক্য!

সকলে। মধু মধু!

আর্ম্মা। আমার পাগলীও বড় একটা ফেলা যায় না।

সকলে। আরে আল্লা!—যেমন ছেলে, তেম্‌নি মেয়ে।

আর্ম্মা। পাশে বসালে মানাবে।

সকলে। রূপে ঢেউ খেল্‌বে, উথলে উঠ্‌বে।

বেদৌড়া। (স্বগত) এ আবার কি কুথা! পাগলী কি!—আমাকে বিয়ে ক'র্‌তে হবে নাকি? ও বাবা! তাহ'লে ত মুস্কিলের ওপর মুস্কিল!—সুলতানের যেরূপ আগ্রহ দেখ্‌ছি, তাতে ত এঁর হাত এড়ান দেখ্‌ছি এক অসম্ভব ব্যাপার। প্রতিবাদ ক'র্‌লে বিপরীত হবে!—উপায়?

আর্ম্মা। কি বাপ্‌—মাথা গুঁজে কেন? চল!

বেদৌড়া। জনাব, আমি স্বপ্নে দেখেছি—পিতা আমার পীড়িত। তাই তাঁকে দেখ্‌বার জন্ত আমি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চ'লেছি।

আর্ম্মা। বেশ ত বাপ্‌! পিতাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে ক'রেছো, তাহ'লে তিনি তোমাকে যেরূপে দেখ্‌তে চান, সেইভাবে তাঁর কাছে যাও। একা যাবে কেন, তাঁর একটী বাঁদী নিয়ে যাও।

বেদৌড়া। ফিরে এসে নিয়ে গেলে হয় না?

আর্ম্মা। ওরে বাবা! হাতে পেয়ে তোমায় ছেড়ে দিতে হবে? সেও কি হয়! তুমি আমার কন্যা নাও, রাজ্য নাও—আমাকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নির্জ্জনে ঈশ্বরের নাম ক'র্‌তে দাও। খালেদানে দুদিন থাক, এখানে দুদিন থাক,—এমনি ক'রে দুটো রাজ্যই চালাও।

বেদৌরা। বিবাহ ক'র্‌তে হবে!

আর্ম্মা। পছন্দ না হয় ক'র্‌বে কেন।

নাই। আমি অবলা, পথে সহস্র বিপদের সম্ভাবনা। তখন কি করি? পতি ভিন্ন রমণীর আর যোগ্য আশ্রয় কি আছে? আমি অভাগিনী, সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। নিরুপায়ে আমি আজ পতির নামের আশ্রয় গ্রহণ করি, ঈশ্বর! আমায় মাফ কর।

আর্ম্মানস ও পারিষদবর্গের প্রবেশ।

আর্ম্মা। সেই পাগলই বটে। (দূতের প্রতি) যাও, জলদি সাজাদীকে আন্‌বার ব্যবস্থা কর।

(দূতের প্রস্থান)

পারি, গণ। না—রূপ বটে! জাঁহাপনা, এরূপ সুন্দর যুবক আমরা আর কখনও দেখিনি।

আর্ম্মা। দেখ্‌বে কোথা থেকে, দুনিয়াতে আর এমনটি থাকলে হবে ত দেখ্‌বে। পাগল নিজের রূপেই নিজে মজেছে। তাই দুনিয়ার কোন সামগ্রী তার ভাল লাগে না।

বেদৌড়া। (স্বগত) হায় রাজা! তুমি তাকে দেখনি। মণিভ্রমে কাচে আজ তুমি আদর ক'রছ। (অগ্রসর হইয়া) জাঁহাপনা! গোলাম সেলাম করে।

আর্ম্মা। এস বাপ্‌ এস। বাপ্‌! কি অভিমানে সংসার আঁধার ক'রে, বৃদ্ধ বাপকে চোখের জলে ভাসিয়ে চ'লে এসেছো?—এই সোণার কমল পথের ধুলো মাখবার জন্যই কি সৃষ্ট হ'য়েছে?—চল বাপ্‌ চল— আর তোমাকে এ অবস্থায় দেখে আমি স্থির হ'তে পারছিনা।

বেদৌড়া। গোলাম এই ত আপনার চরণমূলে আশ্রয় পেয়েছে, আর কোথায় যাবে জাঁহাপনা!

আর্ম্মা। শুধু রূপ নয়, পাগলের আমার কি মিষ্ট বাক্য!

সকলে। মধু মধু!

আর্ম্মা। আমার পাগলীও বড় একটা ফেলা যায় না।

সকলে। আরে আল্লা!—যেমন ছেলে. তেম্‌নি মেয়ে।

আর্ম্মা। পাশে বসালে মানাবে।

সকলে। রূপে ঢেউ খেল্‌বে, উথলে উঠ্‌বে।

বেদৌড়া। (স্বগত) এ আবার কি কথা! পাগলী কি:—আমাকে বিয়ে ক'র্‌তে হবে নাকি? ও বাবা! তাহ'লে ত মুস্কিলের ওপর মুস্কিল!—সুলতানের যেরূপ আগ্রহ দেখ্‌ছি, তাতে ত এঁর হাত এড়ান দেখ্‌ছি এক অসম্ভব ব্যাপার। প্রতিবাদ ক'র্‌লে বিপরীত হবে!—উপায়?

আর্ম্মা। কি বাপ্‌—মাথা গুঁজে কেন? চল!

বেদৌড়া। জনাব, আমি স্বপ্নে দেখেছি—পিতা আমার পীড়িত। তাই তাঁকে দেখ্‌বার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চ'লেছি।

আর্ম্মা। বেশ ত বাপ্‌! পিতাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে ক'রেছো, তাহ'লে তিনি তোমাকে যেরূপে দেখ্‌তে চান, সেইভাবে তাঁর কাছে যাও। একা যাবে কেন, তাঁর একটী বাঁদী নিয়ে যাও।

বেদৌড়া। ফিরে এসে নিয়ে গেলে হয় না?

আর্ম্মা। ওরে বাবা! হাতে পেয়ে তোমায় ছেড়ে দিতে হবে? তাও কি হয়! তুমি আমার কন্যা নাও, রাজ্য নাও—আমাকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নির্জ্জনে ঈশ্বরের নাম ক'র্‌তে দাও। খালেদানে দিন থাক, এখানে দুদিন থাক,—এমনি ক'রে দুটো রাজ্যই চালাও।

বেদৌরা। বিবাহ ক'র্‌তে হবে!

আর্ম্মা। পছন্দ না হয় ক'র্‌বে কেন।

হায়তনের প্রবেশ।

হায়। পিতা! বাঁদীকে তলব ক'রেছেন কেন?

আর্ম্মা। এস মা এস। যার জন্য আজও পর্য্যন্ত তোমাকে অবিবাহিত রেখেছি, সেই সাজাদা কমরলজমান তোমার সম্মুখে। মা! তাকে সেলাম কর। মা! আজ হ'তে ইনিই তোমার রাজা। (হায়তনের সেলাম করণ) কি বাপ! মেয়ে কি আমার তোমার পাশে দাঁড়াবার অযোগ্য?

বেদৌরা। জনাব! আপনার কন্যা আপনার মহত্বের যোগ্য সৌন্দর্য্যময়ী। এস সুন্দরি! সঙ্গে এস।

আর্ম্মা। সাজাদা! ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে যোগ্য সম্মানে ঘরে নিয়ে যাবার আয়োজন করি।

(প্রস্থান)

বেদৌরা। তোমার নামটী কি ভাই?

হায়। পিতা আমাকে হায়তন ব'লে ডাকেন।

বেদৌরা। যেমন রূপ, তেমনি নাম। তা সুন্দরি! এ গোলাম কি তোমার যোগ্য?

হায়। আমি জানিনা।

বেদৌরা। কিন্তু আমি জানি—আমি তোমার যোগ্য নই। হায়তন! আমি চাঁদ হাত বাড়িয়ে পেয়েছি। তুমি যদি আমায় ছাড়তে চাও, আমি তোমায় ছাড়বোনা।

গীত।

এস, প্রাণ এসো হৃদয় আবরি তোমা রাখিহে,
এস, নিধি এসো, আরো কাছে এস,
আঁখি পাশে এস, নয়ন ভরিয়া তোমা দেখিহে।

এস প্রফুল্ল ফুল দল সঙ্গ,
মলয় মারুত শত অঙ্গ,
এস আবরি সকল অঙ্গ, জীবনু সনে রাখি মাখিহে।
(তোমারে আমার)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হায়তনের কক্ষ।

হায়তন্।

হায়! সাক্কানার রূপও অতুল, গুণও অতুল। তবে আমার প্রতি এমন ব্যবহার কেন? অবশ্য রূপে আমি কোনও মতেই তাঁর যোগ্য নই। কিন্তু না হ'লেও, তিনি আমাকে দেখে শুনে, পত্নীয়ে গ্রহণ ক'রেছেন। তবে আমার সঙ্গে পরপুরুষের ন্যায় তাঁর আচরণ কেন? —আমি কি কোনও অপরাধ ক'রেছি। কই, তাও ত কিছু বলেন না। মুখে আমাকে কত আদর দেখান, যত্ন দেখান, রূপগুণের কত প্রশংসা করেন; কিন্তু কার্যাতঃ ঘৃণা ভিন্ন ত কিছু দেখান না! আমার শয্যা স্পর্শ করাও যেন তিনি পাপ মনে করেন। হা ঈশ্বর! এ আমার কি ক'র্‌লে; রত্ন দিলে, কিন্তু সে রত্ন ব্যবহার ক'র্‌তে অধিকার দিলে না। মণি আমার কাচের সিন্দুকেই পোরা রইল! শুধু দৃষ্টিসুখ,—হাতে

ক'রে নাড়তে চাড়তে পেলুম না! খোদা! এই কি আমার বিবাহের পরিণাম!

নেপথ্যে। মা! আমার ঘরে আছ?

হায়। একি পিতা!—এমন সময়ে!

নেপথ্যে। মা আমার হাসন্তন্!

হায়। (অগ্রসর হইয়া) জনাব! বাঁদী হাজির।

আম্মানসের প্রবেশ।

আম্মা। এই যে মা আমার দাঁড়িয়ে আছ। একা যে? রাজা কোথায়?

হায়। তিনি এখনও রাজসভায়।

আম্মা। ইস! বেটা ভারী রাজকার্য্য ক'রছে! অত মেহনৎ ক'রলে শরীর থাকবে কেন? রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য!

হায়। প্রতিদিনই তিনি এই রকম ক'রছেন।

আম্মা। তা বুঝেছি। এই তিন দিন তাকে রাজ্যভার দিয়েছি। এই তিন দিনের ভেতরেই সাজাদা খুব খোসনাম নিয়েছেন। ওমরাও থেকে আরম্ভ ক'রে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই মুখে সুখ্যাতি।—রাজা সাজমানকে খবর পাঠিয়েছি।—ভাই আমার এসে দেখুক, তাঁর পাগলা ছেলেকে কেমন বশে এনেছি।—তা মা! সাজাদা তোমাকে যত্ন ক'রছেন কেমন?

হায়। হ্যাঁ—যত্ন? আমাকে—ক'রছেন।

আম্মা। একি, এমন ঢোক গিলে ব'লছে কেন?

হায়। যত্ন করেন।

আম্মা। না, করেন না। মা! আমায় গোপন ক'রো না।

তোমারই জন্য আমি এত ক'রেছি। তোমাকে রাণী নাম দেবার জন্য—তোমার সুখের জন্যই আমার এত চেষ্টা, এত যত্ন। তাই রাজ্য ত্যাগ ক'রে, তাঁকে রাজ্য দিয়েছি। তোমার সুখে আমার সুখ। তুমি যদি সুখী না হও, তবে কি জন্য রাজ্যত্যাগ ক'রলুম?

হায়। অযত্ন করেন না।

আম্মা। নিশ্চয় করেন। মা বল, কি হ'য়েছে ভেঙ্গে বল। আমার মন অস্থির হ'চ্ছে, বল।

হায়। বলুন আপনার উপর অত্যাচার ক'রবেন না?

আম্মা। তার ওপর অত্যাচার ক'রবার যো নেই ত মা! সে হতভাগা যে আমার বন্ধুর পুত্র।

হায়। রাজকুমার আমাকে আদর করেন, যত্ন করেন, মিষ্ট-বাক্যে পরিতুষ্ট করবার বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বামীর মত ব্যবহার করেন না। যেন ছাড়াছাড়ি ভাব।

আম্মা। হুঁ! এই কয় দিনই এই রকম ক'রছেন?

হায়। কয়দিনই এক রকম ব্যবহার। রাজকার্য্য ক'রে আসেন,—আমি অপেক্ষায় ব'সে থাকি। আমাকে নিয়ে কত রঙ্গ রহস্য করেন, কত আদর করেন। তার পর আপনার মনে গান করেন। গানের ভাবে বোধ হয়, প্রাণে যেন তাঁর অসহ্য যাতনা। যেন আমার প্রতি ভালবাসা তাঁর মৌখিক, আমাকে বিবাহ ক'রে মনে তিনি সুখী নন।

আম্মা। বটে!

হায়। কিন্তু আমার প্রতি ব্যবহার তাঁর এত ভদ্রতা মাখা যে, আমি কোনও কথা ব'লতে পারি না।

আম্মা। যেমন ব্যবহারই করুক না কেন, সে আমাকে প্রতা-

ঘৃণা ক'রেছে। বলি শোন, আজ যদি সে তোমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করে, তা হ'লে তার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে, দেশ হ'তে দূর ক'রে দেবো। তোমার জন্যই তার আদর, তোমার জন্যই আমি আনন্দের সহিত তাকে রাজ্যদান ক'র্লুম। সেই তোমাকে অনাদর! বারদিগর যদি তোমার অমর্য্যাদা করে, তা হ'লে রাজসভায় সর্ব্বসমক্ষে, আমিও তার অমর্য্যাদা ক'র্ব।

(প্রস্থান)

হায়।— গীত।

কেমন করে ধরিগো তারে।
যে পাশে ব'সে দূরদেশে সাগর পারে॥
সে যেন এসে ধরা দেয়,
ধরি ধরি সরে যায়,
মরীচিকা খেলে যেন মরু শিয়রে;
ভিতরে ছলনা ভরা হাসি অধরে॥

বেদৌরার প্রবেশ।

বেদৌরা। হায়তন!

হায়। জনাব!

বেদৌরা। এখনও পর্য্যন্ত জেগে আছ?

হায়। আজ আমি তোমার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা কইব ব'লে জেগে আছি।

বেদৌরা। সুখের কথায় সুখ নেই—প্রাণেশ্বরী! প্রিয়জনের কাছে দুঃখের কথাই সুখ।

হায়। বেশ, তাই তোমাকে বলি, তুমি কাছে ব'সে শোন।

বেদৌরা। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি নমাজটা সেরে আসি।

হায়। আজ আর আমি তোমাকে নমাজ শেষ ক'রতে দিচ্ছি না। আমি আজ সারারাত জেগে থাকবো ব'লে প্রস্তুত হ'য়েছি।

বেদৌরা। তা হ'লে ত তুমি আমার শুধু প্রাণেশ্বরী নও হায়তন! তুমি আমার ধর্ম্মের সহায়। বেশ, বসো। দেখি তুমি কতক্ষণ জেগে থাক।—(প্রস্থানোদ্যত)

হায়। আজ তোমায় আমি অন্য ঘরে যেতে দিচ্ছি না। ঈশ্বরের আরাধনা ক'রতে চাও, আমার সুমুখে কর।

বেদৌরা। তুমি কাছে থাক্‌লে, ঈশ্বর-চিন্তা আস্‌বে কেন প্রিয়তমে!

হায়। দেখ আর আমি তোমার মিষ্ট কথায় ভুল্‌ছি না! তুমি কয়দিন ধ'রে আমায় প্রতারণা ক'রে আস্‌ছ।

বেদৌরা। তা ক'র্‌ছি, কিন্তু না ক'রে উপায় নেই।—কেন না, তোমার মহানুভাব পিতা আমার ঘাড়ে যে ভার চাপিয়ে দিয়েছেন, তা বইতে হ'লে, ঈশ্বরের সহায়তা ভিক্ষা ক'র্‌তে হয়।—হায়তন—প্রাণেশ্বরী! তজ্জন্য মনে ক্ষোভ ক'রো না।

হায়। স্তোকবাক্যে আজ ভুল্‌ছি না।

বেদৌরা। (স্বগত) আজ ত তাহ'লে দেখ্‌ছি বিষম বিপদ! আর এ বিপদ ভাবলে চ'ল্‌বেই বা কেন? কত দিন আমি এ

বালিকার কাছে আত্মগোপন ক'র্‌ব?—হাঁ প্রাণেশ্বরী! তুমি কি আমাকে তবে প্রতারকই স্থির ক'র্‌লে?

হায়। ব্যবহারে ক'র্‌তে, হয় বই কি!—রূপ থাক্‌লেই কি এত স্বার্থপর হ'তে হয় সাজাদা!—আপনাকে নিয়েই আপনি উন্মত্ত। পায়ের কাছে একটা বাঁদী প'ড়ে যে কদিন কষ্ট পাচ্ছে, তার প্রতি একবার দেখ্‌বারও অবকাশ পাও না!

গীত।

রূপের সাগর নাগর আমার,
আপন রূপে লহর ধরে গলায় পরে হার,
আমার পানে চাইবে কখন আর।
আমি শুধু দেখ্‌তে লহর ব'সেছি তীরে,
প্রাণপিয়াসী শুধুই ভাসি লোচননীরে;
(তুমি) হেসে যাও হে ফিরে, বুঝ্‌তে নারি ব্যবহার।

বেদৌরা। যথার্থই সাজ্জাদী! আমি তোমাকে এই কয়দিন প্রতারণা ক'রে আসছি। কিন্তু বড় অনিচ্ছায়।

হায়। সেই জন্যই কি তুমি শোকের গানে মনের দুঃখ প্রকাশ কর?

বেদৌরা। হায়রতন! আমি শোকের সাগরে ভাসছি।

হায়। তা বেশ বুঝেছি। তুমি আমাকে বিবাহ ক'রে সুখী নও।

বেদৌরা। তোমাকে সুখী ক'র্‌তে পারছিনা ব'লেই আমার দুঃখ।

হায়। আমাকে সুখী করবার প্রয়োজন নেই, তুমি সুখে

থাক, তা হ'লেই আমার সুখ। আমি তোমাকে নিজের জন্য ব'লছি না, তোমার জন্যই ব'লছি। পিতা আমাকে তোমার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন ক'রেছেন। আমি মিথ্যা ব'লতে পারিনি। শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে ব'লে গেছেন যে, আজও যদি তুমি অন্য কয় দিনের মত ব্যবহার কর, তা হ'লে তোমাকে নির্ব্বাসিত ক'রে দেবেন, বেশি ক্রোধ হ'লে তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয়। আমার জন্য যে তোমার কোনও অনিষ্ট হবে, এটা বড়ই দুঃখের কথা।

বেদৌরা। (স্বগত)—উভয় সঙ্কট! এখন যদি আত্ম-প্রকাশ না করি, তাহ'লে মৃত্যু। যদি আত্মপ্রকাশ করি, ত বড়ই লজ্জার কথা। কেন না, নারী হ'য়ে আমি অতি দুঃসাহসিকতা ক'রেছি—এক রাজাকে প্রতারণা ক'রেছি; এক সরলা বালিকাকে ছলনা ক'রেছি। এখন এই বালিকারই আশ্রয় গ্রহণ করি। ঈশ্বর! তুমি ভিন্ন এখন আমাকে এ বিপদে রক্ষা করবার আর কেউ নেই। (প্রকাশ্যে) রাজকুমারী! একজন হতভাগিনী তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রছে।

হায়। সে কি—কে তুমি?

বেদৌরা। আমিও তোমার মতন একজন রমণী।

হায়। তুমি রমণী!

বেদৌরা। আমি চীন দেশীয় রাজকুমারী, আমার নাম বেদৌরা। আমার স্বামী কমরুজ্জমানের সঙ্গে আমি তাঁর বাপের দেশে আস্‌ছিলুম, পথে আসতে আসতে দৈবদুর্ব্বিপাকে স্বামীকে হারিয়েছি। অবলা—অপরিচিত পথ—ভয়ে তাঁরই পোষাক প'রে, তাঁর নাম গ্রহণ ক'রেছি। এখন আমি তোমার আশ্রিতা। ভয়ে, বিষাদে আত্মহারা; কি ক'রেছি জানি না।

হায়। এ ত বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা!

বেদৌরা। আমার দুঃখের ইতিহাস যথাযথ তোমায় বল্লুম; এখন সাজাদী! তোমার যা কর্ত্তব্য, তাই কর।

হায়। তোমার কোনও ভয় নেই, তোমার অবস্থার কথা শুনে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়েছে।

বেদৌরা। করুণাময়ি! তোমার ত অভয় পেলুম, কিন্তু রাজা জানতে পারলে কি হবে?

হায়। রাজাকে জানাব না। যত দিন না তোমার স্বামীর সাক্ষাৎ হয়, তত দিন যেমন ভাবে আছ, তেমনি ভাবেই থাক। তুমি স্বামী সেজে খেলা খেলেছিলে ভাল। যথার্থ কথা ব'লতে কি, তোমার রূপে গুণে আমি বড়ই মুগ্ধ হ'য়েছিলুম। তোমার আদর সোহাগ পাবার জন্য আমি লালায়িত হ'য়েছিলুম।

বেদৌরা। এ আদর সোহাগ, এ রকম মিষ্ট রসিকতা, আমি স্বামীর মুখেই শুনেছিলুম।

হায়। যাক্, এখন আর অন্য কথায় প্রয়োজন নেই।

বেদৌরা। না, এখন এই পর্য্যন্ত।

হায়। এখন চল—চল দুজনে মন খুলে খেলা করিগে। খেল্‌তে খেল্‌তে সমস্ত ঘটনাটা খুলে ব'ল্‌বে চল। শুনতে আমার বড়ই কৌতূহল হয়েছে।

বেদৌরা। চল, কিন্তু ভগিনী! আশার জমীনে যে একখানি কুঁড়ে ঘর বেঁধেছিলে, সেটী তোমার বিনা ঝড়ে প'ড়ে গেল।

হায়। আঃ! বেঁচেছি। ঝড় হ'লে, চারিদিকে ঠেকো দিয়ে কুঁড়েটী বাঁচাবার সাধ হ'ত। এ একেবারে নিশ্চিন্ত ঠেলাঠেলির দায় থেকে উদ্ধার পেয়েছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

উদ্যান পার্শ্ব।

কমরলজ্জমান ও উদ্যানপালক।

উদ্যা-পা। ব'সে আছ?

কম। না, ব'সে নেই—আপনি যে গাছের গোড়াটা খুঁড়্‌তে ব'লেছিলেন, সেইটে খুঁড়্‌ছিলুম।

উদ্যা-পা। হাঁ বেশ ক'রে খুঁড়ে শেকড়গুলো কেটে, গাছটাকে ফেলে দাও। মিছে আর জায়গা যোড়া ক'রে থাকে কেন? গাছটী দেখ্‌তে ছোট, কিন্তু বয়স কত জান?

কম। কেমন ক'রে জান্‌বো?

উদ্যা-পা। আমার যা বয়েস, ওরও তাই। চারকুড়ি বছর। আমার জন্মদিনে আমার বাপ্ ওটী পুঁতেছিলেন। ওটী এত দিন পরে গেল! আমারও বুঝি কেমন কেমন হয়।

কম। সেকি বাপ্! আপনি আরও দীর্ঘজীবী হোন্। আপনি না বেঁচে থাক্‌লে আমার মতন অভাগার আশ্রয় হ'ত কে?

উদ্যা-পা। ম'র্‌তে কি আমার সাধ! তবে সাধ না থাক্‌লেও মৃত্যু ত রেহাই দেয় না? চারকুড়ি বয়স হ'ল, আর কতকাল তুমি আমাকে বাঁচ্‌তে বল? তুমি থাক্‌তে থাক্‌তে ম'লেই ভাল হয়। তুমি না থাক্‌লে, আমার হয়ত গোরই হবে না। যাক্—সে যা নসীবে আছে হ'বে। এখন আমি জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চ'ল্‌লুম। বছর বছর একখানি জাহাজ এখান থেকে এবনি উপদ্বীপে যায়। এবনির রাজা আমার বাগানের জলপাই

বড় পছন্দ করেন। অন্যান্য বছর এতদিনে জাহাজ চ'লে যায়, এ বৎসর জলপাইনাবি হ'য়েছে ব'লে যেতে পারেনি। যাই, কবে যাবে খবরটা নিয়ে আসি। আর সেই সঙ্গে তোমাকেও পাঠাবার বন্দোবস্ত করি। যাও বাপ্! ততক্ষণ তুমি কাজটা সেরে ফেল গে।

কম। যো হুকুম।

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

দানহাসের প্রবেশ।

দান। বেদোরা যদিও রাজা হ'য়ে র'য়েছে, তবু অতি মনকষ্টে সে কালযাপন ক'র্‌ছে। বেদোরার কষ্ট ত আর দেখা যায় না। বদ্‌মাস কাস্‌কাসের দৌরাত্ম্যে সে এমন ক'রে কতদিন বিরহ সহ্য ক'র্‌বে? যেমন ক'রে পারি তাবিজ কমরলজমানকে দিতেই হবে। যেমন ক'রে পারি, দুজনের মিল ঘটিয়ে মৈমুনী রাণীর দর্প চূর্ণ ক'র্‌তেই হবে। কাস্‌কাস্ চিল হ'য়ে তাবিজ নিয়ে স'রে প'ড়েছে। এখনও চিল হ'য়ে তাবিজ সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। মনে ক'রেছে, আমি সন্ধান ক'র্‌তে পার্‌বো না; কিন্তু আমার চোখ এড়িয়ে যাওয়া কি তার মতন গাধার কাজ! সে কোথায়, সন্ধান পেয়েছি; যেমন ক'রে পারি, তার কাছ থেকে তাবিজ কেড়ে নিতেই হবে। যাই; আমিও চিল হ'য়ে উড়ি; বদ্‌মাস বেটাকে মেরে আধমরা ক'রে কেড়ে নিই। এই সহরে মার্জমানকে দেখ্‌তে পেয়েছি, তাবিজ তার হাত দিয়েই কমরলজমানকে দিয়ে দিই।

(প্রস্থান)

মার্জমানের প্রবেশ।

মার্জ। না, বহুদিন হ'ল, আর বেশীদিন স্বামী স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি ভাল নয়। কেননা, আমি অনেক বিরহ দেখেছি, কিন্তু বেশীদিন

একটা বিরহকেও টেঁক্‌তে দেখিনি। দু চার দিন বিরহ গরম গরম থাকে। তার পর অল্প অল্প ক'রে বেবাক বিরহটুকু গায়ে চ'ড়ে যায়। চড়া বিরহ আর ক্ষরা পিত্তি দুইই সমান। না—কাজ নেই, সাজাদা সাজাদীর মিলটে ঘটিয়ে দিতে হচ্ছে, কিন্তু এ দুজনের যেন মিল'হ'ল; তাবিজ ত পাওয়া গেল না। তাবিজটা না পেলে তো এই রকমের ছাড়াছাড়ি আবার হবে! সাজাদার সঙ্গে তাবিজটাকে না নিয়ে গেলে তো ফুর্ত্তি হবে না। একি বেয়াদব চিল—তাবিজে ছোঁ! বাপধন চিল! তোমার ত কেবল পুচ্ছ। তাবিজ নিয়ে কি ক'র্‌বে বাবা? কোথায় আছ এস—এসে তাবিজ ফিরিয়ে দাও। আমি তোমার পুচ্ছ সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব বাবা! এস বাপধন এস, তোমাকে মগ-মুলুকে নাপ্পি খাওয়াব বাবা! একবার খেলেই ল্যাজে ময়ূর-পুচ্ছ গজিয়ে উঠ্‌বে। এস—ধন এস—চৈ—চৈ।

জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ।

বৃদ্ধা। ওগো মিয়া?

মার্জ্জ। কেন গো বিবি?

বৃদ্ধা। মিয়া, মোল্লার মাঠে গো মিয়া, এত বড় চিলগো মিয়া, তার এত বড় গলা, তাতে এত পানি কি নড়্ নড়্ ক'র্‌ছে—আর ঝক্ ঝক্ ক'র্‌ছে।

মার্জ্জ। ইয়া আল্লা! খোদা দেনেওয়ালা, খোদা দেনেওয়ালা, ইন্‌বিল্ ইল্লা, ঠিক মিলা চিল।

বৃদ্ধা। আর একটা চিল তাকে ধ'রেছে, আর ঠকাঠক্ ঠোকোর মার্‌ছে—ভারী লড়াই!

মার্জ্জ। বটে, বটে, কোথায়? আমাকে একবার দেখিয়ে দাও না।

বৃদ্ধা। এই যে, এই পথে যাও না। ঐযে মাঠ। আমি গিয়েছি, আর অমনি একটা গোদা চিল মাথার ওপরে ঠকাস্ ক'রে ঠোকর। ঐযে মিয়া!

মার্জ্জ। ঐ বটে, ইয়া আল্লা! ফেলে দিলে। ঠিক মিলা, ঠিক মিলা। (প্রস্থান)

বৃদ্ধা। বাপ্! আমি যাবনা—আবার যদি ঠোকোর মারে, বাবারে মিয়া। (প্রস্থান)

উদ্যানপালক ও কাপ্তেনের প্রবেশ।

উদ্যা-পা। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলেম। আপনি এসেছেন, ভালই হ'য়েছে।

কাপ্তেন। আর না আস্‌লে চলে? অমনি অমনিই ত এবার জাহাজ ছাড়্‌তে দেরী হ'য়ে গেল। এবনি উপদ্বীপ হ'য়ে যেতেই হবে। রাজা জলপাইয়ের জন্য আগে থাক্‌তেই বায়না দিয়ে রেখে-ছেন। জলপাই না নিয়ে গেলে কি রক্ষা আছে? তা হ'লে আর দেরী ক'র্‌বেন না মিয়া! জলপাই সব জালা ভর্ত্তি ক'রে রাখুন; পরশু সকালে আমাকে রওনা হ'তেই হবে।

উদ্যা-পা। বহুত আচ্ছা, আর দেখ মিয়া! একটা ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, তাকে এবনি উপদ্বীপে নামিয়ে দিতে হবে।

কাপ্তেন। তা হ'লে তাকে তৈরী হ'য়ে থাক্‌তে ব'ল্‌বেন, দেরি ক'র্‌লে আমি অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বো না। আমাকে পরশু ভোরে জাহাজ ছাড়্‌তেই হবে।

উদ্যা-পা। পরশু তো? এর ভেতরে সে খুব তৈরী হ'তে পার্‌বে।

কাপ্তেন। বহুত আচ্ছা, সেলাম। (প্রস্থান)

মার্জমানের তাবিজ হস্তে প্রবেশ।

মার্জ। মিয়া সাহেব! সেলাম।

উদ্যা-পা। সেলাম, কে আপনি মিয়া?

মার্জ। আপনি ভাল আছেন?

উদ্যা-পা। আমি বৃদ্ধ হ'য়েছি, কবে মাটীতে মিশি, আমার আবার ভাল মন্দ কি? কিন্তু আমি ত আপনাকে চিনি না।

মার্জ। তবে থাক্, আপনার কথা ছেড়ে দেওয়া গেল, আপনার জলপাই ভাল আছেন?

উদ্যা-পা। জলপাই ভাল আছেন কি রকম?

মার্জ। তবে যাক্, জলপাইও চুলোয় যাক্। সাজাদা ভাল আছেন?

উদ্যা-পা। সাজাদা কে?

মার্জ। কেন•আপনার বাগানে যিনি মাটী খোঁড়েন, গাছের গোড়ায় জল দেন।

উদ্যা-পা। এ সব কথা তুমি কি ব'ল্‌ছ?

মার্জ। দূর হো'ক, তবে আর কিছুই ব'ল্‌ব না। আপনি সাজাদাকে এই তাবিজটে দেবেন, ব'ল্‌বেন—চিল মিয়া ফিরিয়ে দিয়েছেন।

উদ্যা-পা। একি! এসব কি কথা? চিল মিয়া?

মার্জ। ধরুন, আর আমি দেরী ক'র্‌তে পারি না।

উদ্যা-পা। কার তাবিজ? আমি নেব কেন?

মার্জ। বেশ, তবে আগ্‌লে দাঁড়িয়ে থাকুন। আসি মিয়া, সেলাম। আমার কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বল্‌বেন—হুশ্ হুশ্ ক'রে উড়ে গেল।

উদ্যা-পা। ও মিয়া! এ কি কর? কোথা যাও? ও মিয়া! ও চিল মিয়া! এ কি হ'ল! কার ধন আমাকে দিয়ে গেল? বুড়ো বয়সে ফাঁসাদে প'ড়্ব নাকি? এ ত বহুত দামী তাবিজ! এ ত হেঁজিপেঁজি লোকের নয়! সাজাদা! কে সাজাদা! যে আমার বাগানে মালীগিরি ক'র্‌ছে। সে লোকটা বাজার ছেলে? এ ত ভারী গোলমালে প'ড়ে গেলুম!

কমরলজমানের প্রবেশ।

কম। আশ্চর্য্য ব্যাপার! আশ্চর্য্য ব্যাপার! গাছের তলায় সোণা! কেও মিয়া সাহেব!

উদ্যা-পা। সাজাদা গরিব আদমী আমি, আমাকে তামাসা ক'র্‌ছেন কেন?

কম। সাজাদা!—সেকি! কে আপনাকে একথা ব'ল্লে?

উদ্যা-পা। কেন, চিল মিয়া ব'লে গেল।

কম। চিল মিয়া ব'লে গেল কি?

উদ্যা-পা। শুধু কি ব'লে গেল—এই তাবিজ ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কম। হ্যাঁ! একি! ঈশ্বর! একি তোমার দয়া! ফিরে পেলুম! একি স্বপ্ন! না সত্য? কোথা পেলেন মিয়া?

উদ্যা-পা। জনাব!

কম। জনাব কি? আপনি আমার আশ্রয়-দাতা—পিতৃতুল্য। সন্তান জ্ঞানে যে স্নেহবাক্যে আমাকে এত দিন ধ'রে আপ্যায়িত ক'রে আস্‌ছেন—তাই বলুন। কোথায় এ তাবিজ পেলেন বাপ্!

উদ্যা-পা। এই যে ব'ল্‌লেম বাপ্! চিল মিয়া দিয়ে গেল।

। চিল দিয়ে গেল? চিল দিয়ে গেল কি? চিলই ত জিনিষ নিয়েছিল।

উদ্যা-পা। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে। নিয়ে ছিল আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চিল মিয়া নিজেও ঐ কথা ব'লে গেল।

কম। চিল কথা কইলে কি!

উদ্যা-পা। এক রাশ্ কথা ক'য়ে গেল। ভারী জ্যাটা চিল সেকি চুপ্ ক'রে থাকে?

কম। আচ্ছা! তাকে দেখ্‌তে কেমন?

উদ্যা-পা। চিলের মতন যে ঠিক্—তা ওক্ষয়। পিঠে খানিকটে পুচ্ছের মতন কি ঝুল্‌ছে বটে! খানিকটে ভুঁড়িও আছে। একটু বেঁটে খেঁটে, চিলের ভাবটা বড় নয়—এই পাতি হাঁসের ভাব।

কম। বুঝেছি, মার্জ্জনান ভাই এসেছিল। যাক্—আবার আশা, তাবিজের সঙ্গে যেন আমার সব ফিরে আস্‌ছে। ঈশ্বর! আবার কি বেদোরাকে দেখ্‌তে পাব?

উদ্যা-পা। কি বাপ্! ভাবতে লাগলে কি?

কম। বাপ্! আপনি আমাকে যে সামগ্রী দিয়েছেন, আমি অশক্ত হ'লেও ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কৃত ক'রেছেন। আপনার সেই শুকনো গাছের গোড়া খুঁড়্‌তে গিয়ে, পঞ্চাশ ঘড়া সোণা পেয়েছি, আপনি গ্রহণ ক'র্‌বেন আসুন।

উদ্যা-পা। আমি নিয়ে কি ক'র্‌বো বাপ্? ঈশ্বর তোমার জন্যই ঐ ধন রেখে দিয়েছেন। আমি আজ বাদে কা'ল ম'র্‌ব। আমাকে আর ধনের প্রলোভন দেখিও না। আর চারকুড়ি বছর বাগানে থেকেও যখন আমি ও ধনের অধিকারে বঞ্চিত, তখন ও ধন আমার হ'লেও তাঁবাদি হ'য়ে গেছে। বাপ্‌ধন! তুমিই গ্রহণ

কর, আর যাবার জন্য প্রস্তুত হও। পরশু প্রাতঃকালে জাহাজ এখান থেকে রওনা হবে। প্রস্তুত না থাকলে এক বছরের মধ্যে আর সেখানে যেতে পারবে না। এসো—সোণার ঘড়াগুলো জল-পাই দিয়ে ঢেকে দিইগে, আর কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে তোমার ঘটনাটা শুনিগে। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

হায়তন ও বেদৌরা।

গীত।

পূরব গগন গায়।
অরুণ কিরণে সোণার ফুল আকুলি বিকুলি ভেসে যায়।
দশদিশি ভরা হাসি,
আঁধারে আলোকে মেশামিশি,
ফুটে কলি ছুটে অলি, ভাবে গলাগলি প্রাণ মাতায়।
রঙে রঙে মিশে যাই ভেসে,
আলোকে পুলকে মিশাই কায়।

বেদৌরা। প্রাণেশ্বরি! হায়তন!

হায়। হুকুম?

বেদৌরা। ছি! এই কি প্রাণেশ্বরীর যোগ্য কথা! আমি তোমাকে এত আদর ক'রে প্রাণেশ্বরী ব'লে ডাকলুম, আর তুমি কিনা হুমো পাখীর মত গর্জ্জে উঠলে—'হুকুম?'

হায়। জনাব ত এ রাজ্যের রাজা, বেয়াদবী ক'রে থাকি, গর্দ্দান নিন্।

বেদৌরা। বলি, আজ এত ক্রোধ হ'ল কেন?

হায়। ক্রোধ না হবেই বা কেন? আমার প্রাণেশ্বরের ত আর একটী প্রাণেশ্বরী আছে?

বেদৌরা। বেশ, তাতে এত রাগ কেন? আমার প্রাণেশ্বরীর না হয়, আর একটা প্রাণেশ্বর ক'রে দেবো।

হায়। কি, সতীর সুমুখে এই প্রস্তাব!

বেদৌরা। বেশ, আমি আগে না হয় ম'রেই যাই।

হায়। দেখ, ও সব তামাসা আমার ভাল লাগ্‌ছে না। তুমি ম'রবে কেন? স্বপ্নের ধন লাভ ক'রেছো, চিরকাল ভোগ কর। মরি আমি।

গীত।

হায়তন। যাও বঁধু যাও, যাও বঁধু যাও।
সুখের আদর সরিয়ে নাও।
(আমার) হতাশা ফিরিয়ে দাও।

বেদৌরা। ও কথা ব'লনা সরলা ললনা,
আশা বিনে প্রাণ মরুময়;
আশা ছেড়োনা আশা ছেড়োনা,
করুণা নয়নে চাও,
দেখ মনের মতন পাও কি না পাও।

বেদৌরা। ছি হায়তন! এইনা তুমি আমায় ভালবাস?

হায়। বাসিনা প্রমাণ পেলে কিসে?

বেদৌরা। এই যে মরণের কথা কইলে! তোমার এই কঠোর

রহস্ত আমার প্রাণে কত আঘাত করে তা জান? যদি ভাল বাস্‌তে, তাহ'লে কখনও এমন কথা কইতে না।

হায়। আগে বাস্‌তুম।

বেদৌরা। এখন?

হায়। এখন আমি জলপাই ভালবাসি। আমি এখন জলপাই-এর চিন্তা ক'র্‌ছি, আস্‌তে বিলম্ব দেখে মনে একটুও সুখ পাচ্ছিনা, আর উনি মাঝখান থেকে 'প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরী!'—জলপাইয়ের কথা যতই মনে প'ড়্‌ছে, ততই নোলায় আমার জল ঝ'র্‌ছে। সব রস মুখে, এখন কি প্রাণে রস আছে!

বেদৌরা। কেন, জলপাইয়ে এত ভালবাসা জন্মাল কেন?

হায়। তোমারই বা হায়তনের ওপর এত ভালবাসা জন্মাল কেন? ভালবাসা আমার খুসী।

বেদৌরা। সত্যি, তোমার জলপাই খেতে কি বড়ই সাধ হ'য়েছে? তাহ'লে বল, হুকুম ক'রে আনাই।

হায়। এখানকার জলপাই ভাল নয়, এ সিয়া দেশের একটা বাগানের জলপাই।

বেদৌরা। এই কথা! আমি সে দেশে এখনি লোক পাঠাচ্ছি।

বান্দার প্রবেশ।

হায়। কি কি খবর বান্দা!

বান্দা। সাজাদী! সিয়া দেশের সওদাগরের জাহাজ এসে লেগেছে। জাঁহাপনার কাছে গিছলো। জাঁহাপনা সওদাগরকে এই খানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।—ব'লে দিলেন—রাজা ও রাণী ওইখানে আছেন, সেথায় পাঠিয়ে দাও।

হায় ! জলপাই এনেছে ?

বান্দা। এনেছে—পঞ্চাশ জালা।

বান্দাগণের জালা লইয়া প্রবেশ।

বেদৌরা। কটাতে প'ড়ে একটা জালা বয়ে আন্‌ছিস্ ?

বান্দা। জনাব, এবারে পাথুরে জলপাই !—বিষম ভারী।—

বেদৌরা। ভাল, রেখে চ'লে যা।

[বান্দাগণের প্রস্থান।

(জলপাই পরীক্ষা, কোমরবন্ধ দেখিয়া)

ঈশ্বর ! একি !—একি দেখি—প্রাণেশ্বর ! প্রাণেশ্বর ! কোথায় তুমি ?

হায়। কি ! কি !—ব্যাপার কি ? ব্যাপার কি ভগিনি ?

বেদৌরা। যার জন্য তুমি আমায় এ অবস্থায় ফেলে গেছ, সে ফিরে এল। তুমি কই ?

হায়। ব্যাপার কি ?

বেদৌরা। সমস্তই জানবে ভগিনি ! তোমার কাছে আমার গোপন কি আছে, এখন আমি বড়ই অস্থির, আমি অজ্ঞান, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'রোনা। আমায় মাফ্ কর। কই হায় ?

জনৈক বান্দার প্রবেশ।

কাপ্তেনকো জলদি গ্রেপ্তার করকে লে-আও। বুঝতে পেরেছো হায়তন্ ?

হায়। বুঝেছি, তুমি স্বামীর সংবাদ পেয়েছো !

বেদৌরা। কবে সে দিন আস্‌বে ভগিনী—কবে স্বামীর সংবাদ পাব ? তবে লুপ্ত আশা পুনরুদ্দীপ্ত হয়েছে। যে তাবিজের

সঙ্গে আমি সর্ব্বস্ব হারিয়েছি, সেই তাবিজ আবার এতদিন পরে ফিরে এসেছে!

হায়। তা হ'লে তোমার স্বামীও তাবিজের সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছেন।

বেদৌরা। আসবে হায়তন? আস্‌বে?

হায়। ঈশ্বরের কাছে এক মনে প্রার্থনা করি, তোমার স্বামী এই তাবিজের সঙ্গে ফিরে আসুন। কেন না, তোমার কষ্ট আর আমি দেখ্‌তে পারি না। রমণী মনের দুঃখে কাঁদতে পায় না, উলটে মুখে হাসি মেখে থাক্‌তে হয়, এর চেয়ে কষ্ট আর আছে ভগিনী!

বেদৌরা। হায়তন! তোমায় প্রাণেশ্বরী ব'লে আমি জীবন সার্থক ক'রেছি, তুমি রমণী-রত্ন।

(কাপ্তেনকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ ও প্রস্থান)

কাপ্তেন। গোলাম কি অপরাধ ক'রেছে জনাব?

বেদৌরা। তুমি এ জলপাই কোথায় পেলে?

কাপ্তেন। জনাব! যে বাগান থেকে প্রতি বৎসর আনি, এবারেও সেখান থেকে এনেছি।

বেদৌরা। এর ভেতরে কি আছে, তা তুমি জান তা তুমি জান?

কাপ্তেন। না জনাব! ওপরে জলপাই দেখেছি; জলপাই জেনেই এনেছি।

হায়। জলপাই তোমাকে দিয়েছে কে? যে বৃদ্ধ বরাবর দেয়, সেই দিয়েছে কি?

কাপ্তেন। না হুজুরাইন্! এবারে সে নয়। এবারে এক ছোকরা দিয়েছে।

বেদৌয়া। তাকে দেখ্‌তে কেমন?

কাপ্তেন। গোস্তাকী মাফ হয় জনাব! কতকটা জনাবেরই মত চেহারা। সে ছোকরাও আস্‌তে চেয়েছিল। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে তাকে আন্‌তে পারলুম না।

উভয়ে। কেন?

কাপ্তেন। সে ব্যক্তি যে সময়ে জাহাজে উঠবে, ঠিক সেই সময়ে সেই বৃদ্ধ মারা যায়। কাজেই সে ব্যক্তি আস্‌তে পারলে না। আমরা আস্‌তে তাকে অনেক পেড়াপীড়ি ক'রেছিলুম। কিন্তু সে এলোনা। ব'ল্লে—আশ্রয়দাতার মৃতদেহের অমর্য্যাদা ক'রে যেতে পারবো না। আগে তার সংকার ক'রবো। আমরা অপেক্ষা ক'রতে পারলুম না। একে ত এ বৎসর দেরি হয়ে গেছে—তার উপর আমাকে বঙ্গদেশে যেতে হবে। সময়ের মধ্যে না ফিরতে পারলে, আর এ বৎসরের মতন ফিরতে পারবো না। কেননা মাস ফিরে গেলে, আর জাহাজ চ'ল্‌বে না। গরীব আদমী—বেনা ক'রে খাই—তা হ'লে একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাবো।

বেদৌয়া। এরকম জলপাই কত জালা আছে?

কাপ্তেন। পঞ্চাশ জালা।

হায়। ও সব জলপাইয়ের জালা নয়—সব সোণা।

কাপ্তেন। সে কি?

হায়। হাঁ সোণা। তুমি যদি এখনি গিয়ে সেই লোকটীকে নিয়ে আস্‌তে পার, তাহ'লে ওই পঞ্চাশ জালা সোণাই তোমাকে বক্‌সিশ্ দিই—নইলে তোমার গর্দ্দান যাবে।

কাপ্তেন। আমি এখনি আন্‌বো জনাব!

(প্রস্থান)

বেদৌরা। হায়তন! তোমার এ অদ্ভুত মহত্বের যোগ্য যে কোনও কাজ ক'রতে পারছিনি—সাজাদী! আজ হ'তে—

হায়। (হস্ত ধরিয়া) আচ্ছা সে পরের কথা। আত্মহারা হ'য়ে রাজ্যশাসন ক'র্‌বেন কেমন ক'রে?

বেদৌরা। হায়তন! তোমার কৃপাতেই আবার আজ আমি কূল পেলুম।

হায়। একশো বারই এক কথা! আগে সব আসুন, তোমার শ্বশুর ত এসেছেন।

বেদৌরা। এসেছেন কি? ঐ তিনি আসছেন, বাজনা বাজ্‌ছে।

হায়। তোমার স্বামীও আসছেন।

বেদৌরা। ঈশ্বরের কৃপায় তিনিও ঠিক সময়ে এসে প'ড়েছেন।

হায়। তোমার স্বামী—ঠিক জেনেছ তো?

বেদৌরা। আগে ঠিক জানতুম বটে; তবে এখন তিনি আমার হবেন কি তোমার হবেন, সেটা ব'লতে পারছিনি।

হায়। আর আমাকে টানা কেন? আপনি সুখী হও।

বেদৌরা। বল কি?

হায়। আমার খুব সাধ মিটে গেছে, খুব সখের ঘরে ক'রে-ছিলুম। তোমার বরাতে এমন যে পুরুষ আছে, আমার বরাতে আবার কি শেষে মেয়ে মাকুন হয়ে যাবে?

চতুর্থ দৃশ্য।

দরবার।

আর্ম্মানাস্, সাজামান ও উজীর।

সা-জ। ভাই হে! এসব ক'রেছো কি! এসব যে তুমুল কাণ্ড!

আর্ম্মা। আমি কি ক'রেছি! আমি কে? আমি ত নগণ্য মুটে, এ সব পাগলা রাজার আয়োজন।

উজীর। তা ওঁরা যদি একটু আমোদ ক'রে তৃপ্তি পান, তাতে জনাবের খুঁৎ খুঁৎ ক'রলে চ'ল্‌বে কেন?

আর্ম্মা। এই বলুন ত উজীর সাহেব!

উজীর। জনাবেরই যেন সখ্ নেই, তা ব'লে আর কারও কি থাক্‌বেনা?

আর্ম্মা। এই—আমরাই না হয় বুড়ো হয়েছি। ভায়ার ছেলে ত আর বুড়ো হয়নি।

সা-জ। যাক্—এখন পাগলা পাগলী কই? তাদের না দেখে যে আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌ছিনা।

বেদোরার প্রবেশ।

আর্ম্মা। এই যে!

বেদোরা। জনাব!

সা-জ। একি!—এ কে?—এ ত আমার কমরলজমান নয়?

উজীর। না—ইনি কে? ইনি ত সাজাদা ন'ন।

আর্শা। সেকি, সেকি!—চোখের জ্যোতি গেছে! ভাল ক'(রে)
দেখুন। পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, ভাল ক'রে দেখুন।

সা-জ। আর ভাল ক'রে দেখ্‌বো কি ভাই! প্রাণকে
চোখের ওপর এনে দেখ্‌তে এসেছিলুম। ভাই! এতকাল তবু
আশায় প্রাণ ধ'রেছিলুম। ভাই দোস্ত! তুমি না জেনে আদ
সে জীবনের শেষ ক'র্‌লে।

আর্শা। উজীর সাহেব! আপনিও কি তাই বলেন?

উজীর। জনাব! ইনি আমাদের সাহাজাদা ন'ন।

বেদৌরা। ওঁরা ঠিক্‌ ব'লেছেন জনাব, আমি ওঁদের সাহাজাদা ন(ই)।

আর্শা। তা হ'লে কে তুই প্রতারক! চাতুরী ক'রে আমা(র)
কন্যার রাজ্য গ্রহণ ক'রেছিস্‌। জল্‌দি বল্‌—নইলে আমিই তো(কে)
কোতল ক'র্‌বো।

হায়তনের প্রবেশ।

হায়। হাঁ হাঁ—করেন কি, করেন কি, জনাব! উনি বে(ই)
হ'ন, উনিই এখন আমার রাজা।

আর্শা। তা ব'লে চেনা নেই, শোনা নেই, কোথাকার বে(-)
বাঁদীর বেটা, তাকে আমি আমার রাজ্যের রাজা ক'র্‌ব।

হায়। রাজা না করেন, হত্যা ক'র্‌বেন না। আগে দেখা-শোন(া)
উচিত ছিল। রাজ্য থেকে আমাদের উভয়কে বা'র ক'রে দিন
পিতা! গোস্তাকি মাপ হয়, আপনার দোষে আমি সাজা পা(ই)
কেন?

উজীর। যথার্থ জনাব! আপনারই [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible]-কুলশীলের আমার [illegible] ক'রে এমন [illegible] [illegible]
করা উচিত হয়নি। [illegible]

আর্মী। না, দূর হ—সমুখ থেকে দূর হ।

হায়। তা হ'লে পিতা আমিও যাই?

[illegible]। [illegible], তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, [illegible] এসো উভয়ে মিলে আমোদ [illegible] সম্ভব? বেইমান [illegible] আজ অনেক কাল পরে [illegible]

কমরলজমানকে ঘিরিয়া কাপ্তেন ও অনুচরগণের প্রবেশ।

কাপ্তেন। চল্ চল্ চোর! রাজার মাল চুরি! চল্।

কম। দোহাই বাবা! আমি কারো চুরি করিনি, খোদা আমাকে [illegible]ছেন।

কাপ্তেন। এই যে—খোদা তোমাকে দেওয়াচ্ছেন। চল্ না [illegible] ডাকু!

আর্মী। এ কে? এ কি ক'রেছে?

কাপ্তেন। জনাব! এ ব্যক্তি জামাই রাজার পঞ্চাশ কলসী সোনা ক'রেছে।

আর্মী। না ছেড়ে দে—সেই বেটাই চোর। সে আর রাজা। ওকে ছেড়ে দে।

কম। কেও—কেও—পিতা!

[illegible]। জনাব! জনাব! সাজাদা!

[illegible]। হাঁ! হাঁ! একি! কমরলজমান! তুই! তুই! তুই!

(সস্নেহে আলিঙ্গন।)

আর্য্য। একি অদ্ভুত ব্যাপার!—এই তোমার ছেলে নিমুলে খুলেছে—খুলেছে।

মার্জমানের প্রবেশ।

মার্জ। ইলবিল ইল্লা, কিলবিল কিল্লা—মসাল্লা, ঠিক সাজা কি সাজাদা! চিন্‌তে পারি? এমন বাঁধন বেঁধে দিয়েছিলুম, বাঁধন কোথায় গেল? এ কাপ্তেনের পিরীতে? ভয়া করন?

উজীর। কেও ফকির সাহেব?

মার্জ। হাঁ জনাব! সেলাম। জোড় মিলিয়ে বাড়ী পাঠিয়েছিলুম জনাব! এ গোলামের কোনও দোষ নেই। এখন সাজাদার নসীবে জোড় যে মাঝখান থেকে কাপ্তেন হ'য়ে যাবে, তা কে ক'রে জান্‌বো?

সা-জ। এ সব ব্যাপার কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছ উজীর! আমি ত হতভম্ব।

উজীর। সেই ছোকরাকে আনান জনাব! কন্যাকে আনান, নইলে এ রহস্যের মীমাংসা হবে না। সেই ছোকরা সব জানে। সেই ছোকরাই এই চক্রের মূলাধার।

মার্জ। ভাল, আমিই একবার চেষ্টা ক'র্‌ছি। সাজাদী সাজাদী কই?

কম। পথে নিজের দোষে হারিয়েছি।

মার্জ। তা বেশ ক'রেছো। তারপর এ বন্ধন—এও কি নিজের দোষে?

কম। এ যে কেন হ'ল, তা এখনও বুঝ্‌তে পারছি না। এখানকার রাজার হুকুমে আমি গ্রেপ্তার হ'য়ে এসেছি। শুনছি আমি নাকি রাজার সোনা চুরি ক'রেছি।

মার্জ। পাকড়াও লে চোর রাজাকো?

সা-জ। বটে বটে! পাকড়াও পাকড়াও।

বেদৌরাকে লইয়া হায়াতনের পুনঃ প্রবেশ।

মার্জ। সাজাদা—সাজাদা! ওই ইলবিল ইল্লা কিলবিলকিল্লা!

সা-জ। একি! একি অপূর্ব্ব সুন্দরী!

কম। বেদৌরা—বেদৌরা—প্রাণেশ্বরী! বেঁচে আছ?

বেদৌরা। বেঁচে আছি, শুধু বেঁচে নয়—একটি ছিলুম দুটী হয়েছি, আমার এই ভগিনীটীকে গ্রহণ কর। কোরাণ ছুঁয়ে আমি বালিকাকে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রেছি।

কম। কে ইনি বেদৌরা?

বেদৌরা। কে—পরে ব'ল্‌ব, আগে গ্রহণ কর।

মার্জ। ঢোঁক গেলো কেন সাজাদা! টপ ক'রে নিয়ে ফেল। ওতে আর দেরি কি! আপ্‌সে গির্‌তা হায়, গির্‌নে দাও গির্‌নে দাও।

বেদৌরা। আগে না নিলে আমার সঙ্গে কোন কথা হবেনা।

—নিলুম।

মার্জ। নিলুম। থুড়ী, ভুলে গেলুম! সাজাদা নিয়ে ফেল, ফস্‌কে যায়।

কম। দুনিয়ার তোমার যা আপনার, আমারও তা। আমি মার দত্ত উপহার সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ ক'র্‌লুম।

বেদৌরা। জনাব! বাঁদী কমরলজমান সেজে আপনাকে করেছে। পিতা! আমি আপনার পুত্র না হ'লেও পুত্রস্থানীয়া।

সা-জ। অদ্ভুত ব্যাপার! অদ্ভুত ব্যাপার! মা ওঠ, আমি তোমায় ছি। তুমিই স্বপ্নে আমার ছেলেকে পাগল ক'রেছিলে। আর ও এস মা! তুমি এস। আমি এককন্যা খুঁজতে এসে দুইকন্যা ছি।

আমী। এসব কি তোমার! আমি ত কিছুই বুঝে পাচ্ছিনে।

উজীর। আর বোঝবার কি! ঈশ্বরের লীলা! এমন আ[illegible] ঘটনা বুঝি কেউ কখনও দেখেনি।

বেদৌরা। চলুন, গৃহে বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে [illegible] সব [illegible] শুনবেন চ'লুন। আর রাজ্যে সকলকে বিবাহোৎসবের সমাচার দিন।

(স[illegible]র প্রস্থান)

(দানহাস ও মৈমুনীর প্রবেশ)।

দান। মৈমুনী রাণী! আমাদের কাজ ত মিটে গেল, এখনি যে যেখান থেকে এসে পরস্পরে মিলে গেল। তারপর?

মৈমুনী। তারপর কি?

দান। জিত কার? অবশ্য মৈমুনী রাণীর কাছে সত্য কথাই শুনতে পাব।

মৈমুনী। সত্য কইতে হ'লে তোমারই জিত।

দান। তাহ'লে, বান্দা যা চাইবে, তাকে দাও।

মৈমুনী। অবশ্য, কি চাও বল?

দান। দয়াময়ী মৈমুনীর একটু ভালবাসা।

দ্বৈত গীত।

দান। দিবে দিবে ভালবাসা দিবে [illegible]।

মৈমু। তোমার আমার মিলন যেমন এমনটি কি হয়।

দান। দুচোখে দেখতে নারি, [illegible] হয়েছে [illegible],

মৈমু। তবে কেন ব'ল যে নারী, নারীর সকল সয়।

দান। তুমি আমার [illegible],

মৈমু। তুমি রসময়।

উভয়ে। [illegible] স্বর্গ বেঁধা ভালবাসার জয়।

(গাও ভালবাসার জয়)

যবনিকা পতন।